

THREE THOUSAND BENGALI PROVERBS

AND

PROVERBIAL SAYINGS

ILLUSTRATING

NATIVE LIFE AND BELIEFS

AMONG

RYOTS AND WOMEN

প্রবাদ মালা ।

এতদেশীয়

বিবিধ জনপদ ব্যবহার মূলক

কলিকাতা ।

পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল ।

১৬ মার্চ । সন ১৮৭২ সাল ।

প্রবাদ মালা



This little work completes the series of Proverbs and
Proverbial sayings of Bengal which I have brought out
in co-operation with Pandit Nobin Chunder Banerjya,
and other Native Gentlemen to whom I owe a deep
debt of obligation for the assistance they rendered.

The series consist of about 6000 proverbs, but
there are still many local sayings unpublished, and I
hope some Native Gentlemen will continue my work
in this direction.

J. LONG.

CALCUTTA 11TH MARCH 1872.





প্রবাদ মালা ।

অ

৩৪৫

- ১। অখণীচাপ্রবাসীচ সবরিচর মোদতে ।
- ২। অকর্ম্মা নাপিতের ধামা ভরা ফুর ।
- ৩। অকষ্ট বদ্ধ ।
- ৪। অকাল কুস্মাণ্ড ।
- ৫। অকালে সকাল ।
- ৬। অকুল পাঁথারে ভাসা (বা ভাসান) ।
- ৭। অকেজো বউ লাউ কটতে দড় ।
- ৮। অগস্ত্য মূনির আনা ।
- ৯। অগাধ জলের মাছ ।
- ১০। অগুণ মানুষ গুণ না চিনে, মুষা না চিনে বিড়ালী ।
আর অপ্রেমী মানুষ প্রেম না চিনে, কাট
না চিনে কুড়ালী ।
- ১১। অগুরুচন্দন ফেলে চায় শেওড়া কাঠ ।
আর কোকিলের ধুনি শুনে বানরের নাট ।
- ১২। অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ ঘোষ ঠাকুরের পাটে ।
মাণিক পীর দেওয়ান আছেন নগর রীর হাটে ॥ ৮
- ১৩। অঘটন ঘটায় যত বিদ্যে তার বল্বো কত ॥
- ১৪। অঙ্গীকৃতং স্কৃতিমঃ পরি পাণয়ন্তি ।

(ক)

- ১৫। অজ্ঞ বোক ।
 ১৬। অজ্ঞ যুদ্ধে ঋষিশ্রদ্ধে প্রভাতে মেঘ উদ্ভূতঃ ।
 দক্ষতাঃ কলহশৈব বহ্নারশ্চৈব লঘুক্রিয়ঃ ।
 ১৭। অটল টলাতে নারে সামান্য মানুষে ।
 ১৮। অতি দর্পে হতানন্ধা অতি মানেচ কৌরবঃ ।
 অতিদানে বলির্দ্বন্দ্বঃ সর্পমত্যস্ত গর্হিতঃ ॥
 ১৯। অতি দানাক্রতঃ কণ্ডুতিলোভাৎ সুঘোষনঃ ।
 অতি কামাদ্ধনং গ্রীবস্তুতি সর্কত্র বহুভয়ে ॥
 ২০। অতি পশ্বে গৌর নটা ।
 ২১। অতি পীরিতি বালীর বাধ ।
 ২২। অতি বড় সোদর তিন দিন করিবে আদর ।
 ২৩। অতি বন্ধু যেখানে, অতি বিচ্ছেদ সেখানে ।
 ২৪। অতি লোভে তাঁতি নষ্ট ।
 ২৫। অতি ক্ষুধা বার, হাড় কাঁটা তার ।
 ২৬। অত্যন্ত বিবয়রা ।
 ২৭। অত্যচ্ছায়ঃপতন হেতুঃ ।
 ২৮। অদাতা বংশ দোষেণ ।
 ২৯। অদ্যুদ্ভাং তরা ময়া ।
 ৩০। অধনেন ধনং প্রাপ্য তৃণবন্মন্যতে অগৎ ।
 ৩১। অধম উত্তম হয় উত্তমের সাথে ।
 পুষ্প সঙ্গে যেন কাঁট উঠে সুরমাথে ॥
 ৩২। অধম সেবকাবৃত্তিঃ ।
 ৩৩। অধিক খেতে করে আশা ।
 তার নাম বুদ্ধি নাশী ॥
 ৩৪। অনভ্যাগে বিষং শাস্ত্র মজ্জীর্ণে ভোজনং দিঘং ।
 ৩৫। অনাথো দেব রক্ষকঃ ।

১ বারবার গেলে গৌরব নষ্ট হয় । অতি পথে অর্থাৎ পুনঃপুনঃ
 সাক্ষাৎ বা সঙ্গ করিলে মান থাকেনা । স্পর্শ শব্দের অর্থভ্রংশে পথ

- ৩৬। অনাবৃষ্টে রাজ্যমজ্জ, পাপে মজ্জ ধর্ম ।
কোটালেতে চোর মজ্জ, আলস্যে মজ্জ কর্ম ॥
- ৩৭। অনায়ক্য বিনশ্যস্তি নশ্যস্তি শিশু নায়ক্যঃ ।
স্ত্রী নায়ক্য বিনশ্যস্তি, নশ্যস্তি বহু নায়ক্যঃ ॥
- ৩৮। অনিত্যানি শর রাণি বিভবো নৈব শাস্বতঃ ।
নিহ্যৎ সন্নিহিতো মৃত্যুঃ “কর্তব্যো ধর্ম সংগ্রহঃ”
- ৩৯। অনুপস্থিতের উপস্থিত ।
- ৪০। অনুঘর দিলে যদি সংস্কৃত হয় ।
তবে কেন রাম সুন্দর মাচার তলে রয় ।
- ৪১। অনেক দুর্ভাগ্য যার ঘরে নাই না ।
অনেক দুর্ভাগ্য যার নাই অশুভ্না * ॥
- ৪২। অন্তস্তাপো বহিঃ শীতঃ ।
- ৪৩। অন্ধকার সের ঘুটি ।
চোরের মায়ের কুরখুটি ।*
- ৪৪। অন্ধকারে অনে জ্যোৎস্নায় যায় ।
তার নরক হাতে হাতে হয় ॥
- ৪৫। অন্ধকারে খাই খাওয়া ।
ছাঁই খাওয়া কি পঁাস খাওয়া ॥
- ৪৬। অন্ধকারে মানিক জ্বল ।
- ৪৭। অন্ধকারে আউ কোটা ।
- ৪৮। অন্ধকারের পাস ।
- ৪৯। অন্ধস্য দীপো বধিরস্য গীতঃ ।
মূর্থস্য শাস্ত্রং কিমু সানুরাগঃ ॥
- ৫০। অন্ধকাজালি যায় নগরে নগরে ।
বস্ত্র কাদ্যালি যায় বনে বনে ॥

* বৎস, পুত্র, ছাঁ,

* অনাবৃষ্টে : “অন্ধকারে ঘোর ঘুটি” প্রচলিত । অর্থ.৫ ঘো-
ষটা “নিড়ি মেব” কুরখুটি অর্থাৎ আচ্ছাদন । কুরুক্ষেত্রীর অপভ্রংশে
“কুরখুটি” প্রয়োগ ।

- ৪১। "অন্নমৃতং বলংপুংসাং" বল মূলংহি জীবনং ।
তন্মাদ্ যত্নেন সংরক্ষ্যেৎ ব্রহ্মণ্য কুশলোক্তিবকঃ ॥
- ৪২। অন্নস্য দুঃখতঃ পাত্রং ।
- ৪৩। অন্ন্য গাছের ছাঁল কি অন্ন্য গাছে লাগে ।
- ৪৪। অন্যের মন অন্যদিকে ।
চোরের মন বোঁচকার দিকে ॥
- ৪৫। অপমানের প্রাণ; সম্মানকে ডরান ।
- ৪৬। অপরাধ কিং ভবিষ্যতি ।
- ৪৭। অপার নদী কোথায় আছে ?
- ৪৮। অপূষ্টো বহুভাষতে ।
- ৪৯। অপূষ্টোপি শুভং ক্রয়াৎ ।
- ৫০। অবশ্যং পিতুরাচারঃ ।
- ৫১। অবশ্যমেব ভোকৃত্যং কৃতংকর্ম শুভাশুভং ।
- ৫২। অবস্থা পূজ্যতে রাজস্মশরীরং শরীরিণাং ।
তদা বসিষ্ঠো রাম ইদানীং নৃপতাং গতাঃ ॥
- ৫৩। অবাক করলে মাকের নখে ।
কাজ কি আমার কাণ বালাতে ।
- ৫৪। অবাক কলি বাক সরে না ।
গুড় দিয়ে মুড়ী ভাল লাগে না ।
- ৫৫। অবাক বুড়ো রসের-গুঁড়ো ।
- ৫৬। অবাক মুখে বাক সরে না ।
চোরের মতন ঘেন তাকানা ॥
- ৫৭। অবাক সৃষ্টি, শুড়ে শাই স্রিষ্টি ॥
- ৫৮। অবাক সৃষ্টি করলেন চুপে ।
নাক নাই তার আতর গোঁপে ।
- ৫৯। অবিচার পুরীমধ্যে যঃ পলায়তি সজীবতি ।
- ৬০। অবোধকে বুঝাব কত বুঝ নাহি মানে ।
টেঁকীকে বঝাব কত নিত্য ধান ভানে ।

- ৭১। অবোধেরে ঠকায় বোধায়।
বোধারে ঠকায় খোদায় ॥
- ৭২। অব্যবস্থিত চিন্তায় প্রসাদোপি ভয়ঙ্করঃ।
- ৭৩। অত্রাক্ষণের দীর্ঘ ফোটা।
- ৭৪। অভদ্রা বরিষা কাল, হরিণ চাটে বাঘের গাল।
শোনারে হরিণ! তোরে কই, সময়গুণে সকল নই ॥
- ৭৫। অভাগার কপালে মুখ নাই।
বে বাড়ীতে ভাত নাই ॥
- ৭৬। অভাগিয়ার লক্ষণে। চাঁদ ঘায় দক্ষিণে।
- ৭৭। অভাগার মুখ স্বর্গেও নাই। (বা বৈকুণ্ঠেও নাই)।
- ৭৮। অভাগির বক্ত। জোয়ান দেখে ধরলাম ভাতার
সেও হাগে রক্ত।
- ৭৯। অভাগার বক্ত ফাটা।
তিন ঠাঁই তার ইচ্ছার কাটা ॥
- ৮০। অভাবে নাও জামাই ভাতার।
- ৮১। অভ্যাস দোষ নাছাড়ে চোরে। শূন্য (১) ভিটায়
মাটি কোরে।
- ৮২। অভ্যাসানুসারী বিদ্যা, বুদ্ধিঃ কর্মানুসারিণী।
উদ্যোগানুসারী লক্ষ্যঃ, “ ফলং ভাগ্যানুসারিতঃ ”
- ৮৩। অমানুষে মানুষ নিন্দে * বদনা নিন্দে ব্যারি।
আর জোনাকী পোকায় সূর্যে নিন্দে ঐ দুঃখ
মরি ॥ (২)
- ৮৪। অমানুষের বোল। তিত পুরুলের বোল।
- ৮৫। অমুতে অকুচি কার।

১ গালি, শূন্য ॥

২ অসত্য সত্য নিন্দে। উক্ত দ্বিপ.ঠঃ।

৩ ইহাও প্রচলিত ভাবে বখা। অমানুষে মানুষ নিন্দে করিয়া নিন্দে
কারি। জোনাকী পোকায় সূর্য্যক জ্বলে ঐ দুঃখে মরি।

- ৮৬। অমৃতং পুত্র পশুতিঃ ।
 ৮৭। অমৃতং বাল ভাষিতং ।
 ৮৮। অযাচলীর মান বাড়ি ।
 ৮৯। অযোদ্যার রমু । বাঁশ বাগানের ঘুঘু ।
 ৯০। অরুণ্য রোদন ।
 ৯১। অথই অনর্থের মূল ।
 ৯২। অর্থাতুরাণাং ন গুরু ন বন্ধুঃ কামাতুরাণাং ন ভয়ং
 ন লজ্জা । বিদাতুরাণাং ন মুখং ন নিদ্রা ক্রুধাতুরাণাং
 ন কুচিনপকঃ ॥
 ৯৩। অশ্বানামর্জ্জুনে দ্বঃখ মর্জ্জিতানাঞ্চ রক্ষণে ।
 নাশে দ্বঃখং ব্যয়ে দ্বঃখং “ কিমর্থং দ্বঃখভাজনং, ॥
 ৯৪। অর্থেন বলবৎসর্গে ।
 ৯৫। অর্থেন সর্গে বশঃ ।
 ৯৬। অর্দ্ধচন্দ্র দেওয়া ।
 ৯৭। অর্দ্ধেক সকল ঘর গোষ্ঠী । আর অর্দ্ধেক মা ঘষ্ঠী ।
 ৯৮। অলকা তিলকা সার ।
 ৯৯। অলক্ষ্মী হাটের বাজনা সার ।
 ১০০। অল্প জলের তিতপুঁটি ।
 তার এত ফট্ ফটী ।
 ১০১। অল্প টাকায় মহাজনী করো ।
 থাকুক থাকতে মহাজন মরে ॥
 ১০২। অল্প বিদ্যা দূর্ভাগ্যের ।
 ১০৩। অল্পারম্ভঃ ক্ষেত্রং ॥
 ১০৪। অল্পের মধ্যে রেবনাই আছে ।
 ১০৫। অশত কেটে দগত করি ।
 মতীন কেটে খালতা পারি ॥
 ১০৬। অশ্বশরনং টেমতে নারি পালায় জনবৈথে ডুবে মরি ।
 ১০৭। অশ্ব পাগল হয় । অশ্বারোহি কখন পাগল নয় ।
 ১০৮। অষ্টম্বে বাণী, ঈষদ দিব্যে কোথ' ।

- ১০৯। অষ্টাঙ্গে আশাঙ্গা। গোদা পায়ে পাশাঙ্গা।
 ১১০। অসতী সতী নিন্দে। (১) ঘৃত নিন্দে মাতঙ্গা।
 বেশ্যে যে সে পুত্র নিন্দে, চোর নিন্দে কোতঙ্গা।
 ১১১। অসন্তুষ্টো দ্বিজোন্মষ্টঃ সন্তুষ্টে ইব পার্থিবঃ।
 ১১২। অনহাং জ্ঞাতি দুর্লোক্যং মেঘান্তরিত রৌদ্রবৎ।
 ১১৩। অসাধ্য সাধন আর অনিত্য রোদন।
 ১১৪। অসারে খলু সংসারে সারং স্বশুর মন্দিরং।
 ১১৫। অসুখার সম্পত্তি।
 ১১৬। অহিংসা পরমো ধর্মঃ।
 ১১৭। অক্ষয় কবচের জোরে।
 মোরপুতে কেবা বারে ॥

আ

- ১১৮। আই ঘর যাও ভাই ঘর বাও।
 কাটনা কেটে ভাত খাও ॥
 ১১৯। আইবুড় বড় ঠাকুর।
 ১২০। আইরের মুরা ঘৃণের মুরা দেও নিগা জামায়ের পাতে
 কুইতের মুরা শূন্য মুরা, দেও আনিয়া মোর পাতে ॥
 ১২১। আশ লুকাবি বয়স লুকাবি।
 গাল ভাজা কোথায় থুবি ॥
 ১২২। আঁচড় কামড় সার (২)।
 ১২৩। আঁটকুড় বেগুণ। আর দরবেশে খদ্দের।
 ১২৪। আঁতে ঘা।
 ১২৫। আঁতে পুতে করে চাষ, অভাবে সোদর ভাই।
 ঘরে বসে পুছে বাত, এবৎসর যেমন তেমন আর
 বৎসর হা ভাত।
 ১২৬। আঁধার ঘরের মাণিক।

১ অসতী সতী নিন্দে।

২ বিড়ালের ব্যবসায়।

- ১২৭। আঁধারে ঢেলা মারা ।
 ১২৮। আঁধারে মাথা নাড়া ।
 ১২৯। আক্কে চেয়ে সোন্দাষ মিঠে (১) ।
 ১৩০। আক্গছটার লোভে গুড় পেয়েটী গেল (২) ।
 ১৩১। আক্ছেতে কুক্‌সিমের বাত ।
 ১৩২। আক্‌দিতে পারিবে না, গুড়ের নাদা ধর্যে দিবে ।
 ১৩৩। আকরে টানে ।
 ১৩৪। আকাট মর্থ ।
 ১৩৫। আকাটা নৈকার সাজ বেশী । বাতিনটা গলুই ।
 ১৩৬। আকারঃ সদঃ প্রজ্ঞা ।
 ১৩৭। অ কালে কিনা থায় । পঃগলে কিনা বলে ।
 * বদাদে কিনা হয় ! ।
 ১৩৮। আকাল গেল সুকাল এলো ।
 কত দোষ দিয়ে বুনপো গেল ॥
 ১৩৯। আকাশ কুহুম ।
 ১৪০। আকাশ থেকে পড়লো এটা ঘণে ঞ্গে চান্দ ।
 নিম্নাতি মোড়ল না হইলে শান্তিপুর অন্ধ ॥
 ১৪১। আকাশ থেকে বাহির হৈল জন পঁচ সাত ।
 নার যেখানে মর্গ ব্যথ্য তার সেখানে হাত ।
 ১৪২। আকাশে পুখু ফেলিলে আপনার গায়েরাগে ! (২)
 ১৪৩। আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম ।
 ১৪৪। আগওয়ারাও যেখানে । পাছওয়ারাও সেখানে । (১)
 ১৪৫। আগচুল ধর্যে টানে ।

১ সোন্দাষে বীজ কতকাত্তর কতক মন্টি লাগে এজন্য অ কের সঙ্গে দক্ষিণ ।

২ আগে আক গাছটা দিবেনা । শেষে গুড় পেয়েটী দিবে ।
 ইতি দ্বিপাঠঃ,

১ চাঁদের গয়ে থু থু ফেলি'রা । ইতি দ্বিপাঠঃ ।

২ আগ নাংলা যেখানে পাছ নাংলা সেখানে । ইতি দ্বিপাঠঃ ।

- ১৪৬। আগুন মরে জাড়ে।
 ১৪৭। আগুন হাত দিল টছাতেও পোড়ে,
 অনিচ্ছাতেও পোড়ে।
 ১৪৮। আগে গেলে নির্দুঃশেষ, পিছে গেলে নির্দুঃশেষ।
 ১৪৯। আগে থাকে আল্লা উল্লা, পরে হয় উদ্দাম।
 তলের মহম্মদ উপরে যায়, কপাল ফেরে যে দিন ॥
 ১৫০। আগে দর্শন ধারী। শেষে গুণ বিচারী ॥
 ১৫১। আগে দেয় জলের ছিট। শেষে খায় চইরের (১) গুতা।
 ১৫২। আগে না পাল্লো রাখতে।
 এখন এলে রাজ্য নতে ॥
 ১৫৩। আগে না বুঝিলে বাছা যৌবনের ভরে।
 পশ্চাতে কান্দিতে হবে অজস্র কোরে ॥
 ১৫৪। আগে পাছে লঠন। টাকার নামে ঠন ঠন ॥
 ১৫৫। আগে লাথ, পিছে বাত।
 ১৫৬। আগে হাঁটে পাঁটা কাটে, প্রদীপ উসকোয়, হইবাটে
 ভাঁড়ারী, কাঁড়ারী + রাধাবামন, বশ না পার
 এই সার্ত্ত জন ॥
 ১৫৭। আগে হাঁটনী, পান বাটনী, প্রদীপ বেড়ানী,
 বউরখাই। এই সকল কর্মের ঘণ নাই। (১)
 ১৫৮। আজারেরও দোষ কামারেরও দোষ!
 ১৫৯। আচারঃ প্রথমো ধর্মঃ।
 ১৬০। আছে কাজ তো সকাল সকাল মাজ।
 ১৬১। আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে।
 এবে বুড়া তব কিছু গুঁড়া আছে শেষে ॥

১ বাজাল মেনে চোর শব্দের অপভ্রংশে “চইর” ব্যবহার হয়।
 অথবা চইব শব্দে লগিকেও বলে।

+ কাঁড়ারী অর্থাৎ কাণ্ডারী। অথবা চাউল কাঁড়ায় যে, তাহাকেও
 কাঁড় বী বলে।

১ এই প্রবাদটী বিক্রম পুরাদি গ্রন্থে প্রচলিত আছে।

- ১৬২। আজকে বিফল টেইল টেইতে পারি কান্নি ।
তুফানে পড়েছে নৌকা ছাড়িব না হানি ॥
- ১৬৩। আজ আমাদের রাধন বাড়ন কাল আমাদের থাওন ।
অমার আজও থাকিন কালও থাকিন পরশু আমা-
দের যাওন ॥
- ১৬৪। আজকের মাগ তুমি রেঁধনা রেঁধনা ।
চাউল চায়ে খাব আমি ভেবনা ভেবনা ॥
- ১৬৫। আজ খেয়ে নেড়া নাচে ।
কালকে গোবিন্দ আছে ॥
- ১৬৬। আজ না টেইলে মহাভ রত দুষ্ট হয় না ।
- ১৬৭। আজ মোলে কাল দুদিন হবে !
মল্লৈ কুল কি সঙ্গে যাবে ! ॥
- ১৬৮। আট কপালে ।
- ১৬৯। আট কাজলা বিছে লেজা পালের আগে চলে ঘোঁজা
ছয় মোটা দুই সরু (১) ইহা দেখে কিন্বে গরু ॥
- ১৭০। অট হাটের কাণা কড়ি ।
- ১৭১। আট কাঠ নয় গোল্ড', ডাকেরে শিক্দেরের ঘোড়া।
- ১৭২। আটা পষা করবে ।
- ১৭৩। আটাসেছেলে ।
- ১৭৪। আটে কাটে দড় বড় শক্ত মেয়ে গেই ।
পাড়! পড়দীর বুকে বসে ঘর করছি তেই ॥
- ১৭৫। আয়ছিদ্রং নজানন্তি পরছিদ্রানুসারিণঃ ।
- ১৭৬। আয়বন্মনাতে জগৎ ।
- ১৭৭। আয়ানং সততং রক্ষেৎ পাশ্চাদ্ধাবা ধনৈরপি (১) ।
- ১৭৮। আদমি আদমি অন্তর রহে, টেক হিরা টেক পাতর হায়া

১ ছয় মোটা অর্থাৎ চারি পা দুই শিং । দুই সরু অর্থাৎ লেজ, গলা ।

১ দ. রৈরপি ধনৈরপি । ইতি বিপাঠঃ ।

- ১৭৯। আদর বিবির চান্দর গায়।
ভাত পায়না ভাতর চায়।
- ১৮০। অদা আর কাঁচকলা।
পাখী আর সাতনলা॥
- ১৮১। আদাড় গাঁয়ে শেরাল বাঘ কুকুর ত্রাকচারী।
কত পোয়াতির কাণাছেলে নাম বংশধারী॥
- ১৮২। আধারে ছাঁ খাওয়া (১)।
- ১৮৩। আল মাগের আন চিস্তে।
তুয়ো মাগের ভাতর চিস্তে॥
- ১৮৪। অন শুনতে কাণ।
- ১৮৫। আনর পুরে চাষা।
- ১৮৬। আক্কার ঘরে সাপ, সকল ঘরেই সাপ।
- ১৮৭। আক্কার দেখাইলে নাহি পাপ পুণ্য।
- ১৮৮। আপন কোটে পাই। চিড়ে কুটে খাই।
বা চিড়ে ধামসে খাই।
- ১৮৯। আপন চরকার তেল দেও।
- ১৯০। আপন বুজিতে ফরীর হওয়া ভাল।
- ১৯১। আপনা আপনি বেড়াই বাছা আপনার বলে কুঁড়ে
রাজা পাত্র সাধু মহাজন, সকলই আমার পোদে॥(১)
- ১৯২। আপনাকে আটেনা বিবি, খাবলা খাবলা বাঁটে।
- ১৯৩। আপনা বুঝ, পাগলেও বুঝে।
- ১৯৪। আপনা হাত জগন্নাথ।
- ১৯৫। আপনার কর্মে বড় চাড়।
পরের কর্মে মন ভার॥

১ আধার দ্বারা ছাঁ বাড়ে, কিন্তু সেই আধারই ছাঁকে নষ্ট করে
অধার কীট বিশেষ।

২ অর্থাৎ চতুরালী করা। অথবা সুচের উক্তি, রাজা পাত্রাদি
সকলেরই সুচে প্রয়োজন হয়।

- ১৯৬। আপনার কথায় সবই তরী।
 ১৯৭। আপনার খান। পাঁচ কাহন।
 পরের খানা এক কাহন।
 ১৯৮। আপনার দিগে খেল মাথে।
 ১৯৯। আপনার পুত ধরে এনে খোলে ভীতে খায়।
 পরের পুত ধরে এনে, জুলু জুলু চায়।
 ২০০। আপনার বেলায় ভাত কাপড়।
 পরের বেলায় লাথি চাপড়।
 ২০১। আপনার বেলায় মালা মালা।
 পরের বেলায় আদ মালা।
 ২০২। আপনার মাথা আপনি খায়।
 ২০৩। আপনার রান্না আপনাকে আর
 কুকুরকে এবং দেবতাকে ভাল লাগে।
 ২০৪। আপনার মূতে আপনি আছাড় খাওয়া।
 ২০৫। আপনি খেতে ঠাই পায়না শঙ্করাকে ডাকে।
 ২০৬। আপনি চোর হৈলে বাপকে বিশ্বাস নাই।
 ২০৭। আপনি থাকতে নাই ঠাই।
 বউর লাগে সত্বর ধাই। বা বধূর সঙ্গে সাত ধাই।
 ২০৮। আপনি পায়না পরকে বিলায়।
 ২০৯। আপনি ভাত পায়না, সেধার মাঁকে ডাকে।
 ২১০। আপনি ভাল হো। জগৎ ভাল, তাহারি মান থাকে।
 আপনি মন্দতো সবাই মন্দ, তার মান কে রাখে।
 ২১১। আপনি সয়না তুল এক পোয়া।
 পরের মাথায় দেয় দু মন লোয়া।
 ২১২। আপনি আপনি আপনি, দু পা দে চাপি।
 ২১৩। আপ্ত ছিদ্ৰং ন জানামি পরছিদ্ৰ পদে পদে।
 ২১৪। আপ্ত সুখের সুখী যারা, তাদের বলি কামী।
 পরের দুঃখে দুঃখী যারা, তাদের বলি শ্রমী।

- ২১৫। আফিমে ভাল! গাঁজাই চোর।
আর, গুঁড়ুক ওয়ালার ঘরে সদাই সোর ॥
- ২১৬। আব বুরাতো জগৎ বুরা।
- ২১৭। আবর (১) তাঁতি গোবর খায়।
• মেগের বোলে মরতে যায় ॥
- ২১৮। আবাগেও ফকীর হৈল।
দেশেও মশ্বস্তুর হৈল ॥
- ২১৯। অবাক লোকের অবাক কথা।
চুল থাকতে পুড়ে মাথা ॥
- ২২০। আবর মাঘ মাস আসবে!
- ২২১। আবৃত্তি: সর্ব শাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী।
- ২২২। আভামে বুঝিতে পারে, বুদ্ধি আছে যার।
- ২২৩। আম কাঁটালের বাগান দিলাম ছায়ার ছায়ায় যেও।
উড়কা ধানের মুড়কী দিলাম, পথে জল থেও ॥
- ২২৪। আম খাওন নিরেউদ্দেশ্য; আঁঠি দিয়া প্রয়োজন কি?
- ২২৫। আম গুণে ধান, তেতুল গুণে বান(২)।
- ২২৬। আম না থাকিলে আমড়া চাষে।
- ২২৭। আম ফলে খোল খোল তেতুল ফলে বঁাকা।
ভদ্র লোকের ঘরে কেবল রাঁড়ের হাতে শাঁখা ॥
- ২২৮। আমরা তো পুরুষ বটি চিড়ে কুটি।
যখন ঘেমন তখন তেমন ॥
- ২২৯। আমরা বড় চুলের গোষ্ঠী।
আঁটিলে সূঁটিলে কুলের আঁটি ॥
- ২৩০। আমরা বেদিয়ার জাত মাঠে ফেলি টোল।
বৃষ্টি বাদল হৈলে পরে বসে বাজাই টোল ॥
- ২৩১। আমানি খেতে দাঁত ভেঙ্গেছে সিন্দুর পরবি কিসে।

১ অর্থাৎ মূর্খ।

২ আম দেখে বাগ তেতুল দেখে ধান ॥ ইতি দ্বিপাঠঃ।

- ২৩২। আমার এমন গুণ চুগকে বানাই লুণ
 ২৩৩। আমার কথায় বিঘ আছে।
 ২৩৪। আমার কপাল ধরেছে।
 ২৩৫। আমার নাম বমুনা দাসী।
 পরের খেতে ভাল বাসী।
 ২৩৬। আনামের চন্দ্র !
 ২৩৭। আমার ঠাকুর এড়ো। কীল খান চৌদ্দবুড়ি
 কড়ি দেন দেড়ি ॥
 ২৩৮। আমার পেঁড়ো ডুবলেও এক হেঁটা।
 ২৩৯। আমার নাম রণরঘু।
 ভিটাতে চরাই যঘু ॥
 ২৪০। আনাদের চারিপেয়ে জন্তুর ঐ দস্তুর। বা ঐ
 ধারী।
 ২৪১। আমার মন করছে খাজনা খাজনা।
 হ'লে খণ্ডে ভোর হারিত জন। ॥
 ২৪২। আমি কই ফলের কথা।
 ও কয় জল জন্তুর কথা ॥
 ২৪৩। আমি কাঁদি পীরিতের হৃন্দে।
 হরিদাস বাবাজী ক'নে কি সহজে ॥
 ২৪৪। আমি কি কারু পেটে পটি।
 ২৪৫। আমি কি দিয়ে চার ॥
 ২৪৬। আমি কি বলি বেহাইকে মার।
 যাতে খাজনা আদায় হয় তাই কর ॥
 ২৪৭। আমি খাই ভাঁড় ডল, তুনি খাও ঘাটে জন।
 ২৪৮। আমি খাতি ত'ত ভোর ভাত।
 তোমার কেন গালে হাত ॥
 ২৪৯। আমি গেল ম বঙ্গে। নপাল গেল মঙ্গে ॥
 ২৫০। আমি ছক্কা পঞ্জার দিকে যাইনা।

- ২৫১। আমি ঠাকুর হাবা গবা।
ফুল নেও খাবা খাবা ॥
- ২৫২। আমি তোমাকে দ্বিষিক্রেত্রে পিষুবো।
- ২৫৩। আমি বামণের ভাতে অছি!
- ২৫৪। আমি ভাবি আপন আপন।
গোপালে ভাবে পর ॥
- ২৫৫। আমি ভাবিরে ভাই। তুমি যাবে কার নার ॥
- ২৫৬। আয় লীল ঘাড়ে।
- ২৫৭। আয় থাকতে বাঁধে অলি।
তবে খায় নানা শানী।
- ২৫৮। আয়না আয়না আয়না। সতীন যেন হয়না।
- ২৫৯। আর কাঁটে জ্বলেনা আগুণ, সিমুলেতে জ্বলে।
- ২৬০। আর গাব খাবনা গাবতলায় ঘাবনা।
- ২৬১। আর রক্তে বামণ নাই।
কার্শ ঠাকুর চিঁড়া খেয়ে যাও ॥
- ২৬২। আরশলা আবার পাখি থৈ আবার জনপান।
- ২৬৩। আর লওদা যেমন তেমন থোপা বাঁধা দড়ি।
- ২৬৪। আর সীর মুখ পড়সীর মুখ।
যেমন দেখাও তেননি দেখ ॥
- ২৬৫। আর হালি পানী পায় না।
- ২৬৬। আল চাউল বেঁড়ে কলা।
খাওনা ঠাকুর এই বেলা ॥
- ২৬৭। আলি দিবি কি পানি দিবি।
সকল ঘরে পৌঁচড়া দিবি ॥
- ২৬৮। আলি আলি আলি। যেখানে ঘাই
সেই থানে ভাজা বালি ॥
- ২৬৯। আলো নেই কর ভাঁটা।
- ২৭০। আলো ঘরের অধারনাগিক।

- ২৭১। আশীতরুর মূলোচ্ছেদ।
 ২৭২। আশা চেয়ে থাকা ভাল হৈয়ে গেলতো হৈয়ে গেল।
 ২৭৩। আশাবিধিঃ কোগতঃ।
 ২৭৪। আশায় মরিল চাষা, প্রত্যাশায় মুড়ুন দাড়ী।
 আর হারাম জাদিকে বলে হারাম জাদা যায়
 বাড়ী।
 ২৭৫। আশীর্বাদঃ শিরচ্ছেদ অনকষ্টং যুগে যুগে।
 সর্বাঙ্গে ধবলাকারো গোষ্ঠী নার্কিং কুঠী ভব।
 ২৭৬। আশ্বিন গেল কার্তিক এলো ছোট বড় ধান গরু
 পেলো। আগার ক্ষেত্রের পোকা মাকড় সব দূর
 যা দূর যা ॥
 ২৭৭। আশ্বিনে কার্তিকে যদি দিলে ঈশনে।
 তবে কোদাল কাঁদে করয়ে নাচগে যা কিম্বনে ॥
 ২৭৮। আষাঢ় ধুলে শ্রাবণ পেলো কন্যা কাণে কাণ।
 বিনা বায়ে তুলা বর্ষে কোথা রাখবো ধান ॥
 ২৭৯। আষাঢ় নবমী শুকুল পাখা যদি বর্ষে কোণ।
 তবে পার্শ্বতে হয় কাল আমন। ॥
 ২৮০। আষাঢ়ে যেনা খাটালে পর।
 মিছে কাজে তার সংসার ॥
 ২৮১। আষাঢ়ে রোয় দলকে, শ্রাবণে রোয় ফলকে।
 ভাদ্রে রোয় শীষকে, আর আশ্বিনে রোয় কিসকে
 ২৮২। আষাঢ়ে গল্প।
 ২৮৩। আসনঃ চালনং দৃষ্টা পথি নারী বিবর্জিতা ॥১॥
 জাগরণে ভয়ং নাস্তি অতি ক্রোধেণ ধৈর্য্যতা ॥
 ২৮৪। আসন্ন কালে বিপরীত বুদ্ধিঃ।
 ২৮৫। আসি বলে একশী হৈলো।

১ এই প্রবাদটি সাধ বন্য লোকে যে প্রকার বলিয়া থাকে তাহা লেখা
 গেল কিন্তু সংস্কৃত রীতি ক্রমে পরিশোধিত হইলনা।

- ২৮৬। আম্বক না আম্বক বর।
সিতে পরে মর ॥
- ২৮৭। আম্বন মহাশয় বসুন খাটে।
পা ধোওগে গেড়ের ঘাটে (১)।
জল খাওগে মাঠে মাঠে ॥
- ২৮৮। আমে লক্ষ্মী যায় বালাই।
- ২৮৯। আহাম্মকে চারি কড়া কৌড়ী দেও, তেঁ। আকৈন
মং দেও।
- ২৯০। আহার নিদ্রা বয়।
যত বাড়িও ততো হয় ॥
- ২৯১। আহারে প্রহর।

ই

- ২৯২। ইংরাজের লাভ ভাল। বাঙ্গালির বাত কিছু নয়।
- ২৯৩। ইহার দেখি ভিরকুটি। খেতে চান না দুদকুটি ॥
- ২৯৪। ইচ্ছা থাকিলে পথ আছে।
- ২৯৫। ইটটী পড়িলেই পাটকেলটী পড়ে।
- ২৯৬। ইতরের মরণ গাছের আগায়।
- ২৯৭। ইতোভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ।
- ২৯৮। ইনি আমার কুলীন পুত্র জামাই।
- ২৯৯। ইনি বাঘের মাসি হয়েছেন ॥
- ৩০০। ইনি যেন অবতার।
- ৩০১। ইনি যেন কন্দর্প।
- ৩০২। ইনি যেন দয়ার গিধি কর্ণধার।
- ৩০৩। ইনি যেন দাতা কর্ণ।
- ৩০৪। ইনি যেন ভীষ্মদেব।
- ৩০৫। ইনি যেন লার্ড হয়েছেন।

- ৩০৬। ইনি যেন সতী সাবিত্রী।
 ৩০৭। ইনি যেন সিমুন্দের ফুল (১)।
 ৩০৮। ইনি যেন সোনার কাটি কপার কাটি।
 ৩০৯। ইঁ টুর বড় সাতারু তার পোঁদে খুদের পক। "
 ৩১০। ইরং বেঙ্গাল ক্ষুদ্র নবাব।
 ৩১১। ইস্তক জুতা দেলাই নীগাদ চণ্ডী পাঠ।

উ

- ৩১২। উকুন ঠৈলে নখে তুলে মারি।
 ৩১৩। উচিত কথার দেবতা তুষ্ট।
 ৩১৪। উচিত কথার মানুষ রুষ্ট।
 ৩১৫। উচিত তর্পণে গঙ্গা শুকায়।
 ৩১৬। উচ্ছিষ্ট পত্রে বজ্রাঘাত হয়না।
 ৩১৭। উচ্ছে খাবে কচি। আর
 পটলের খাবে বীচি॥
 ৩১৮। উঃটর মখে জিবে। -
 ৩১৯। উঠবে তো ছেনে ধরবে।
 বসবে তো পাট কাটবে॥
 ৩২০। উঠান বাড়ী বড় ভয়।
 পিঠে পড়লে সব সয়॥
 ৩২১। উঠে পড়া পাশ মোড়া মধ্যমধ্যে ভীয়ে ছোড়া।
 খেপার চৌদ্দ খেপির আট, এই নিয়ে জনম কাটি।
 এও যদি নাগার, তবে ভগ্নের খাদে ডুবে মর।
 ৩২২। উড়ু (১) নন্দার্ক গুড়ুর নাড়ী।
 নাড়ু ভাত খেয়ে মরলো তাঁতি।

১. দেখিতে সুন্দর কিন্তু গন্ধ নাই।

২. উড়ু অর্থাৎ উড়ো। গুড়ু অর্থাৎ পাইক।

- ৩২৩। উড়ে এসো জুড়ে বসে।
 ৩২৪। উড়ে যায় পাখী তার পাখা গুণি আমি।
 ৩২৫। উত্তরে লোক পরিণাটী।
 • দেখলে লাগে দাঁত কপাটী॥
 ৩২৬। উদ খেতে খুদ নাই চাটগায় বরাড্।
 ৩২৭। উদরতি যদি ভারু পশ্চিমে দিগ্ বিভাগে নচলতি থলু
 বাক্যঃ সজ্জনানাং কদাচিত। বা সুখাগ্রে।
 ৩২৮। উদ নাছ মারে। খটাশে তিল ভাগ করে॥
 ৩২৯। উদ্যোগিনং পুরুষ সিংহ মুঠৈতি লক্ষ্মীঃ।
 ৩৩০। উনি ভয়ণী কাক।
 ৩৩১। উনি যেন কুলের প্রদীপ।
 ৩৩২। উনি যেন রাজা যুধিষ্ঠির।
 ৩৩৩। উপর ঘেরা মধ্যে ফাক।
 দেখছি কত লাখে লাখ॥
 ৩৩৪। উপর চাল দেখা।
 ৩৩৫। উপরোধে ঢেঁকি গেলা।
 ৩৩৬। উপুসে চার পোকা। (১)
 ৩৩৭। উপোস করয়ে ধর্ম্ম। আর কোদাল পেড়ে চাষ।
 ৩৩৮। উপোসের কেউ-য়, পারণার গৌমাই।
 ৩৩৯। উপোসের নাগর। পারণার ঠাকুর।
 ৩৪০। উবে নাই ফেরে আছে।
 ৩৪১। উভর সঙ্কট।
 ৩৪২। উলটানেও বা পলটানেও তা।
 ৩৪৩। উলু দেবার সময় গালে ঘা।
 ৩৪৪। উলুধনে কার্ত্তি। বা স তার।
 ৩৪৫। উল্লের দণ্ড কি। বা নাই।

উ

- ৩৪৬। উনকুটি চৌষটি।
 ৩৪৭। উন পঞ্চাশ বায় প্রবল।
 ৩৪৮। উন পাকুরে বরা দেতো।
 ৩৪৯॥ উনপেলে উনচালশেষ ধরে।

ঋ

- ৩৫০। ঋণ ছেঁচড়ার পার্শ্ব লভ।
 ৩৫১। ঋণ দাতার ভয় জেয়াদা।

এ

- ৩৫২। এঁড়ে ছেলের (১) কেঁড়ে ডাগর।
 ৩৫৩। এঁড়েমোল, এঁড়ের পোকাও মোল।
 ৩৫৪। এ আনার সাত বঙ্গদের ছুদ (বা ধন)।
 ৩৫৫। এই পুণ্য হৈল।
 ৩৫৬। এই চোরার পার্শ্ব, যেপথে কুলি বয়ে যায়।
 ৩৫৭। এক আঁচড়ে জানা গেছে।
 ৩৫৮। এক কাণ কাটা সহরের বার দে যায়।
 দুকাণ কাটা সহরের ভিতর দে যায়॥
 ৩৫৯। এক কড়া নাই থলিতে।
 লাফ পাড়ে গিয়ে গলিতে॥
 ৩৬০। এক কুল ভাদ্রে তো আর এক কুল গড়ে।
 ৩৬১। এক কে আর সিক্রে ব্যাগার।
 ৩৬২। এককে একুশ করে।

১ মাগের গর্ত হইলে যে ছেলের পেট মোটা হয় তাহাকে এঁড়ে ছেলে বলে। বা এঁড়ে মাগাও বলে। এঁড়ে অর্থাৎ শিশুকালে উদরাময় বা অন্য রোগ হইয়া পেট মোটা হয়।

- ৩৬১। এক খোয়ারির তিন দোষ ।
নাকের আগে বিষ ফোট ॥
- ৩৬৪। এক গাঁজার তিন ধর্ম ।
তোতা, পেঁচা, কুস্তকর্ণ ॥
- ৩৬৫। এক গায় ঢোল বাজে, আর এক গায় বিয়ে ।
- ৩৬৬। এক ঘরের অন্দর বাড়ী ।
- ৩৬৭। এক ঘা নেরে সাত ঘা জিরায় ।
- ৩৬৮। এক চন্দ্র স্তমোহন্তি নচতারা গঠৈরপি ।
- ৩৬৯। এক চাল র আবার পরচালা ।
- ৩৭০। একচেনে এক দিনে ।
আর একচেনে একুশ দিনে ॥
- ৩৭১। এক চোকে কাগ্না আর এক চোখে হাসি ।
- ৩৭২। এক জয়গার ওচলা মাটি ।
আর জয়গার ঘাট ॥
- ৩৭৩। এক জোয় আর সাতপোয় ।
- ৩৭৪। এক টাকায় পুকুর কিনে, তিন টাকায় কাটে ।
- ৩৭৫। এক টাকায় পোদ চৌধুরী ।
হাজার টাকায় বামন ভিকারী ।
- ৩৭৬। একদিন করে মজা ।
ছমাস খায় পটল ভাজা ॥
- ৩৭৭। এক দেয় বর দেখে, আর দেয় ঘর দেখে ।
- ৩৭৮। এক পণ্ডিত নিয়ে পাতালে যাওয়াও ভাল ।
এক শত মূর্থ নিয়ে স্বর্গে যাওয়াও ভাল নয় ॥
- ৩৭৯। এক পথ মেরে সাত পথ করা ।
- ৩৮০। এক পরসার মুরগী । তার দুই পয়সার পুদগানি ।
- ৩৮১। এক পা জলে, এক পা স্থানে ।
- ৩৮২। এক পায়ে জুতো, খায় মুচির তুতো ।
- ৩৮৩। একপালে সুখ নাই ।

- ৩৮৪। একবার হৈল লুণে ফেণে, তার পর হৈল ছেলের
সনে। দেখে গেছ সেই, আর নিয়ে বসেছি এই।
- ৩৮৫। এক বোকা কেতো কামার, আর এক বোকা
ভাস্কর আগার, আর এক বোকা তুই। পথ না দে
পথে কাঁটা দেয় অর এক বোকা সেই।
- ৩৮৬। এক বেটার আশ, আর নদী কুলে চাষ।
- ৩৮৭। এক মরণে দুজনের মরণ।
- ৩৮৮। এক মাগির মাত কাম।
ধান কাটে আর চোষে আম।
- ৩৮৯। এক মুরগী মাত জায়গায় জবাই।
- ৩৯০। এক মুখে দু কথ্য (বা মাত কথ্য)।
- ৩৯১। এক যাত্রায় পৃথক ফল।
- ৩৯২। এক রক্তি ছেলের বার বুড়ি কথ্য।
- ৩৯৩। এক রক্তি বিষমাই কুল পান্য চক্র।
- ৩৯৪। এক রক্তি মানুষ নয়, মাত রক্তি আলাপ।
- ৩৯৫। এক রক্তি সোণা, সেকরা মতের জন।
- ৩৯৬। এক রেক চেলের ক্ষুধা কি এক কুনুকের যায়।
- ৩৯৭। একলা মায়ের বি গরব করিবনা তো কি।
- ৩৯৮। এক ঘটি করেছ। (সংকেত প্রবাদ)।
- ৩৯৯। একসের চলে মহাভারত কয়।
- ৪০০। এক হাতে কি মায়ে বিয়ে চোর ?
- ৪০১। এক হাত পায়, এক হাত মাথায়।
- ৪০২। এক হাত বাজালে বাজেনা।
- ৪০৩। এক হাতে তালি বাজেনা।
- ৪০৪। একাদশীর কেউ নয়, পারণার গৌসাই।
- ৪০৫। একার মরণ ভাল।
- ৪০৬। একি কাগী বগী ভাস্ম।
- ৪০৭। একি ধান গছে গাণ্ডা।

- ৪০৮। একি বিধির ^{স্বীকৃতি} বিবেচনা।
কাগের গলায় তুলসীর মালা ॥
- ৪০৯। একি বিধির বিবেচনা।
লৌহদণ্ডে তাড়ে মোগা ॥
- ৪১০। একি লজ্জার কথা।
- ৪১১। কাকের উপর কামান পাতা।
- ৪১২। একি শামী বামীর কুয়া।
- ৪১৩। একেই কি বলে সভ্যতা।
- ৪১৪। একেই নাচনী বুড়ী তাতে আবার নাতিনীর বিয়ে।
অথবা (তাতে পাইল ঢোলের তালি) ॥
- ৪১৫। একেই রাধেনা, তার আবার পাশা।
- ৪১৬। একে ধিঙ্গা আর যন, উদ্দেশ্যেতে করি নমস্কার।
- ৪১৭। একে বউ নাচনী, তার খেঁদটার বাজনী ॥
- ৪১৮। একে ভয় আরে ছার, দোষ গুণ কব কার।
- ৪১৯। একে মাগ, তার বয়সে বড়।
- ৪২০। একে হাস যায়না, তার বত্রিশে। (বা দুদিন বাড়ি)
- ৪২১। একে রুগড়র ভাত, তার মসুরীর ডাল।
- ৪২২। একে শনি তার রক্ষুগত।
- ৪২৩। একে শালুক তার তরঙ্গ।
- ৪২৪। একে দিগে তেড়ে ধরা।
- ৪২৫। এত কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়।
- ৪২৬। এতো কলাই ভাতে। ছোটঠাকুরের পাতে ॥
- ৪২৭। এতো করে ফটি ঘর। তবু মিনসে বাসে পর।
- ৪২৮। এতো কমে এতো খেলু, বেগুণ পোড়ায় হাড়।
আর, বছর অন্তর ছাতু খেলু, বউগো তাও লাগে
ঝাল ॥
- ৪২৯। এতো ডাল দিয়েছ ভাতে।
তবু নাই বড়ঠাকুরের পাতে।

- ৪৩০। এদিকের চন্দ্র ওদিকে, গেলেও মহত্তের কথা
লড়েনা।
- ৪৩১। এবড় কঠিন ঠাই।
গুরু শিষ্য দেখা নাই ॥
- ৪৩২। এ বাড়ী বে ও বাড়ী বে।
হেঙ্গল মল্লো এসে গে।
- ৪৩৩। এবার পোয়া বার তের।
- ৪৩৪। এবিয়ের এই মন্ত্র।
- ৪৩৫। এমন রাজার রাজ্য কে করিল বিধি।
ঘোল খাবেন কৃষ্ণদাস কড়ী দিবে নিধি ॥
- ৪৩৬। এষ দেখছি অনন্ত শয্যা।
- ৪৩৭। এ যেন খোদার খাসি।
- ৪৩৮। এর গলা দেখ, যেন কোকিল পুড়িয়ে খেয়েছে।
- ৪৩৯। এর গলায় পা দেওয়া।
- ৪৪০। এর ঘাড়ে যেন ডাকাত পড়েছে।
- ৪৪১। এর চোখে ধান্দা লেগেছে।
- ৪৪২। এর তিন কুলে কেউ নাই।
- ৪৪৩। এর পোটে এত বিদ্যে হাঁটু ডবে যায়।
- ৪৪৪। এর বাঁশের চোচাড়ি দিয়ে নাড়ী কেটেছে।
- ৪৪৫। এর মরণ ছট ফটানি ধরেছে।
- ৪৪৬। এর লেজে গোবরে হৈয়েছে।
- ৪৪৭। এর লেজে পা দেওয়া।
- ৪৪৮। এর লেজে পাড় পাড়িয়াছে।
- ৪৪৯। এর হাড়ে ভেলকী হয়।
- ৪৫০। এসা দিন রহেগা নেহি।
- ৪৫১। এসেছি একা, যাবও একা।
- ৪৫২। এসোকো শুনায়ে দরদ যো তোমরা দরদ লেয়।
বেদর্দিকো দরদ শুনানেছে দুনা দরদ দেয় ॥

ঐ

- ৪৫৩। ঐ রঞ্জের রঞ্জি বৌ পাঁক জ মাথার কেশ।
 আর, বৌ বড় ভাগ্যবতী তার গঙ্গা বয় সন্দেশ।
 ৪৫৪। ঐ রোগেই তো ঘোড়া মরে। (১)

ও

- ৪৫৫। ও কথা কারে কও।
 বাঁচ খান নেয় ঘরে যাও।
 ৪৫৬। ওটা মনের অকুটি।
 ৪৫৭। ওঠুড়ী তোর বিয়ে। হাতে তালি দিয়ে ॥
 ৪৫৮। ওরে আমার তুমি। তোমার জন্যে
 চাউন ভিজিয়ে চিবিয়ে মরি আমি।
 ৪৫৯। ওরে আমার ননী। কি খেতে সাধ গিয়েছে
 উলবেড়ের ফেনী।
 ৪৬০। ওরে আমার ষোল কড়া।
 ঘরে ভাত নাই বেগুণ পোড়া ॥

(১) এক ব্যক্তি কোন লোকের নিকট একটী ঘোড়া গচ্ছিত করিয়া স্থানান্তরে যায় কিছুকাল পরে সে আসিল ঐ অশ্ব চাওয়াতে সে কহিল প্রায় ছয় মাস তাকে আহার দিয়াছি এইরূপে ২৩ দিন হইল তাহার মৃত্যু হইয়াছে তখন যাহার ঘোড়া সে ঐ ব্যক্তির কথায় বিশ্বাস না করিয়া কহিল তাহার মস্তক আনিয়া দেখ। ও তখন সে একটী গরুর মস্তক আনিয়া দিল ঐ শুষ্ক গো মস্তকের এক পংক্তি দস্ত দে গিয়া কহিল যে কি ঘোড়ার তো এক পাটি দাত নহে এষে গো মস্তক, তখন ঐ ব্যক্তি কহিল ও রোগেই তো ঘোড়া মরে, অর্থাৎ এক পাটী দস্ত পতন হওয়াতেই অশ্বের মৃত্যু হইয়াছে। কেহ ২ বলে গরু গচ্ছিত করাতে এই প্রবাদ প্রচলিত আছে যে ঐ রোগেই তো গরু মরে অর্থাৎ অশ্ব মস্তক দেখিয়া ঐ রূপ গিরীত আশংকা করা

- ৪৬১। ওরে আমার হিরে। কি খেতে নাথ গিয়েছে
ছতোর কোটা চিঁড়ে।
- ৪৬২। ওরে আমার হেরে। কে নেবে আমার শারে
পেতে কে নেবে আমায় ধরো।
- ৪৬৩। ওরে ওরে ভাইরে। কেহ কারু নয় রে।
- ৪৬৪। ওরে ভাই কালু। কারু পাতে মাগুর মাছ কারু
পাতে আল ॥
- ৪৬৫। ওলা দেবার (১) পালনী করা।
- ৪৬৬। ওলো রঙ্গা তোর ঘর পুড়বে—পুড়ুক গিয়ে ডর।
আমার তো রঙ্গ পুড়বে নাকো তাতে কিবা ডর ॥
- ৪৬৭। ওসব পাঁকে পুতে ফেল।
- ৪৬৮। ওসব লক্ষ্মীর বর যত্র।

ত

- ৪৬৯। তুষপার্শ্বে সুরাপান।
- ৪৭০। তুষধে চিন্তয়েৎ প্রাজ্ঞ।

ক

- ৪৭১। ক অক্ষর জ্ঞান নাই ব্রহ্ম বিচার।
- ৪৭২। কংসগেজ রসাতল, ধর্ম্মের রহিল বল।
- ৪৭৩। কখন খেওনা তুমি তালে আর ঘোলে।
কখন ভলন। তুমি মন্দ মোকের বোলে ॥
- ৪৭৬। কখন তেতুল পাতায় কুলায়। কখন মান পাতা
তেও হয়না।
- ৪৭৭। কখন বা মানুষেতে ঝোলে ভাতে খায়।
কখন বা চাউল চিবাতে ফেকো উড়ে যায় ॥
- ৪৭৮। ক, খর সঙ্গে কোমরা কুমরী!

- ৪৭৯। কচু বনে খট, স বাঘ ।
 ৪৮০। কচুর পাতে বজ্রাঘাত ।
 ৪৮১। কচুর বেটা ঘেঁচু, বড় বাড়িস তো মান ।
 ৪৮২। কটাক্ষে রাজা টেঁতে পারে ।
 ৪৮৩। কড়ি কপালে মানুষ ।
 ৪৮৪। কড়িও ছর বুড়ি, দইও চাপ চাপ ।
 ৪৮৫। কড়ি দিয়া কাণা পেয়াদা ।
 ৪৮৬। কড়িপেলে হরি মেলে
 ৪৮৭। কড়ির কড়ির হাঁস । ঠাণ্ডে অবধি মাস ॥
 ৪৮৮। কড়িতে বাঘের দুদ গিলে ।
 ৪৮৯। কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে, কড়ি লেগে দরে গিয়ে
 ৪৯০। কণাগত প্রাণ ।
 ৪৯১। কত কত উষ্ট্র বহিয়ে গেল ।
 গর্দভে বলে কত জল ॥
 ৪৯২। কত কত হাতী গেল তল ।
 মশা বলে আমার এক হাঁটু জল ॥
 ৪৯৩। কতকের ঢেঁকী ? না বাবলা কাঠ ।
 ৪৯৪। কত মধুই দান করেছে ।
 ৪৯৫। কত সন্ধে ভাত র পাষ ।
 শোবার বেলায় গয়না চায় ॥
 ৪৯৬। কথা কন ভাল, হাসেন মন্দ ।
 ৪৯৭। কথা কচ্ছে যেন মধুর কলসী ভাঙছে ।
 ৪৯৮। কথা ছিলনা দিলে গাল ।
 আজ না হয় হবে কাল ।
 ৪৯৯। কথাতে সাউ শুঁড়ি । কথাতে বাটপাড়ি ॥
 ৫০০। কথা নয় যেন তেস্তুর চেলা ।
 ৫০১। কথা বেচে খাওয়া ।

- ৫০২। কথায় ধন্য করণ শূন্য। তার কথায়
ফল দেখেন। কখন ।
- ৫০৩। কথায় মন ভিজ়ে, চিঁড়ে ভিজ়ে কিসে ।
- ৫০৪। কথার কথা কাজের নয়।
- ৫০৫। কথার ঘা সয়না। হাতের ঘা সয়।
- ৫০৬। কথার নেই মাথা। বেঙ্গে চিঁড়ে দই খায় ॥
- ৫০৭। কথার মার্ বড় মার্ ।
- ৫০৮॥ কদমে পুণ্ডরীকাক্ষঃ প্রজারেণ ধনঞ্জয়ঃ।
- ৫০৯। কদাচিদ্রক্তুরো মূৰ্খঃ কদাচিদ্রক্তুরঃ স্থখী।
- ৫১০। কদাচিল্লোমশো মূৰ্খঃ কদাচিল্লোমশা সতী।
- ৫১১। কদ চিৎ কৃপাতে মাতা নোদরস্থা হরীতকী ॥
- ৫১২। কনের মা কনের বাখানায়, আমার মেয়েটি ভাল।
আর, ধান সিঁজান হাঁড়ীর চেয়ে কিছু একটু কাল ॥
- ৫১৩। কপাল গুণে গোপাল তাঁতী।
যত নাযকরে সব ফোঁকড়া দাঁতি।
- ৫১৪। কপাল গুণে গোপাল ঠাকুর।
- ৫১৫। কপাল বিগুণ নার।
কি করে মহদান্নয় তার ॥
- ৫১৬। কপালে আছে বিয়ে, কদমে হবে কি।
- ৫১৭। কপালের কীল, বাপে ও নীল।
- ৫১৮। কফন চোরের (১) বেটা, মেকমারা।
- ৫১৯। কফ, পিত্ত, বাই! তিন নষ্ট করেন পটল ভাট।
- ৫২০। কথার নয় কইতে হয়।
- ৫২১। কবতরের কল্যাণে মহিষ দেওয়া।
- ৫২২। কম ভংশীল গাঁ নষ্ট।

(১) যেজনকবর স্থান হইতে মত ব্যক্তির দ্রব্যাদি চুরী করে,
তাহাকে কফন চোর কহে।

- ৫২৩। কম্বলের লোম বাচা।
 ৫২৪। কম কথা আপনি। নেই করে তখনি।
 ৫২৫। কমলাকা ময়লা ছুট যব আগরে পুবেশ।
 ৫২৬। করগে যা তুই কর্ত্তাগিরি, খুদে বসে আছে।
 ৫২৭। করিতে পারেন ন' এক খান।
 ভেঙ্গে গড়েন সাত খান ॥
 ৫২৮। করিয়া জমাইও, জমাইয়া করিও না।
 ৫২৯। কর্জ করে ভাত খায়, ভেটেল নৌকায়
 যায়, তার স্তম্ভিদা পায় পায়।
 ৫৩০। কর্কট ছকট গিহে শুকা কন্যা কাণে কাণ।
 বিনা বায়ে তুলা বর্ষে কোথা রাখি থান ॥
 ৫৩১। কর্ত্তব্যে নাতি মঞ্চরঃ।
 ৫৩২। কর্ত্তা বড় ভাগ্যবান জানে সকলেরে।
 এক তোলা গুডকের তরে মাথা খুঁড়ে মরে ॥
 ৫৩৩। কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধিঃ নবুদ্ধ্যা কর্ম্ম বাধ্যতে।
 ৫৩৪। কলিকালের ছেজে।
 ৫৩৫। কলসীর পাক।
 ৫৩৬। কলিক তার মাটিতে কথা কর।
 ৫৩৭। কলি টেন ঘোর। যার জন্যে চুরী করি সেই
 বলে চোর ॥
 ৫৩৮। কলির অবতার।
 ৫৩৯। কলির কথা টেক গো দিদি কলির কথা কই।
 গিল্লির পাতে টেক আমানি বোয়ের পাতে দই ॥
 ৫৪০। কলির বৌ ঘর ভাঙ্গানী।
 ৫৪১। কলির ভাল করিতে নাই।
 ৫৪২। কলুর ঘু ঘনি গাছে।
 যদি ঘুম চক্ষে আছে ॥ (বা আসে)।

- ৫৫১। কল্লৈ কত তেঁতে ঠার।
বল্লৈ এক হৈল আর॥
- ৫৪৪। কাঁকে কলসী চড়ক পাক।
গিল্লি হবার বড় সাধ॥
- ৫৪৫। কাঁচা শরায় নৃত্য করা॥
- ৫৪৬। কাড়ি চেলৈ তিন ঘা পাড়।
- ৫৪৭। কাক মন্ত্রী হৈলৈই সর্কনাশ।
- ৫৪৮। কাক তালীয়।
- ৫৪৯। কাকস পরিবেদনা।
- ৫৫০। কাকের উপর কামানের চোট।
- ৫৫১। কাকের ডাকে মুচ্ছা যায়।
রাত্রে নদী পার হয়।
- ৫৫২। কাকের মুখে কমলা।
- ৫৫৩। কাকের মুখে কি কোকিলের রা।
- ৫৫৪। কাগজ কলম কালী।
এই তিন নিয়ে বালী (১) ॥
- ৫৫৬। কাগার শত্রু বগা, বগার শত্রু বাগা।
বাগার শত্রু সিংহী, সিংহীর শত্রু শৃগাল।
শৃগালের শত্রু মহা কাল।
- ৫৫৭। কাক কাল কাকিল কাল কাল ফিঙের বেশ।
তাঁহেতে অধিক কাল তোমার মাথার বেশ॥
- ৫৫৮। কাকহৈয়ে কোকিলের মত ডাক্তে করে আশা।
বামন হৈয়ে চাঁদে হাত, ছার কপালের দশা॥
- ৫৫৯। কান হৈলেন কোকিল পাখী, শেয়াল হইলেন চন্দ্র
মুখী, স্বর্গের বলি রাজা হৈলেন বগাং।
অবশেষে বামনের হাত হৈতে পুচ কল্লেন চণাং।

- ৫৬০। কাগী বগী ভয় করা।
 ৫৬১। কাণ্ডজে পোকা।
 ৫৬২। কাণ্ড জে পোড়ো।
 ৫৬৩। কাজলা ভাত খাবি না পায়ে ব্যথা,
 * হা করবো কি করো।
 ৫৬৪। কাজাল কুষ্ঠী বেণো, বেচে কি,
 শুঠ আর ধন্য।
 ৫৬৫। কাজাল দেখে দেব ভাত।
 মানকী নিয়ে মারে রড।
 ৫৬৬। কাজাল বাজাল খন্দ্য।
 তিন নিয়ে নন্দ্য॥
 ৫৬৭। কাজালের কথা কেউ শুনে না।
 ৫৬৮। কাজালের কথা বাসী টেলে লাগে (বা ফসে)।
 ৫৬৯। কাজালের ছেলের জাজালে মরণ।
 ৫৭০॥ কাজালের ছুয়ারে হাতীর পাড়া (১)।
 ৫৭১। কাজালের মরণও বিট্ কেল।
 মর্যে কবে দাঁত সিট্ কেল।
 ৫৭২। কাজালের মুড়কীই সন্দেশ
 ৫৭৩। কাজালের রাংতাই সোণ।
 ৫৭৪। কাজালের চোয়েছে ঝারি। মাগ্ন পোর
 পানী পিয়ে মরি।
 ৫৭৫। কাচঃ কাচঃ মনি ঝনিঃ।
 ৫৭৬। কাছারি গেলেই খালাস।
 ৫৭৭। কাছা খুনিতে দেরি আছে।
 কিন্তু কপাল খুনিতে দেরি নাই

(১) বিক্রম পুরাদি স্থানের লোকেবা পদ চিক্কে বা পদকে
 পাড়া, বলে।

- ৫৭৮। কাজ নাইকো, কাঁথা সেলাই কর ।
- ৫৭৯। কাজ মেরে বসি ।
শত্রু মেরে হাসি ॥
- ৫৮০। কাজির কাছে হিঁদুর পরব নাই ।
- ৫৮১। কাজির গরু কেতাবে আছে গোয়ালে নাই ।
- ৫৮২। কাজির গরু খোদার খাল ।
- ৫৮৩। কাজির বাড়ার খানা পাত কাটতে দান ।
মাংস বটি বটি, ডানের ভিরকুটি ।
- ৫৮৪। কাজি সাহেবে, দুগা পুত ।
একুয়া দানো একুয়া ভুত ।
- ৫৮৫। কাজের মধ্যে ছই ।
খাই আর শুই ॥
- ৫৮৬। কাজের সময় কুড়ে হব ।
মেবার সময় নিতে দাব ॥
- ৫৮৭। কাটি গোয়ার ।
- ৫৮৮। কাটা মুণ্ডুর দাঁত খামটি ।
- ৫৮৯। কাঠ বিড়ালীর, নেতু বাঁধা । বা সমুদ্রে সেতু বাঁধা
- ৫৯০। কাণ কাটে ঘূমেরে মন ।
- ৫৮১। কান কামড়ানী মাথা ব্যথ ছেপ তমার না । আদ
কাটা চেলের ভাত একটা এড়ায় না ॥
- ৫৯২। কাণ টানিলে মাথা আসে ।
- ৫৯৩। কাণা কন্যার নানা রোগ ।
- ৫৯৪। কাণা খোঁড়া ভাগের ঠাকুর ।
- ৫৯৫। কাণা খোঁড়ার সহসু দোষ কুঁজোর নাহি অন্তা এক
শত বেরাল্লিশ দোষ উচু বার দন্ত ॥
- ৫৯৬। কাণা গেকে ৭ লং সলিনানের চসমা ।

- ৫৯৭। কাণা গলক বল্লেন শুণে।
হয়তো পুত্র নয়তো কন্যে॥
- ৫৯৮। কাণাতে কাণা, বুড়ীতে বুড়ী, বড় শয়ানা।
- ৫৯৯। কাণা নড়ী হারায় কবার?।
- ৬০০। কাণা পুত্রের নানা রোগ।
- ৬০১। কাণা বিড়লের দইরেখে কাপাস খাওয়া।
- ৬০২। কাণা ব্রাহ্মণ শূদ্রের দুলা।
- ৬০৩। কাণা মুরগী গোবদা ছুরি।
- ৬০৪। কাণা মেঘে ভর কোরে যাওয়া।
- ৬০৫। কাণার কি চোক ভেঙ্গান। বা রাঙ্গান।
- ৬০৬। কাণার মধ্যে রূপসা।
- ৬০৭। কাণী কত করনি কর। তবুনা কাতর
হবে চাঁদ সনাগর।
- ৬০৮। কাণে জঙ্গ দে, কাণের জঙ্গ বাহির করা।
- ৬০৯। কাতনা আড় কর।
- ৬১০। কাতলা ফেসার দেশ। (১)
- ৬১১। কাদামাথা নার টৈল। মাছ ধরা টৈল না।
- ৬১২। কাদা মখ ধোয় কাদা।
ত রে কে না বলে গাধা॥
- ৬১৩। কানারে চৈনা। সংকেত প্রবাদ। (২)
- ৬১৪। কাপড় কিনিবে কদাপার।
গরু কিনিবে কাপড় গয়।।

১। এইটী সংকেত প্রবাদ। বর্দ্ধমান অঞ্চলে পূর্বে কালে পথিক দিগকে তদ্রূপীয় লোকেরা হত্যা করিয়া মৃত ব্যক্তির যথাসম্মান লইত এই হত্যা কার্যে রা এই সংকেত করিত যে আমরা কাতলা ফেলিতে যাই অর্থাৎ মানুষ মারিতে যাই। কাতলা, মৎস্য বিশেষ।

২। কানারে অর্থাৎ বড় হাড়ী, টৈলা অর্থাৎ রন্ধন করা।

- ৬১৫। কাপড় দিয়ে আগুণ ঢাকা ।
 ৬১৬। কাবাসে ছমেমে ।
 ৬১৭॥ কামাতে না পারে নাপিত ধামাভরা কর ।
 ৬১৮। কানায় টুপিওয়ালা । খায়ে খুতিওয়ালা ॥
 ৬১৯। কামার বুড়ো হৈলে ভেরেণ্ডা গাহে সার ।
 ৬২০। কামার মানষের কুমার কাম ।
 ৬২১। কামারের কুকুর ।
 ৬২২। কামালে জোমালে বর ।
 আর নিকূলে ঝিকূলে ঘর ॥
 ৬২৩। কামিনীর কথা শুনে তারে বলি পতি ।
 আর; পতিপদে থাকে মন তারে বলি সতী ॥
 ৬২৪। কাহার সঙ্গে সম্পর্ক নাই !
 বন্ধুবল কারে ভাই ॥
 ৬২৫। কায়েত, কালদাপ, বেদোনরী ।
 তিন জনকে পরিহারি ।
 ৬২৬। কায়েতেব হাড়, (১) আর বেগুণের খাড়া ।
 ৬২৭। কার খাই কার দাই । পরের দায়ে বাঁধা ঘাই ॥
 ৬২৮। কার খাই কার না খাই ।
 দুপর রেতে ঘর না পাই ।
 ৬২৯। কার ব, গোয়াল, কেবা দেয় ধোঁয়া ।
 ৬৩০। কার ভাত যায় সোতে ।
 কেউ পাত নিয়ে কোঁথে ॥
 ৬৩১। কারো মন্দ কেউ করে না ।
 যার মন্দ সেই করে ॥
 ৬৩২। কারে এলে কি শিখাতে ।
 কাঁচকলা দিয়ে কাণ বিধাতে ।

- ৬৩৩। কাল গ্রাসে, আরু নাশে ।
 ৬৩৪। কাল জগতের ভাল (বা আলো) ।
 ৬৩৫। কাল জল আর খাবনা ।
 কাল রূপ আর হেরব না ॥
 ৬৩৬। কাল জল খাবে তুমি ।
 না মরিতো দেখবো আমি ।
 ৬৩৭। কাল বামণ, কটা শত্রু, বেঁটে মুহুসমান ।
 ঘর জামায়ে, পোষ্য পুত্র পাঁচ বেটাই সমান ।
 ৬৩৮। কালরে কুঁচলে তুমি কেন আমার ছুঁচলে ।
 ৬৩৯। কালরে কেনারার মাটি ।
 কালর জন্যে ছ মাস খাটি । (১)
 ৬৩০। কাল শীসে ধানর কিসে ।
 ৬৪১। কালস কুটিল গতি ।
 ৬৪২। কাল বলে গীত ভাল ।
 কাণ বলে নৃত্য ভাল ।
 ৬৪৩। কালার কাছে বলা, আর অরণ্যে কাদা ।
 ৬৪৪। কালী, কলম, মন ।
 লেখে তিন জন ॥
 ৬৪৫। কালে কালে আরও কি বা হয় ।
 ৬৪৬। কালে কালে কতই হবে ।
 চিতই পিঁঠার (২) লেজ জালাবে (৩) ।
 ৬৪৭। কালে কালে কত হবে দেখে হৃদি পায় ।
 ৬৪৮ ॥ কালে কালে কাঃ কালে আর কত হবে ।
 ছুঁচোর মনে সাধ হয়েছে গঙ্গাসাগর যাবে ।

১ কালনর কাদার মাটি । ইতি দ্বিগাঠ :

২ চিতই পিঠা অর্থাৎ আঁকে পিঠা ।

৩ জালাবে অর্থাৎ গঙ্গাবে ।

- ৬৪৯। কানেই ক্ষয় হয়। বা কানেতেই লয় পায়।
 ৬৫০। কানে রাজা ভবিষ্যতি।
 ৬৫১। কানের ঘা মেরেছে।
 ৬৫২। কানের ঘন্ম।
 ৬৫৩। কানের নাই কালিকাল।
 ৬৫৪। কানে সব করে।
 ৬৫৫। কানে সব দেয়।
 ৬৫৬। কালোহি বনবন্তরঃ।
 ৬৫৭। কালার বাড় বাড়েন তো মেঘুর।
 ৬৫৮॥ কিং কুর্ভন্তি গুহাঃ সর্পে যস্য কেদ্রী বৃহস্পতিঃ।
 ৬৫৯। কি করবে কার্ত্তিকের চাষে।
 ভাত পাইনে ভাত নায়ে ॥
 ৬৬০। কি করতে কি ঠেল।
 করে ম রিতে কে মলো ॥
 ৬৬১। কি দিবু খোঁট কি দিমু খোঁটা।
 তার বাপ গিছিল গরু কোটা ॥
 ৬৬২। কিনিতে গেলান গোঁসাইর কলা।
 কিনিয়া আনিলাম বচু ॥
 ৬৬৩। কিলু চুরী করিয়াছে শুনিতে তুঙ্গর।
 ৬৬৪। কিবা ছেলের মুখের হাঁই।
 তবু হলুদ মাথেন নাই ॥ অথবা
 (তবু পান্থগোটা নাই) ॥
 ৬৬৫। কিবা বন্ধের গান।
 ঠমক দেখতে যায় পরাণ ॥
 ৬৬৬। কিবা বাছার মর্ত্তি।
 বর্দ্ধমানের কুর্ভা
 ৬৬৭। কিব, মুখের ছটা।

- ৬৬৮। কিবা বিধির বিড়ম্বনা।
লৌহ দণ্ডে তাড়ে সোণা ॥
- ৬৬৯। কি মজার খসুর বাড়ী।
যার আছে পরমা কড়ি ॥
- ৬৭০। কি মার্জিত্য কার ভূমৌ প্রাণদায়ক দূতিকা।
- ৬৭১। কিশাক রেঁধেছিস খাঁদি পাট শাকের ঝোল।
আর, খাঁদা নাকের গরুগরানী পাড়ায় গগুগোল ॥
- ৬৭২। কুঁচকী কণা সমান হৈয়েছে।
- ৬৭৩। কুঁচের সঙ্গে সোণার ওজন।
- ৬৭৪। কুঁজারও ইচ্ছা করে চিত হৈয়ে শুতে।
গামছারও ইচ্ছা করে ধোণাবাড়ী যেতে ॥
- ৬৭৫। কুঁড়ে ঘরে চাঁদের হাট।
- ৬৭৬। কুকথা পবনের আগে ধায়।
- ৬৭৭। কুকুরের ওজর আছে তো চাকুরের ওজর নাই।
- ৬৭৮। কুকুরের ঝকড়া।
- ৬৭৯। কুকুরের লেজ ঘি দিয়ে মজেও সোজা হয় না ॥
- ৬৮০। কুটম্বের জন্যে মারে হাঁস।
গোষ্ঠী শুদ্ধ খায় মাংস।
অথবা ছাও গোষ্ঠী মারে হাঁস।
- ৬৮১। কুটে রোগী ধ্যানে দড়।
- ৬৮২। কুড়ে গরুর আটানু সার।
- ৬৮৩। কুড়ে গরুর আঁকাড়ে পালান।
- ৬৮৪। কুড়ে গরুর ভিন্ন ভৌল (বা ভিন্ন গোট)।
- ৬৮৫। কুড়ে পাঁটার কড়ি। (১)
- ৬৮৬। কুড়ে পুতের নান। রোগ।

(১) অর্থাৎ দুর্গোৎসবের সময়ে অনেকেই হাংলের প্রয়োজন হয় এ জন্য কুড়ে পাঁটাও লোকে অর্থ দিয়া ক্রয় করে।

- ৬৮৭। কুড়ে ভাতারের পাটকেন শিতান।
 ৬৮৮। কুড়ের পাতসাই।
 ৬৮৯। কুড়ের বাতান বৈদ্যনাথে।
 ৬৯০। কুড়ের শিয়রে গঙ্গা।
 ৬৯১। কুণীরের ডাণ্ডার।
 ৬৯২। কুম্ভকর্ণের নিজা।
 ৬৯৩। কুম্ভীরের সন্নিপাত।
 ৬৯৪। কুল, কলাই, পথের ঝালাই ॥
 ৬৯৫। কুলার মতন গীঠ।
 ৬৯৬। কুম-কুম-নিঙ্গে কুসকি বাদল, পেচক নিঙ্গে কুর্কা
 বোল, মাদার নিঙ্গে কাঁটালের কোষ, অমানুষের
 সঙ্গে আলাপ করা বড় দোষ।
 ৬৯৭। কৃষ্ণে নাশ্তি নিষ্কৃতি।
 ৬৯৮। কৃষ্ণ কথ্য মধুর বাণী।
 তুমি বল আমি শুনি ॥
 ৬৯৯। কৃষ্ণ কেমন? যার মনে যেমন।
 ৭০০। কৃষ্ণ পেয়েছে [সকল প্রবাদ ॥ (১)
 ৭০১। কেঁউ কেঁউ করা।
 ৭০২ ॥ কে দে জেতা!
 ৭০৩। কেঁদো বাঘ পড়েছে কলে।
 ৭০৪। কেউ খায় ভাতারের ভাত।
 কার বা নাকে হাত।
 ৭০৫। কেউটে কুকুরের খেঁকাই মার।
 ৭০৬। কেউ নাচে ধনে জেনে।
 কেউ নাচে বোঁটা কাণে।

- ৭০৭। কেউ বড় কেউ ছোট সে কেমনে পার।
আড়ার উপর খড়া দিয়ে বেড়ে কেন না খায় ।
- ৭০৮। কেউ মরে, আর কেউ হরি হরি বলে।
- ৭০৯। কেবল ভুঁড়ী সার।
- ৭১০। কেবা জাবে গাঁইগুঁই, উদনারাণের ভাইমুই।
কোদাল পাড়ি ভাত খাই, পাছাড় লাগিস তো লেগে
যাই। অথবা লেগে যাসতো লেগে যাই।
- ৭১১। কেবা মারলো বিলের মাছ। কেবা থেল টেক ।
ছু বেটা পেয়াদা মোরল খেয়ে চিড়ে দই।
- ৭১২। কেবা মারে মলা ।
কেবা খায় শশা ।
- ৭১৩। কেমন কেমন করছে গা, চাল খোলাটা ভেজে খা
ভাল বলেছিস ঘরদেবী না,
ভাত খোরাটা বেড়োখা ।
- ৭১৪। কে মরে কোন রঙ্গে ॥
কাণী মরে ছুই চোখের রঙ্গে ।
- ৭১৫। টেক হোমার চুড়া বাশী।
আমরা সব উপবাসী।
- ৭১৬। টেকতর লোটা কোরব ।
- ৭১৭। টেকবর্ত করুণাময়।
যা করেন তাই হয় ।
- ৭১৮। কোঁচার কোঁচার নমস্কার ।
- ৭১৯। কোকিল পুড়িয়ে খেয়েছ ।
- ৭২০। কোকিল করয়ে বাস; কাকে করে বাস।
- ৭২১। কোকিলের রব শুনে পেঁচার হইল হাসি।
আরবার, ঘুর ঘুরে বলে আমি উলটায়
দ্বিবা ফাঁসি ।

- ৭২২। কোর্টালের কুটবুদ্ধি।
- ৭২৩। কোথায় কপচার রাম রাজা, কোথায় কপচার
ফিঙে! আর মোণা বাঁধা নৌকা ফেলে, কেবল
তালের ডিঙে।
- ৭২৪। কোথা থেকে এলো গজা কৃষ্ণপুর বাড়ী।
ছত্রিশ বৎসর বয়স তার উঠলনা গোপদাড়ী।
- ৭২৫। কোথায় রাজা ভোজ, কোথায় গঙ্গারাম তেলি।
- ৭২৬। কোথায় রাজা রামকৃষ্ণ।
কোথায় ভজা জ্বলে।
- ৭২৭। কোদান পেড়ে কর্ম্ম।
আর উপোস করো ধর্ম্ম।
- ৭২৮। কোন কর্ম্মের যোগ্যতা নাই, বাজারের পরানাদিক
- ৭২৯। কোন্ কালে যি দে ভাত খেয়েছে।
তা আজও হাতে গন্ধ আছে ॥
- ৭৩০। কোন কালে বা চুরী করেছে।
ঘরে ভাত নাই সেই এসেছি।
- ৭৩১। কোন্ কালে হবে পো।
নেকড়া কানি রেখে ধো ॥
(বা নেকড়া চোকড়া তুজে ধো।)
- ৭৩২। কোন জন্মে চড়েনি তুলি।
আগে নে দুই পা তুলি ॥
- ৭৩৩। কোন্ বা রক্তের কালী জিরা।
তার জেগে আবার মাথার কিরা।
- ৭৩৪। কোন বা বিয়ে তার চুপায়ে আলতা।
- ৭৩৫। কোন বা বাঁড়, তা ধান খেতে শুয়ে রুয়েছে।
- ৭৩৬। কোন্ বা সুপের রাঁড়ী।
তার নাইলতা শাঁকে আদাবড়ী।
- ৮৩৭। কোন মতে পিণ্ডি রক্ষা।

- ৭৩৮। কোম মতে ক্ষুণ্ণবৃত্তি।
 ৭৩৯। কোম্পানিকা মাল। দরিয়ামে ডাল।
 ৭৪০। কোম্পানির মজুর, ধরলেই পায়।
 ৭৪১। কেশে কুশ ব্যাণ। অভাবে সোনা।
 ৭৪২। কোরে কুশার করে হিত। তার নাম পুরোহিত। (১)
 ৭৪৩। কাট কাটতে গেল সেখো হাতে করে দা।
 কোঁচে করে নিয়ে এল কাট বিরালীর ছাঁ।
 ৭৪৪। কুকুর হৈল শেরালের শত্রু বাঘের শত্রু ফেউ।
 ৭৪৫। কামার বাড়ী ছুঁচ বেচা।
 ৭৪৬। কুমাতা যদিও হয় কুপিতা কখন নয়। (২)
 ৭৪৭। কালী কলম কশী। অথবা আঁক আখর কশী।
 তিন নিয়ে দণ্ডরে বসি।
 ৭৪৮। কোর্বে ক্ষেতি(৩) তো দেখবে নিতি।
 ৭৪৯। কখন দিনে না কড়ার ফুল। হেগে ভরালে
 গাজের কুল।
 ৭৫০। কাণা, চক্ষে দিয়ে কাজল। আপনার কপেই
 আপনি পাগল।
 ৭৫১। কায়ত্ত মর্যে জলে ভাসছে।
 কাক বলে কি ফিকিরে আছে।
 ৭৫২। কোড়ী নিয়ে খাব দই। কি করবে গোয়ালিনী সহ
 থ
 ৭৫৩। খই ছড়া করেছে।

[১] নেয় খোয় করে হিত। তার নাম পুরোহিত। অথবা আদে
 যার করে হিত। তার নাম পুরোহিত।

(২) কোন ২ স্থলে, কুপিতা হয় তো কু মাতা হয় না, ইহাও বসিয়া
 থাকে।

[৩] ক্ষেতি অর্থাৎ জমিতে চাষ।

- ৭৫৪। ঝঞ্ঝনের নৃত্য দেখে চড়াই নৃত্য করে।
 ৭৫৫। খটো কাদালি।
 ৭৫৬। খড় বলে যদি না থাকি চালে।
 তবে মকল হৈতে রস গলে।
 ৭৫৭। খড় পচে খড়কে পচে কথা পচে না।
 ৭৫৮। খড়ের আগুণ।
 ৭৫৯। খরিদের মুখে ব্যাপারী।
 ৭৬০। খল যায় রসাতল ॥
 ৭৬১। খাঁচার ভিতর পেচার ছাঁ। তিনটে মাথা
 ছাঁ না পা।
 ৭৬২। খাই আর ভেলকাই। চাড়া আর চাব কাই।
 ৭৬৩॥ খাই না খাই আছি ভাল।
 ভাস্কাবে চাঁদের আলো।
 ৭৬৪। খাই কি না খাই না খাই ভাল।
 যাই কি না যাই না যাই ভাল।
 ৭৬৫। খাই মাই কাশী বাজাই, রগড়ের ধার ধারিনে।
 ৭৬৬। খাই না ছুঁই না, মুখ বলে আঁচ।
 ৭৬৭। খাই না খাই দেখে মরি।
 ৭৬৮। খাইলাম যাহা, গোটে গেল না তাহা।
 ৭৬৯। খাটে খাটায় দ্বিগুণ পায়। দাড়িয়ে খাটায়
 তো অর্ধেক পায়।
 ঘরে থেকে পোছে বাত। এবৎসর যেমন তেমন
 ফিরে বৎসর হা ভাত।
 ৭৭০। খান তো ডাইল থি চড়াই, গল্প মারেন দই।
 ৭৭১। খান ডিঙ্গিয়ে ঘাওর কামার ছেলে কামাও না কেন?
 আর নরুণ গাছটী কেড়ে নেব গাইছইবে কিসে। (১)

- ৭৭২। খাপছাড়া কথা। সংকেত প্রবাদ। (১)
 ৭৭৩। খাপ ছাড়া তলওয়ার। ঢাল ছাড়া খেল ওয়াড়।
 ৭৭৪। খাবার সময় নবার মা।
 ৭৭৫। খাবার সময় শোবার চিন্তে।
 ৭৭৬। খামাখা গৌরাজ মোরে রাখ রাজ। পায়।
 ৭৭৭। খায় দায় আইলের মধ্যে।
 শুয়ে থাকে আইলের বাহিরে।
 ৭৭৮॥ খায় দায় বন পানে চায়।
 ৭৭৯। খায় না ছোঁয়, মাঝ খানে শোয়।
 ৭৮০। খায় মালসাট মেরে।
 ওঠে হাঁটু ধরে।
 ৭৮১। খায় ভাত, উগরে নাট মন্দির।
 ৭৮২। খালি কলসীর বাজনা বড় (বা দড়)
 ৭৮৩॥ খাস বাগানে আলকশীর গাছ।
 ৭৮৪। খিড়কী সদরে লাগিয়ে কাটি।
 তবে সিঁদ কাটি।
 ৭৮৫। খিদে লেগেছে নিখের বাড়ী যা।
 ৭৮৬। খুয়ে বুনো তাঁতি। আট চৌকে হাত।
 ৭৮৭। খুন খাইতে পয়সা নাই, মদ খেতে চায়।
 ৭৮৮। খুন করিল খুনে। পরের কথা শুনে।
 ৭৮৯। খুশকী বাত, হারাম জাদ।
 ৭৯০। খুশকিতে তেল নাই তালের বড়া ভাজা।
 ৭৯১। খুজুরো কাজের মজুরো নাই।
 ৭৯২। খেটে খেটে মোরুল দোরাণী।
 হাত নেড়ে পশুলো সোহাগিনী।

- ৭৯৩। খুদ মাঙ্গতে পিছনে ভাঁড়।
 ৭৯৪। খেতে পায়না মূলে।
 বীচ রেখেছে তুলে।
 ৭৯৫। খেতে বল্লৈ মারতে ধায়।
 ৭৯৬। খেতো ভাতি তাঁত বুনে।
 কাল্ কল্লে এঁড়ে গরু কিনে।
 ৭৯৭। খেয়ে দেয়ে কাজ নাই ঝাঁতলার গোবর।
 ৭৯৮। খেয়ে মোতে মূতে খায়।
 সকাল বিকেল নিকেল যায়।
 তার কড়ি না বৈদ্যে খায়।
 ৭৯৯। খেয়ে দেয়ে যায় শুতে। বিধাতা পুরুষ ন্যে মায়
 মূলো চুরী করতে।
 ৮০০। খেরে কুটায় আগুণ দিয়ে। (১)
 পেতনী বৈসে আলগোছ টৈয়ে।
 ৮০১। খেলে জাত যায় না। ফুরালে জাত যায়।
 ৮০২। খেলে ধান, উগরুলে চরকা।।
 ৮০২।। খেলে উড়ে। পড়লে ছিড়ে।।
 ৮০৩। খেলে পরে কুচকী কঠ।।
 লড়তে নারে আড়াই ঘণ্টা।
 ৮০৪। খৈ খেতে ভোগো নড়ে।
 চাল খেতে আলগ করে।
 ৮০৫। খোঁটার জোরে বল্ দা নাচে।
 ৮০৬। খোঁড়া কি জগন্নাথের সেতো।
 ৮০৭। খোঁড়া এয়েছে নাচতে, কাণা এয়েছে দেখতে।
 ধন্যা বেচা বেগ্যা এয়েছে আফিঙের ভাও জানতে

(১) খড় পদের অপভ্রংশে, "খেরে", ইহা বিক্রমপুরাদি স্থানে প্রচলিত।

- ৮৮। খোদা যব দেগ।। তব ছাপ্পর ফুঁড়কে দেগ।।
 ৮৯। খোদার খাসী।
 ৯০। খোদার লা, দোয়ার চলে।
 ৯১। খোস মেজাজী বাবু হৈলে,
 চিড়িয়ে খানার সক্ হয়।

গ

- ৮১২। গড়করি মেয়েদের পায়। যে পায়েতে চিড়ে
 কুটে মহাপ্রভুর ভোগ লাগায়।
 ৮১৩। গড়ে হাঁটু জল।
 ৮১৪। গরুর দোষে গোয়ালানষ্ট।
 ৮১৫। গজে আসে গজে জায়। গাভির ডাকে মূচ্ছা হয়।
 ৮১৬। গতর আলস্যে লোক।
 ৮১৭। গতর নাই গোপায় দড়। মেদে খায় তার পালিবড়।
 ৮১৮। গড় করি পীঠে দাঁত ছাড়।
 ৮১৯। গতস্য শোচনা নাস্তি।
 ৮২০। গম ধোয়ে থাক।।
 ৮২১। গরমের কর্তে মরণ ভাল।
 ৮২২। গয়া হৈয়েছে। (সংকেত প্রবাদ) (১)
 ৮২৩। গয়া যাইয়াও প্রেতদ্ব দূর হৈল না।
 ৮২৪। গরজী আর আহাম্মকে সমান।
 ৮২৫। গরু, জরু, পাটনী। মাসে মাসে পিটনী।
 ৮২৬। গরু কিনবে আগে পাছে।
 পুকুর কাটবে বাড়ীর নাচে। (২)

(১) অর্থাৎ মরণ হৈয়েছে।

(২) পালের অগ্রে বা পশ্চাতে যে গরু যায়, তাহা ক্রয় করা কর্তব্য
 কারণ অগ্গের গরু বলিষ্ঠ, পশ্চাতের গো স্থূল হয়।

- ৮২৭। গরুতে খেলে বাড়ে। ছাগনে খেলে খুঁড়ি য়।
 ৮২৮। গরু ঘেরে গোনকে বাস
 গঙ্গা স্নানে সর্পনাশ।
 ৮২৯। গরু বিকায় ঠাটে। কাপড় বিকায় পাটে।
 ৮৩০। গরুর মধ্যে এঁড়ো, আর ক্ষেতের মধ্যে নেড়ে,
 খাওয়ালে দাওয়ালেও মারে তেড়ে।
 ৮৩১। গরু হারাণ প্রায় হৈয়েছে।
 ৮৩২। গরু রাখবে চোখের কাছে।
 ৮৩৩। গরুর হাঁচি (১)।
 ৮৩৪। গলায় কাঁটা বিধিলে, বিড়ালের পার ধর্তে হয় (৩)।
 ৮৩৫। গল টিপলে তুদ বেরায়।
 ৮৩৬। গলগ্রহ।
 ৮৩৭। গলায় পড়লো ঢোল।
 বাজালেই সিঁদ্ধি।
 ৮৩৮। গল্লের গরু গাছে উঠে।
 ৮৩৯। গাং পার হইলে কুমীরকে কলা দেখায়।
 ৩৪০। গাঁজার নাম রাজ ভোগ।
 তেড়ে মারে অন্তরের রোগ।
 ৮৪১। গাঁট গিরামে কোড়ী নেহি, বাকী পুরমে সাহর।
 ৮৪২। গাঁজা গুলি অভাঙ্গ।
 তিন নিয়ে ফরাস ভাঙ্গ।
 ৮৪৩। গা শুদ্ধ মানুষ মারে, দোহাই দিব কার।
 ৮৪৪। গাঁজা, তাড়ি, প্রবঞ্চনা।
 এই তিন নিয়ে শরশুনা।

(১) জীব বলাও ঘোষ, না বলাও ঘোষ। অথাৎ ছোট লোকের
 খোষাখোষ।

- ৮৪৫। গাছে উঠিলেই ছুটা দেখায়।
 ৮৪৬। গাছে তুলেদে, মৈ কেড়ে লওয়া।
 ৮৪৭। গাছের ছায়ায় পড়ে আছি।
 ৮৪৮। গাছে বসে কাগে হাগে।
 বলে কেহ দেখে নাই।
 ৮৪৯। গাছে চড়িলে সাতদেবতা দেখায়।
 ৮৫০। গাছে উঠিতে পারিনা, বড় ছাওটা আমার।
 ৮৫১। গাছনের নাই ঠিকানা। শুধুই বলে ঢাক বাজানা।
 ৮৫২। গা ফাটা কাণ চাটী, দাদ যার গায়।
 সদাই বিরস মন সুখনেই তায়।
 ৮৫৩। গাব খাবনা খাব কি।
 ৮৫৪। গাল টিপলে ছুদ বেরায়।
 ৮৫৫॥ গাল বাড়িয়ে চড় খাওয়া।
 ৮৫৬। গাল গল্প কোটা বাড়ী॥
 বাজার খরচ চৌদ্দবুড়ী।
 ৮৫৭॥ গালে কেন কালী।
 না রেঁধেছি আদপালী।
 ৮৫৮। গালকে মাল হারে। (১)
 আর বোঁচা কাণকে ছুরী হারে।
 ৮৫৯। গাড়ির উপর লা, লার উপর গাড়ি।
 ৮৬০। গা থম ২ গা থম থম গা থম থম করে।
 কে নেবে মোর শাকের পেতে কে নেবে মোর
 ধরেন।
 ৮৬১। গায়ে যদি থাকে বল।
 মুড়ি কোদাল যায় রসাতল।

(১) গাল অর্থাৎ যে অধিক বকে বা মুখেতে বহু আশ্ফালন জগক
 বাক্য কহে, তাহাকে মাল অর্থাৎ মল্লবোদ্ধাগণ হারি মানে।

- ৮৬২। গিল্লির পাঁপে গৃহস্থ নষ্ট (বা পাগল)।
 ৮৬৩। গুঁতোয় পড়লে আমন ধানের থৈ ফোটে।
 ৮৬৪। গুটি পোকা গুটি করে।
 আগনার ফাঁদে আগনি মরে।
 ৮৬৫। গুড় খায় তো পাটালি হাগে।
 ৮৬৬। গুড় দে খেলে গুণ চটও মিষ্টমাগে ॥
 ৮৬৭। গুড় ব্যাঘ্র। (১)
 ৮৬৮। গুণ নেই পালান আছে।
 ৮৬৯। গুপ্তিপাড়ার মাটিতেও শানর হয়।
 ৮৭০। গুলি, খিলি, মতিচূর।
 এই তিন ন্যে বিষ্ণু পুর।
 ৮৭১। গুলি খোরের কিবা চং।
 দেখতে যেন চু চড়ার সং।
 ৮৭২। গুবুরে পোকা প্রদীপ নিভাবার আঁধি।
 ৮৭৩। গুরু নাই গোবিন্দ ভজে।
 সে পাঁপে নরকে মজে ॥
 ৮৭৪। গুরু নানসত্য। যে জানে মাহাত্ম্য।
 ৮৭৫। গুরু পুরুতে হৈল দ্বন্দ্ব।
 কারে বলি ভাল মন্দ।
 ৮৭৬। গুরু মূতে দাঁড়িয়ে ॥
 তার শিষ্য মূতে পাক দিয়ে।

(১) এক ব্যক্তি চাকরকে কহিয়াছিল যে মধু সিংহের বাটীতে গজ দিয়া আইস, সে ঐ নাম তুলিয়া মনে করিল মনিব যে নাম উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে কিছু মিষ্ট ও ভয়ানক আছে অতএব মধুস্থলে গুড় ও সিংহহণে ব্যাঘ্র এই উভয় যোগে গুড় ব্যাঘ্র উল্লেখ করিয়া গুড় ব্যাঘ্রের বাটী যাইব কোথাগ, ইহারই অনুসন্ধান করে, ঐ মধু সিংহের বাস বালী গ্রামে ছিল।

- ৮৭৭। গুরু শিষ্য চৌতায় ।
যার ভজনে সেই পার ।
- ৮৭৮। গেরস্থে গেরস্থে মেলা খাসী মেরে ফেলা ।
আর গরিবে গরিবে মেলা শাক সিঁজিয়ে ফেলা ।
- ৮৭৯। গোকুলের ঘাড়া ।
- ৮৮০। গোদা পায়ে আলতা ।
- ৮৮১। গোদা বাড়ী ছাঁদন দড়ি তুমি এখন কার ।
না, যখন যার কাছে থাকি, তখন আমি তার ।
- ৮৮২। গোবরে ধূতুরায় ফুল ।
হাটে নে গেলে তিন কড়া মূল ।
- ৮৮৩। গোদেহ উপর বিষ ফোড়া ।
- ৮৮৪। গোলাব বাগে কুকুর সোঁকা ।
- ৮৮৫। গো বধের সময় খুড়ো কর্তা ॥
- ৮৮৬। গোভাগ্য নাই । আঁটলি ভাগ্য আছে ।
- ৮৮৭। গোলে মালে চণ্ডী পাঠ ।
- ৮৮৮। গ্রহ বিগুণ হৈয়েছে ।
- ৮৮৯। গ্রাম নষ্ট করে কাণায় । বিল নষ্ট করে পানায় ।
- ৮৯০। গ্রামস্য মণ্ডলো রাজা ।
- ৮৯১। গৃহস্থে অলক্ষী পায় ।
চালু কুটে পাটে খায় ।
- ৮৯২। গৃহস্থের গরু দেখে চোরে দড়ি পাকায় ।
- ৮৯৩। গৃহস্থের ভিটার দোষে । মৃত্তে বসে হাণা আসে

ঘ

- ৮৯৪। ঘটি গড়তে ভাঁড় তৈল ।
- ৮৯৫। ঘর গিন্নি কেউ নয়, পরে মারেন দই ।

- ৮৯৬। ঘর গুণ মেজের মাটি।
সকল কথায় ঝঁকে উঠি।
- ৮৯৭। ঘরচোরে পার নাই।
পর চোরে পার আছে।
- ৮৯৮। ঘর পোড়া গরু, সিন্দুরে মেঘ দেখে ডরায়।
- ৮৯৯। ঘর পোড়ার খড়।
- ৯০০। ঘর বাঁধতে দড়ি। আর বিয়ে কর্তে কড়ি।
- ৯০১। ঘর বাঁধবে তো ছাইবে না।
ধারদেবে তো চাটবে না।
বাড়ীতে হাট বসাবে।
প্রতি গ্রাসে মুড়া খাবে।
- ৯০২। ঘর যে সে হয় পর।
পর যে সে হয় ঘর।
- ৯০৩। ঘরে কেন আলো। গিন্নি গিয়েছেন বন
ভোজনে সবাই আছে ভাল।
- ৯০৪। ঘরে নাই আক। দুয়ারে বাজে ঢাক।
- ৯০৫। ঘরে নেই খড়, টেকশেলে পরচালি।
- ৯০৬। ঘরে নেই খরচি।
জোলাব খেয়ে মরছি।
- ৯০৭। ঘরে নেই ধান সলি। [১]
আড়াই হাত মড়াই তুলি।
- ৯০৮। ঘরে ভাত নাই। যত্নে ঘাইট নাই।
- ৯০৯। ঘরে ভাত ঘার।
দোয়াড়ে (২) মাছ তার।

(১) সলি অর্থাৎ পাঁচ আড়ি বা ১০ সের।

(২) দোয়াড় অর্থাৎ মৎস্য ধরা বস্তি। ঐ বস্তির, মধ্যে চাপা দুই পাখি উঠে।

- ৯১০। ঘরে ভাত থাকলেই বন্ধি যোয়ায়।
 ৯১১। ঘরে নেই ছুকড়ো। উঠন মর কুকড়ো।
 ৯১২। ঘরে নেই যা। ছেলে চায় তা।
 ৯১৩। ঘরে নাই ভাজ্ ভুজা।
 • নিত্য করে শিবের পূজা।
 ৯১৪। ঘরে ভাত নাই জিয়ন্তে মরা।
 ৯১৫। ঘরে নাই ভাত। কোঁচা তার তিন হাত।
 ৯১৬। ঘরে বসে রাজার মাকে ডাইন বলা।
 ৯১৭। ঘরে ভাত নাই ধর্মের উপবাস।
 ৯১৮। ঘরে নেই সম্ভাবনা। বাহিরেতে বাবু আনা।
 ৯১৯। ঘরের ইঁচুরে বাঁধ কাটলে ধরে রাখে কে।
 ৯২০। ঘরের কথা কৈতে গেলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।
 ৯২১। ঘরের ভেদা লক্ষা ধায়।
 নায়ে আঁটেনা শুয়ে যায়।
 ৯২২। ঘরের মধ্যে আদ ঘর।
 ৯২৩। ঘরের ষাঁড়ে পেট পাড়ে।
 ৯২৪। ঘরের খেয়ে বনের মহিষ তাড়ান।
 ৯২৫। ঘাটের নোকা ঘাটে আছে। মাগি যিনষে কোথায়
 গেছে।
 ৯২৬। ঘাড়ে বসে দাড়ী উপড়ান।
 ৯২৭। ঘাড়ে ভূত চেটে হে।
 ৯২৮। ঘায়ের উপর ঘা।
 ৯২৯। ঘাস খেলে জল খেলে গৃহস্থের উপকার করলে।
 গো কন্য ঘূচে গন্ধর্ব জন্ম পেনে।
 ৯৩০। ঘূটে কুড়ানীর বেটা মোড়ল হৈয়েছে। হাটিতে না
 পেরে পালকি চেয়েছে।
 ৯৩১। ঘূটে কুড়ানীর বেটা ভাদ্রা গায়ের মোড়ল।

- ৯৩২। ঘুঁটে কুড়ানীর বেটার উড়ানী গায়।
 ৯৩৩। ঘুঘু হইল। (১)
 ৯৩৪। ঘুনসীতে কি করে মূদোর প্রাণ কেড়ে লয়।
 ৯৩৫। স্বত ত্যাগ্য করে মাছি ॥ আদেখমেতে ঘটে কুচি।
 ৯৩৬। স্বত পোনা যজ্ঞে। ৫৭ দেখাও
 ৯৩৭। স্বতাক্ষো ব্রাহ্মণো যথা।
 ৯৩৮। ঘোড়া ভেড়ার এক দর।
 ৯৩৯। ঘোড়া শালার বানর (২)।
 ৯৪০। ঘোড়ার ঘাস কাটা।
 ৯৪১। ঘোণ, কুল, কলা।
 তিনে নষ্ট গলা ॥
 ৯৪২। ঘোণ মূত্র সমান জ্ঞান।
 ৯৪৩। ঘোষ বসু মিত্র কুলের অধিকারী।
 অভিমানে বালীর দত্ত যান গড়াগড়ি।
 ৯৪৪। ঘোষাল রসাল বড় বন্দ্যঘাটী মাধা।
 ৯৪৫। ঘোষাল মন্তুষ্ট বড় গেলে চিড়ে দই ॥

চ

- ৯৪৬। চকুরে বোড়া। (৩)
 ৯৪৭। চটন পাখিতে পক্ষত নেয় তুলি।
 ঢেলের ন্যার ডিম পাড়ে খোড়লের বাতুড়ী।
 ৯৪৮। চড়টা মারলে চাপড়টা খায়। ইটটা মারলে
 পাটকেলটা খায়।
 ৯৪৯। চড় চাপড়, গর কাপড়।

(১) অর্থাৎ যেখানে বাও সে স্থানই উচ্ছিন্ন হয়।

(২) ঘোড়ার রোগ নষ্ট জন্য আস্তবলে বানর রাখে।

(৩) চক্র বিশিষ্ট গাত্র অর্থাৎ পেদো।

- ২৫০। চণ্ডালে কি জানে কপূরের মর্যাদা।
 ২৫১। চণ্ডী, মপিণ্ডী, কুশণ্ডী।
 তিন নিয়ে বামন ডি।
 ২৫২। চন্দ্র সূর্য্য অস্ত গেল জোনির পোঁদে বাতি।
 বিস্তর করলো পেটের পোঁ কি করিবে নাতি।
 ২৫৩। চতুরের কাছে চাতুরী।
 ২৫৪। চরকা মোর ভাতার পুত চরকা মোর নাতি।
 চরকার দোয়াতে মোর দুয়ারে বাঁধা হাতী।
 ২৫৫। চক্ষু কর্ণে ছ মাসের পথ।
 ২৫৬। চক্ষু লাগ করেছে। (১)
 ২৫৭। চাঁড়ালের গদি কুড়ুলের কোপ।
 ২৫৮। চাঁড়ালেরে চিন। বামনেরে লবণ।
 ২৫৯। চাকরির মুখে ছাই।
 ছাড়িতে না পারি ভাই।
 ২৬০। চাকি ভুলো। (সংকেত প্রদান) (২)
 ২৬১। চাউল দেবে যত তত, জল দিবে তার তিন তত।
 উথলিলে দিবে কাঁচী, জাল দিবে উজ্জান ভাটী।
 তুলে দেখবে ফাটা ভাত, ফেণ করিবে পাত পাত।
 তাতে যদি থাকে চাইল, গিল্লির কথা আল থাল।
 ২৬২। চাউল ডাইল এক জনার।
 গৌরাক্ষ আর এক জনার।
 ২৬৩। চাউল নাই ডাইল নাই অগ্রে ভোজন।
 কঁথা নাই কাপড় নাই মধ্যে শয়ন।
 ২৬৪। চাউল নাই ডাইল নাই খিচড়ী পাকাই।

(১) আরক্ত চক্ষু জোড়ের চিহ্ন।

(২) সূর্য্য অস্ত গেল।

৯৬৫। চাউন নাই চুলা নাই হাটের মাঝে রাজহু।

৯৬৬। চাউন নেই তো ভাতে ভাত চড়িয়ে দে।

৯৬৭। চাঁচা বড় ভাগবান।

ডোলে গরু শামুকে ধান।

৯৬৮। চাপের উপর চাপ।

উমর (১) নেইরে বাপ।

৯৬৯। চারিপুনে বেটা।

৯৭০। চালাক দান।

৯৭১। চালুণী কোরে ঘোল বিলান।

৯৭২। চাণে খড় নাই, বাড়ে মাটি নাই।

৯৭৩। চাণে খড় নাই মাত্র শ্লোক পড়ে সারে।

৯৭৪। চারি শাস্ত্র পড়ে যদি মুছলমানের বালা।

তবু না ছাড়িবে তারে তাল, খাড়, কাল।

৯৭৫। চারি চক্রে বাঘে খায় না।

৯৭৬। চারি চক্রে চাওয়া চাই।

৯৭৭। চাষা আঁক গাছটি দিতে নায়ে।

পাকে পড়িলে গুড় দেয়।

৯৭৮। চান্দা বাড়িলে বামণ মারে।

কমিলে গরু মারে।

৯৭৯। চামার হাতে শালগ্রামের মরণ।

৯৮০। চিড়ে বল সুড়ি'বল ভাতের সমান নয়।

পিসী বল মাগী বল মায়ের সমান নয়।

৯৮১। চিকণ কাপড়ের নেকড়া।

দাঁত পড়লেই বুড়োর চোকড়া। [২]

৯৮২। চিত্রর কুঁথে গীতা।

(১) অবসর শব্দের অপভ্রংশ উমর জীলো দেয়া ঐ কথা ব্যবহার করে

(২) চোকড়া অর্থাৎ মুখ।

- ৯৮১। চিনি জন্মে ইক্ষু দণ্ডে, ফলে কিস্বা মূলে ।
 ৯৮৪। চিস্তা ছরো মনুষ্যাণাং ।
 ৯৮৫। চিমড় মেরের কামড় বড় ।
 ৯৮৬। চিলকে বিল দেখান ।
 ৯৮৭। চিলটে পড়লে কুটটাও নিয়ে উঠে ।
 ৯৮৮। চুণ খেয়ে মুখ ততছে দৈ খেতে ডরায় ! [১]
 ৯৮৯। চুণে থেকে পান খমিলেই মর্ষনাশ ।
 ৯৯০। চুল ধরিলেই মাথা আসে ।
 ৯৯১। চুল নাই তার তেড়ি কাটা ।
 ৯৯২। চুল নাই তার খোঁপা বাঁধা ।
 ৯৯৩। চুল ঘেন ঝাঁঠার মুড়ি ।
 মাথা বাঁধবার ছড়াছড়ী ।
 ৯৯৪। চুলের নামে খেজ নাই তার,
 বোঝা চার পাঁচ দড়ী ।
 ৯৯৫। চেয়ে চেয়ে চোকের ক্ষয় ।
 পর ভরসা কিছু নয় ।
 ৯৯৬। তেলে তেতুলে কেমন ভাব ।
 ৯৯৭। চৈত মানে চৈত কামড়ি ।
 বৈশাখ মাসে কেঁতলা মুড়ি ।
 ৯৯৮। চোঁ কর আর চাঁ কর ।
 কাল কাল ছোঁড়েঙ্গে নেহি । (২)
 ৯৯৯। চোককে বলি দেখ, আর কাণকে বলি শোন ।
 ১০০০। চোক খোঁজী দাঁত গজা ।
 সেই লোকটী নরকো সোজা ।

(১) চুণ খেয়ে গাল পুড়লো, দই দেখতে ভয়। ইতি বিপাঠঃ ।

(২) জন্ম ভ্রমে একটা জমরকে মুখে দিলে সে চোঁ চাঁ করিতে লাগিল। তৎকালে এই প্রবাদ সৃষ্টি হইয়াছে ।

- ১০০১। চোক খাগ তোর মাথাপ। চোক খাগ তোর খুঁড়ো
এমন বরকে বেদেছেল, তামাক খেগো বুড়ো।
- ১০০২। চোক থাকতে হয়রে কাণ।
যে জন প্রেমের ভাব জানে না।
- ১০০৩। চোক মুখের ভঙ্গী দেখে মন বুঝে যেই।
স্ববোধ তাহাকে বলে গণ্য করে সেই।
- ১০০৪। চোঙ্গার বাঁদর।
- ১০০৫। চোটে আগুণ উঠে যায়।
- ১০০৬। চোটে থৈ ফোটে।
- ১০০৭। চোটে চোদ্দ আনা।
- ১০০৮। চোটে রক্ষা নাই।
- ১০০৯। চোটের বাকুদ হৈল।
- ১০১০। চোর ছেনাল চোপার দড়।
- ১০১১। চোর মরে মাত ঘর মজয়ে (১)।
- ১০১২। চোর নাই কুমার নাই সিঁদ নোয়ানে কাটী।
- ১০১৩। চোরার কিণ নিয়াইতেও নাই।
ফে.কাইতেও নাই।
- ১০১৪। চোরার চন্দ্র নিন্দা।
- ১০১৫। চোরে কাগারে দেখা নাই সিঁদকাটী গড়া।
- ১০১৬। চোরের আবার বাটপাডকে ভয়।
- ১০১৭। চোরের দশ দিন, গৃহস্থের এক দিন।
- ১০১৮। চোরের মন দুই আঁদাড়ে [বা সিঁদ মেহানায়]
- ১০১৯। চোকীদারী কি বাকমারি। গার খেতে প্রাণ যায়।
- ১০২০। চোদ্দ পুরুষে ঘোড়া নাই, বাড়ী ভরা লাগাম।

[১) চোর মরে, দু ঘর জড়িয়ে। এই প্রবাদ বিক্রমপুরাদি স্থানে প্রচলিত আছে।

- ১০২১। চ্যাং উজায় ব্যাং উজায়।
 থলসে বলে আনিও উজাই।
 [অথবা থলিসা পুঁটি ধরফরায় [১]

ছ

- ১০২২। ছবড়ির ঘোড়া নবড়ি থায়।
 কখন চলে কখন চালায়।
 ১০২৩। ছরত ছয় ভাই।
 ছরত বিনে নাই ঠাই। [২]
 ১০২৪। ছয় না নয় না মধ্যে মধ্যে ঘুরি।
 ১০২৫। ছাপুলে বন্ধি।
 ১০২৬। ছাই গাদায় বৈ কুকুর থাকে না।
 ১০২৭। ছাই মুটো ধরলে সোণা মুটো হয়।
 ১০২৮। ছাগল দিয়ে যদি ঘব মাড়ান হৈত, তবে গরু
 কে কিলিত।
 ১০২৯। ছাত্তরে নৃত্য করে ডুবুর গাছে বসে।
 কাল-পেচা রাজা হবে লোকে মরে হৈসে ॥
 ১০৩০। ছায়ার ন্যায় অনুগত আছে।
 ১০৩১। ছার কপালে নোড়ার ঘা।
 ১০৩২। ছার খেলে ঘোমরা, আগুণ নোল জাড়ে।
 ১০৩৩। ছারের দেশে ভ্রম্যভাব।
 ১০৩৪। ছার খেলায়ে।
 ১০৩৫। ছার পোকার বিয়েন।
 ১০৩৬। ছার পোকার শয়্যায় শয়ন।

(১) থলিসা পুঁটি ধর ফরায় বিক্রমপুরীয় লোকে বলে।

(২) ছরত অর্থাৎ পরিণাম ও সফলিত।

১০৩৭। ছান নাই কুতার বাঘা নাম। (১)

১০৩৮। ছিকলি কাটা টিয়ে।

১০৩৯। ছিল না কথা হৈল গাল। আজ না হউক হবে
কাল।

১০৪০। ছুঁচ মেরে হাত গোঁধান।

১০৪১। ছুঁচোর গুয়ে পকত ॥

১০৪২। ছুঁচ মাথে চন্দন গায় ॥

এ তুঃখ কি সওয়া যায় ॥

১০৪৩। ছেঁড়কে না কর দয়া।

ছেঁড় জানে আঠার মায়া। (২)

১০৪৪ ॥ ছুতরের তিন মাগ : ভানে কোটে খায় দায়,

থাকে থাকে যায় যায়। (৩)

১০৪৫। ছেঁড়া কাঁথা রোগের ঘর।

রোগ ভাবিস নায়ে পর।

১০৪৬। ছেঁড়া পাত যোড়া না লাগে।

১০৪৭। ছেপ চলে না মণ্ড খা।

১০৪৮। ছেয়াত্তরে কাদালি।

১০৪৯। ছেলে পিলে যখন।

ঝাঁক ঝক্কি তখন।

১০৫০। ছেলে বেয়া ধন্থা ধস্তি করে। শিখেছিলাম ক,

এখন তারে ঠাউরে বলি, হল হলে হ।

(১) ছান অর্থাৎ চন্দ্র।

(২) ছেঁড় বা ছেমড়া শব্দটী ঢাকা জেলার পুরের লোকে প্রচলিত। ছেঁড় অর্থাৎ দুট বালক।

(৩) ছুতরের তিন মাগ। তালি পড়ি খায় দায়, থাকে থাকে যায় যায় ইত্যাদি।

- ১০৫১। ছেলে লোকের বুড়ো কথা। শুনতে লাগে মাথা
ব্যথা।
- ১০৫২। ছেলে লেখান গরু চরানো সমান।
- ১০৫৩॥ ছেলের মাথায় এই লাঠী।
- ১০৫৪। ছেলের কাজে কাটনা কানাই।
- ১০৫৫। ছেলের লগে দেখা নাই। হাজারের লগে দূস্তি।
- ১০৫৬। ছেলের চেয়ে ছেলের গু ভারি।
- ১০৫৭। ছোট বড় খেঁকী। দাঁত পাতলে একই।
- ১০৫৮। ছোট লোকের কড়ি হৈলে বুদ্ধি হয় নট।
আর গাথা হৈয়ে পর্ততে উঠলে পর্ততকে দেখে
ছোট।
- ১০৫৯। ছোট ছেলে বড় হৈলে কি করবে মার।
বরষা শুকিয়ে গেলে কি করিবে নার।
- ১০৬০। ছোট সরাসী ভেঙ্গে গেছে বড় সরাসী আছে।
নাছো কোঁদ বউকি আমার, হাতের আটকোল
আছে। (১)
- ১০৬১। ছোট মানুষের বড় কথা।
শুনতে হয় মাথা ব্যথা।
- ১০৬২। ছোলা দাঁতে গোলা মিশি।

জ

- ১০৬৩॥ জগৎ দেখ ভোজের বাজী।
- ১০৬৪। জগত্তর ভাল কে? যার মনে লেগেছে যে।
- ১০৬৫। জগন্নাথে গেলে হাড়ির ঝাঁটা খেতে হইবে।
- ১০৬৬॥ জড় ভরত।

- ১০৬৭। জননী জন্ম ভূমিষ্ট স্বর্গাদপি গরীয়সী।
 ১০৬৮। জন্ম, মৃত্যু, বাণী। তিন না জানে মুনি॥
 ১০৬৯। জন্ম বায় কর্ম কর্তে।
 হাঁটু গেল নদস্কার কর্তে।
 ১০৭০। জন্মে করে নাই লক্ষ্মী পূজা।
 একেবারে দশভূজা।
 ১০৭১। জন্মে গোদার নাগ নাই॥
 পুতের কিরা করে। (১)
 ১০৭২। জগন্নাথের প্রেম ডোরে বদ্ধ হৈয়ে যাওয়া।
 ১০৭৩। জমীদার ভেঁটারা খানা।
 ১০৭৪। জল এগোয় না তুষা এগোয়।
 ১০৭৫। জল কখন উর্দ্ধগামী হয় না।
 ১০৭৬। জল কাটে বাতাস কাটে।
 কচু গাছ দেখলে (বা দেখে) ফুঁপ্য়ে উঠে। (২)
 ১০৭৭। জলকে জল ছুদকে ছুদ।
 ১০৭৮। জল ছাড়া পলওয়ার।
 ১০৭৯। জল, জলে বাধে।
 ১০৮০। জল, জঙ্গল, আখার রাত,।
 এঁড়ো গরু, নেড়ো জাত।
 ১০৮১। জল নেড়ে জোঁকের বল বুঝা।
 অথবা মাছের বল বুঝা।
 ১০৮২। জলবিন্দু নিপাতিত জনশঃ পূর্যতে ঘটঃ।
 ১০৮৩। জলে জল বাড়ে।
 ১০৮৪। জলে পাথর পচে না।

(১) কিরা অর্থাৎ দিব্য, শপথ॥

(২) অর্থাৎ মোটধার ছুরী।

- ১০৬৭। জলের ছিটায় চোরের গুত।
 ১০৬৮। জলের রেখা, খেলের প্রীতি।
 ১০৬৯। জলের শত্রু পান।
 গায়ের শত্রু কাণ।
 ১০৭০। জহরী না হৈলে জহর চিনেমা।
 ১০৭১। জাত ইচ্ছায় পাত।
 বীজ ইচ্ছায় ভাত।
 ১০৭২। জাত বিনতি ঝকড়া।
 ১০৭৩। জাত ভিকারীর ভেঁকে কাজ কি।
 ১০৭৪। জাত হারিয়ে কায়েত।
 ১০৭৫। জাত হারিয়ে কাত।
 ১০৭৬। জাত হারাইলে নৈফর।
 ১০৭৭। জানু, ভানু, কশানু শীতের পরিত্রাণ।
 ১০৭৮। জামাই এলো কামাই কোরে বসতে দেগে পিঁড়া
 জলপান করিতে দেও সরু ধানের চিঁড়া।
 ১০৭৯। জামাই এলো বাড়ীতে।
 ভাত নাইকো হাঁড়ীতে।
 ১০৮০। জামাইয়ের জন্য মারে হাঁস।
 ছায় গোষ্ঠী মারে মাস।
 ১০৮১। জামাই রোষে।
 আপনার মোষে। (১)
 ১০৮২। জাল ছেঁড়া পোজো ভাঙ্গা।
 ১০৮৩। জাল জাল ইন্দুর জাল।
 অথবা জল জল ইন্দুর জল।
 ১০৮৪। জাহাজের পিটে (২) জালি বোট।

(১) মোষে অর্থাৎ ক্ষতি করে।

(২) অথবা পিছেও কেহ বলে।

১০৮৫। জিতলেও ঘরের ভাত।

হারলেও ঘরের ভাত।

১০৮৬। জীয়েন্তে এঁ টু খাইব।

মারিলে কাঁধে ষাইব।

১০৮৭। জীবন জল বিহু প্রায়।

১০৮৮। জীয়েন্তে মাছে পোকা পড়ান।

১০৮৯। জীয়েন্তে মরা।

১০৯০। জুতা মেরে গরু দান।

১০৯১। জুতোর পাকানা।

১০৯২। জুতোর বাঁড়ী মেরেছে, অপমান তো
করতে পারে নাই। (১)

১০৯৩। জেলের পাছায় হাঁড়ী।

১০৯৪। জো পোষে জোজায় বুনে।

১০৯৫। জোর যার মলুক তার।

১০৯৬। জোয়ারের জল।

১০৯৭। জোলাকে নমাজ সহে না।

১০৯৮। জোলায় কুকুর মাড়ে তুট।

১০৯৯। জোলাব লইল রাম সুন্দর। হেগে মৌল পেঁচো।

১১০০। জ্যাংসায় ফিন ফোটে। (২)

চোরের মার বুক ফাটে।

১১০১। জ্যাংসায় যার, অন্ধকারে আসে।

১১০২। জুকায় দেখ জামিরের ভড়া। (৩)

(১) মেদিনীপুরের প্রজারা সহজে ঝাঞ্জন দিতে ইচ্ছা করে না। এজন্য ভাতা প্রহার দিকেও অপমান জ্ঞান করে না কিন্তু গলহস্তকে অভিশপ্ত অগমান বোধ করে গোসস্তারা তাহাদের নিকট হইতে অতি কম টাকা আদায় করিয়া থাকে।

(২) ফটিক ফোটে ইতি বিপাঠঃ।

(৩) জুকায় অর্থাৎ জুর রোগী। জামিরের ভড়া অর্থাৎ রাশীকৃত মেব বাতালের ভরা পালের অপভ্রংশে “ভড়া”, প্রয়োগ করে

১১০৩। জ্বরে আর পরে খেতে না পেলেই ধার রড়ে।

১১০৪। জ্বরে ধরেছে না পরে ধরেছে।

১১০৫। জ্বরে পায় না পরে পায়।

১১০৬। জ্বরের মাথাব্যথা।

বিবাদের টেড়া কথা।

বা

১১০৭। বাঁকে বাঁকে টিয়া পড়ে।

যার যার আধার সে সে করে।

১১০৮। বাঁকের কৈ বাঁকেই যায়।

১১০৯। অকমারী গোমস্তা গিরি।

১১১০। অড় অটকী সকল গায়ের উপর দিয়ে যায়।

১১১১। অড়ে পোলা কলা।

বৌবলে আমার এই বেলা।

১১১২। অড়ে বাণে কাউয়া মরে।

ফকির বলে আমার কেরামত বাড়ে।

১১১৩। অড়ের আগে অকড়া করে।

১১১৪। ঝাল বাড়।

১১১৫। ঝুঁক মাত্রেরেই মুক্তা থাকে না।

১১১৬। ঝোড়ে ২ মাথা গোঁজা।

ট

১১১৭। টক, টেমো, আঁটি মারা।

শষা শষ্য আসি জরা, এই আম বিলবার হারা

১১১৮। টাকায় পীরিত থাকে টাকায় পীরিত যায়।

১১১৯। টাকার যার। মোকদ্দম তার।

১১২০। টাঙ্গন ঘোড়া।

১১২১। টানলেই পাই আর না টানলেই ছাট।

বা টাললেই ছাই।

- ১১২২। টায় টায় মিনে খেল।
 ১১২৩। টিপে মারে বসে খায়।
 বড় গলা দরবারে যায়।
 ১১২৪। টুন টুনতে কি গরুড়ের পাখা খুলতে পারে ?
 ১১২৫। টেনে বানতে কুলায় না ! (১)
 ১১২৬। টেনে বোনা।
 ১১২৭। টেপা (২) মোড়ল।
 ১১২৮। টোকা পানা মাথাটি। আর
 থালুই পানা পেটটি।
 ১১২৯। টোপ ফেললে মাছ খায়না সেই বা কেমন
 বড়সী।
 ইসারাতে বোঝেনাকো সেই বা কেমন পড়সী
 ১১৩০। টোল ফেলা জাত।

ঠ

- ১১৩১। ঠকের মুখে বগের গু।
 ১১৩২। ঠাকুর ছোট নৈবেদ্য বড়।
 ১১৩৩। ঠাকুর হৈয়ে পায়না ঘোলের পানী।
 বাসয়া বলে দৈ দেও থানি।
 ১১৩৪। ঠাটর বাজী।
 ১১৩৫। ঠিক দুপর বেলা ভূতে মারে ঢেলা, বলা কতই
 জানে খেলা ॥
 ১১৩৬। ঠিকের জমী। নিকের মাগ।
 ১১৩৭। ঠুক্রে ঠাক্রে আনবে।
 ত্রিমাত্র। পথে হাঁড়ী জালাবে।

(১) টেনে বুনতে কুলায় না ইতি বিপাঠঃ।

(২) ভল মদ কর্মে গোপনে গা টিপিয়া ঈঙ্গিত করা

১১৩৮। ঠেকে শেথে আর দেখে শেথে।

১১৩৯। ঠেঁকাড়ের গদ্বি খোজে কোপ।

ড

১১৪০। ডাংপিটের মরণ গাছের আগার।

বা তেপান্তর নাঠে।

১১৪১। ডটয়া ডেঁক ফন, চুকা লাগে নারিকেল।

১১৪২। ডবল পয়সা দমে ভারি। বা এজনে ভারি।

কড়ি নাই মানে কড়ি।

১১৪৩। ডরিও ডরিও হারামজাদকে ডরিও।

১১৪৪। ডাইন হাতে করো গু থাওয়া।

১১৪৫। ডাইনী, কোলের ছেলে খার।

১১৪৬। ডাকদিয় বলে রাবণ।

কলা পুত্বে আষাঢ় শ্রাবণ।

১১৪৭। ডাকে পক্ষীনা ছাড়ে বাসা।

সেই জানিবে অমল উষা।

১১৪৮। ডাক, ডুব, মুটো। আর সকলি ঝটো [১)

১১৪৯। ডাল ছাড়া বানর।

১১৫০। ডুবদিয়ে খায় পানী।

আজ্ঞা জানে আর আমি জানি।

১১৫১। ডুবদিয়ে জল খেলে একাদশীর বা শিবের

বাপেও টের পায় না।

১১৫২। ডুবলে চাঁপই ফুটলো ফল।

চাসা কি জানে রত্নের মূল। বা ধর্মের মূল।

১১৫৩। ডুবেছে না ডুবেই বা।

(১) ডাক অর্থাৎ ঈশ্বরের নাম করা। ডুব অর্থাৎ গলাস্থানাদি
মুটো ভিক্ষা দেওয়া অর্থাৎ মুক্তিভিক্ষা।

১১৫৫। ডবেছি কি ডবতে আছি।

পাতাল কত দূরে দেখি।

১১৫৬। ডেকে বলে ভাড়াণী ॥

ছেলের বে তে চাই আড়াণী।

১১৫৭। ডোম বাগদি হোড়েল জাত।

পোষ না মানে আধেক রাত।

ঢ

১১৫৮। ঢগ দেখে কফ করে।

১১৫৯। ঢাল নেই খাঁড়া নেই আন্দিরাম সরদার।

ধন নেই কড়ি নেই ধনকৃষ্ণ পোতদার।

১১৬০। ঢাকে ঢোলে বিয়ে কাশ তে মান।

বা উলু দিতে মান।

১১৬১। ঢাকের বামা ॥

১১৬২। ঢিল খানি পালেই পাটকেল খানি পড়ে। (১)

১১৬৩। ঢিল তহশীলে গাঁ মষ্ট।

১১৬৪। ঢেঁকি অবতার ॥

১১৬৫। ঢেঁকশেল দিয়ে কটক ষায়।

১১৬৬। ঢেঁকী গড়া ছুতার। তার আবার

হাতে গ্রিসকাফ। (২)

১১৬৭। ঢেঁকী ঘরের আবার পাছ ছুয়ার।

১১৬৮। ঢেঁকীর আঁকশলি। [৩]

১১৬৯। ঢেঁকীর কাছে মরাই।

(১) ঢেলা খানি পালেই ইটখানি বা পাটকেল খানি পড়ে। ইতি দ্বিপাঠঃ।

(২) গ্রিসকাফ অর্থাৎ কাঁচ পাতিস করিবার অস্ত্র বিশেষঃ।

[৩] আঁকশলি অর্থাৎ দুই দিকে চলে। তাবার্থ এই, যে ব্যক্তি দুই পক্ষে কথা কয়।

১১৭০ ॥ ঢেঁকীর ভাগে কোথাও সুখ নাই।

১১৭১ ॥ ঢেঁকীর তহশীল।

১১৭২ ॥ ঢেঁকীর সঙ্গে তুলের জেঁকা।

১১৭৩ ॥ ঢেঁকীর স্বর্গেও সুখ নাই।

১১৭৪ ॥ ঢেঁড়ো শাক সিজাব কত। হাবা ভাতারকে
বঝাব কত।

১১৭৫ ॥ ঢেলায় ঢেলা ভাজে।

১১৭৬ ॥ ঢেলা শিওরে দিয়ে নিদ্রা যাওয়া।

১১৭৭ ॥ ঢেল রবে কাঁশী বাজাবে রুগড়ের কে।

ত

১১৭৮ ॥ তপ্তজলে কি ঘর পোড়ে।

১১৭৯ ॥ তপ্তজলে ঘর মজান। [১]

১১৮০ ॥ তক্তান গজ্জন সার।

১১৮১ ॥ তাঁত আগুন তে বটেনী কামাই।

১১৮২ ॥ তাঁতি তাঁত গড়াতে খাবি খায়।

১১৮৩ ॥ তাঁতি তাঁত বুনেতেই মন।

তাঁতি কৃষ্ণ কথা শোন ॥

১১৮৪ ॥ তাঁতি, গোঁসাই, পচাভূর।

তিম নিয়ে শান্তিপুর।

১১৮৫ ॥ তাঁতির চাড় না বটেনীর চাড়।

১১৮৬ ॥ তাড়া তাড়ির সময়, বাড়াবাড়ী ॥

১১৮৭ ॥ তাঁতির চুরী নলি নলি। খোদার চুরী থান।

১১৮৮ ॥ তার নামে এক খায়াও নয়।

১১৮৯ ॥ তাল তলা দিয়েও কি পথ চলনি। (২)

(১) অর্থাৎ শত্রু ভা প্রমত্ত অন্যের দ্বারা হানিকরা ॥ মজান অর্থাৎ পোড়ান ॥ বপক ধীর শত্রু দমন করা।

(২) অর্থাৎ সন্নিভ বিষয়ে বেতালী।

১১৯০। তাল, তেতল, কুল, ১ এই তিনে করে বাস্তব নির্মল

১১৯১। তাল পাকিলেই শাল।

১১৯২। তাল পুকুরের তাল।

১১৯৩। তাল পাতার কুঁড়ো।

ঝড়ে যাবে উড়ে।

১১৯৪। তাল প্রমাণ বাড়ে। তিল প্রমাণ কমে।

১১৯৫। তাল, বাবল, ছুচ বোচা।

এই চারি নিয়ে নুড়ো গাছ।

১১৯৬॥ তালের ঘা যেন শালের ঘা।

১১৯৭। তাল যদি হৈল কাত।

বার বৎসর দেখে এক রাত।

১১৯৮। তাস, গল্প, পাশ।

তিন কর্ম্ম নাশ। (১)

১১৯৯। তিন টাকায় পোদ চৌদুরী।

হাজার টাকায় বাঁশগ ভিখারী।

১২০০। তিন নকলে আসল খাস্ত।

১২০১। তিনবার খেয়ে রয়েছে শুয়ে।

তার চাউল দেও আগে ধুয়ে।

১২০২। তিনে নেই তেরতে নেই একসের বেটের

দড়িতে নেই। (২)

১২০৩। তিনের হাতে মাথা মুড়ান।

১২০৪॥ তিলটা পড়লে তালটা পড়ে।

১২০৫। তিল মাড়া এঁড়ে। (৩)

(১) অথবা তাস নতরঙ্গ পাশ।

তিন কর্ম্ম নাশ। ইতি দ্বিপাঠঃ।

২ অথবা বেটের গ্রাস্ত গণন।

(৩) অর্থাৎ তিল নীচে পড়ে।

- ১২০৬। তিনি কৃষ্ণ পেয়েছেন। সংকেত প্রবাদ। (১)
- ১২০৭। তুণু দোষে মুণ্ড শাস্তি।
- ১২০৮। তুমি যেমন রসিক নাগর। আমি তেমনি মেয়ে।
- ১২০৯। তুমি কি পরের চোখে পথ চল।
- ১২১০। তুমি খাও ভাঁড়ে জল, আমি খাই ঘাটে ॥
তোমার দুঃখ দেখে আমার বুক ফাটে।
- ১২১১। তুমি রৈলো ডালে, আমি রৈলাম খালে। দুই জনে
দেখা হবে মরণের কালে ॥ (২)
- ১২১২। তলসী বনের বাঘ। সংকেত প্রবাদ। (৩)
- ১২১৩। তুলা ধনা করিব। সংকেত প্রবাদ। (৪)
- ১২১৪। তুলো দে মইয়ে, লোহা দে বায়।
- ১২১৫। তুলাসী পূজলে হরি মিলেতো বান্দ। বাক্যে কুন্দ।
- ১২১৬। তুলা করতে মূলা হৈল শেষ হৈল
কাপাস কাপাস। (৫)
- ১২১৭। তুই উগড় খলে, মুই উগড় খলে।
- ১২১৮। তুই বলতেও ততক্ষণ।
তুমি বলতেও ততক্ষণ।
- ১২১৯। তুই বড় মানুষ মান। তোর দ্বারে আছে কমন ধান
(বা) তোর দ্বারে আছে সেজন ধান।
- ১২২০। তুই বড় ভাতারের বেটা ভাতার।
না জানিস ঘর গের না জানিস সাতার।

(১) অর্থাৎ মারিয়াছেন ॥

(২) অথবা দেখা হবে সেই মরণের কালে। ইতি দ্বিপাঠঃ।

(৩) অর্থাৎ দেশিতে দাম্বিক, কিন্তু অতি হিংসক।

(৪) অর্থাৎ তুলার ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন করিব। তুলা ধুনে দেওয়া
ইতি দ্বিপাঠঃ।

(৫) অর্থাৎ তুলায় বজ্র হইল।

১২২১ ॥ তৃণ মা হরেন ব্রহ্মচারী ।

অনায়াসে মারেন টাকা শচারি ।

১২২২ । তৃণ বন্যন্যতে জগৎ ।

১২২৩ । তৃণদপি লঘু স্তূলঃ ।

১২২৪ । তৃণৈশ্চ গন্ধ মাপন্নৈর্ক ধ্যাস্তে নতদন্তিনঃ ।

১২২৫ । তৃণা এগে য় কি জল এগোর ॥

১২২৬ । তেত বাড়ী থেকে মেটো বাড়ী বা ।

১২২৭ । তেরু দোষ পেয়েছে ।

১২২৮ । তেরি মেরি বাঙ্গালী । কছু শাকের কঙ্গালী ।

১২২৯ । তেল, গুগুল, ভেল ।

তিন বৈদ্যের জ্বালা । [১]

১২৩০ । তেল তামাক বার মাস ॥

ওবে করে পিত্ত নাশ ॥২

১২৩১ । তেল মাথবে খাবা খাবা চিত ঠৈয়ে শোবা বাবা ।

গন্ধ দেখে পাতবে পাত । তবে খাবে প্রবাসের ভাত ।

১২৩২ । তেল বিনা গায়ে খড়ি উড়ে ।

১২৩৩ । তেলের ভাঁড়ে তেল নাইকো পলায় মারে ঘা ।

এতদেশের বৌ কাঁটকী ছিদমে তেলির মা ।

১২৩৪ । তো অন্ধম মো অন্ধম । (৩)

১২৩৫ । তোদের দেশে (বা রাজ্যে) করি ঘর ।

যেমনি ইচ্ছা তেমনি কর ।

১২৩৬ । তোমার নাম কবে লুকাবে ।

(১) অর্থাৎ এত তিন প্রকাণ্ড কণা বড় কষ্টিন ।

(২) তেল তামাক পিত্তনাশ । যদি করে বারমাস । ইতি দ্বিপাঠঃ

(৩) কোন ঠেকবর্ত্তের গিত শ্রীক্ষে কাপাস ক্ষেত্রের অর্থাৎ চব্বের

ভুগার ভুজি দেওয়াতে অন্য ঠেকবর্ত্তের পুরোহিত কহিল যে আমাকে
কি দিবে, তাহাতে ঐ ঠেকবর্ত্তের পূর্ব পুরোহিত উত্তর কহিল যে: ছে
মার অর্ধেক আমার অর্ধেক ভাগ হইবেক ॥

১২৩৭। তোমার বড় ভাল বাসী।

তাই সব থাকিতে আঞ্জিনে চষি ॥

১২৩৮। তোমারও পায়ে গোদ। আমারও জন্ম শোধ।

১২৩৯। তোমায় বড় ভাল বাসী।

তোমার পোঁদে কয়লা ঘসি।

১২৪০। তোর জন্যে কি কাঁদি। তোর নামের গুণে মরি

১২৪১। তোর ঘাড় কেন কাঁট।

না, আমিও এক জাত।

১২৪২। তোর ধন তোকে দিয়ে। আমি যাই

হাত নাড়া দিয়ে।

১২৪৩। তোর দোষ না তোর জেতের দোষ।

১২৪৪। তোর নেই হাল গরু, মোর নেই বীজ ধান।

১২৪৫। তোর হাজুক আর পুডুক, আমার

পিটের গুড় টেলে হয়।

১২৪৬। তোমার আগড় আমাকে দেও। তুমি জায়েত

হইয়া শয়ন কর।

১২৪৭। তোমার মুখে ফুল চন্দন পডুক।

১২৪৮। তোমাদের বাড়ীয়ে কিসের খসখসী।

এক পলা টেল টেলয়ে আশি জনে ঘষী।

১২৪৯। তোর চাঁষার বাপ নির্দংশ হউক।

১২৫০। তোর নাড়ী নক্স জানি। বা নাড়ী নক্স

বাহির করিব।

১২৫১। তোর হাড়ে জন্মী নাই।

১২৫২। তোর লেগে মরি, না তোর গুণের লেগে মরি।

১২৫৩। তোর হাড়ে দূরী গজিয়েছে। (বা গজাবে)

১২৫৪। তোর হাড়ে ভেলকী হয়।

১২৫৫। তোর চুল নিয়ে কি পেড়ে শোব । কপ নিয়ে কি
ধয়ে খাব, গুণ থাকে তো তরে যাব ।

থ

১২৫৬। থাক কুকুর তুই মাড়ের আশে ।
মাড় দিব তোর পৌষ মাসে ।

১২৫৭। থাকতে গৃহ সন্ন্যাস ।
তার উপরে উপবাস ।

১২৫৮। থাক চোরের পার্শ্ব, তুই কাণ লৈয়ে সার ।

১২৫৯। থাকরে বিড়াল আমার আসে ।
ভাত দিব তোর পৌষ মাসে ।

১২৬০। থাকে থাকে ঘন উবে যায় ।

১২৬১। থাকে যদি ধন ।

বসে পাই কত জন ।

১২৬২। থাকে শত্রু যায় বালাই ।

১২৬৩। থান ছ ডা মানছাড়া করেছে ।

১২৬৪। থাবার উপর থাবা ।

কি করে রে বাবা । (১)

১২৬৫। থালায় জল রেখে ডুবে মরা ।

১২৬৬। থানা রেখে মানকাতে থাওয়া ।

১২৬৭। থুক, ভুলুক, মরুক । (২)

দ

১২৬৮। দস্ত ক্ষুট হয় না ॥

১২৬৯। দম থানিতে কম করে না ।

(১) অথবা উসেস নাহির বাবা । ইতি দ্বিগাথা ।

উসেস অর্থাৎ দামকাশ ।

(২) সোণার বোদ্যারি বলে ।

১২৭০। দরবারে না মুখ পায়। ঘরে এসে মাগঠে যায়।

১২৭১। দরিদ্র ঘায় লক্ষ্য পায়।

তবু না ঘুচে কান্দের ভার।

১২৭২। দরবারে হারিয়া জামাই মাগকে ধরে মাঝে।

১২৭৩। দরজির কাপড় ছেঁড়।

১২৭৪। দরদিনা হৈলে দরদ জানে না।

১২৭৫। দয়া নাহি আছে যার।

অঙ্কায় কি করে তার।

১২৭৬। দয়্য করে দেয় ভাত।

শানকী নিয়ে মাঝে রড়।

১২৭৭। দপণে মুখ দেখ। [১]

১২৭৮। দপহারী ভগবান।

১২৭৯। দপহারী মধুসূদন।

১২৮০। দশজন যেখানে। নারায়ণ সেখানে।

১২৮১। দশ টাকার ঋণ।

এক টাকার যুত কিন ॥

১২৮২। দশ পুত্র সমা কন্যা।

১২৮৩। দশ বলে সিংহ।

১২৮৪। দশ বৈদ্য সমা বহিঃ।

১২৮৫। দশ মাসের গর্ভ এক হাওয়াতেই যায়।

১২৮৬। দশবার চোরের একবার সাধুর।

১২৮৭। দশের যে গতি আমারও সেই গতি। (২)

১২৮৮। দক্ষিণ দ্বারী ঘর রাজার ঘর। পূর্ব দ্বারী ঘর

মন্ত্রীর ঘর। উত্তর দ্বারী ঘরের মুখে ছাই।

পশ্চিম দ্বারী ঘরে আগুন দে পলাই।

[১) যেমন ভঙ্গিতে মুখ দেখ। তেমনি দেখ যায়।

(২) দশ গতিঃ ইতি রঙ্গপুর।

- ১২৮৯। দক্ষ যজ্ঞ কাণ্ড করা।
 ১২৯০। দাঁড়ালে ছেলে লও, বসিলে পাট কাট।
 ১২৯১। দাঁত আর ভাঁট বিকল হইলেই মন্দ।
 ১২৯২। দাঁত গেলে তো আঁত গেলে।
 ১২৯৩। দাঁত ছেড়ে দে কেঁদে বাঁচি।
 ১২৯৪। দাঁত দেখালে যে, আঁত দেখালে সে।
 ১২৯৫। দাঁত না উঠতেই ফলই চাবায়।
 ১২৯৬। দাঁত মেলা বাজারাম।
 ১২৯৭। দাঁতাল, মাতাল, শিঞ্জেল, আর অস্ত্রধারী।
 কখন বিশ্বাস না করিও এই চারি।
 ১২৯৮। দাঁতের জল দাঁতে মারা।
 ১২৯৯॥ দাইয়ের কাছে কোঁক ছাপানি।
 ১৩০০। দ উদ সুচাইতে মহাবোধি।
 ১৩০১। দাদর মতন ভাতারটি।
 আর বাবার মতন শ্বশুরটি।
 ১৩০২। দানে (১) কি পুঁটলি বিকায়।
 ১৩০৩। দাতাই দান করে। ভাগুরীর পেট ফুলে।
 ১৩০৪। দাড়ী আর ভাঁড়িতে মান্য হয়।
 ১৩০৫। দানা দেখলে ঘোড়ার মুখ মুড় মুড় করে।
 ১৩০৬। দাদা যত লিখবে তা এক আঁচড়েই জানা গেল।
 ১৩০৭। দাম টানলেই টেক খায়।
 ১৩০৮। দার পড়লে রায় মহাশয়।

(১) দান অর্থাৎ হাটের দান। হাটে গিয়া যাহারা ভ ডারঘবে না।
 বসিয়া দ্রব্যাদি বিক্রয়ের অন্তঃস্থানে বসিয়া বেচে অথচ আপন-
 ত্রব্যাদি লইয়া প্রত্যহ বাজারে আগত হয় তাহারাই কেহ বা পয়সা
 দান দেয় তাহাকে ভোয়াবাঁজার বলে সেই ভোয়া বাজারের দানকে
 দানোতল বলে।

- ১৩০৯। দায় মুদর রাজী।
কি করিবে কাজী।
- ১৩১০। দাদায় কৈছে বারান (১)।
বান্তে আছে ওদাধান।
- ১৩১১। দায়ের পড়ো দাইকে ডাকা।
- ১৩১২। দায়ের উপর দায়।
- ১৩১৩। দাস খত লিখে দেওয়া।
- ১৩১৪। দাসী আসে তুলবে পা। দাসী না আসে
পড়বে পা।
- ১৩১৫। দিগ বিজয়ী।
- ১৩১৬। দিন গেল হেলায় ফেলায়।
রাত হৈলে সতীনে জ্বালায়।
- ১৩১৭। দিন থাকিতে বাঁধে আলি। তবে খায় নানা শালী
- ১৩১৮। দিন যায় তো ফল যায় না।
- ১৩১৯। দিন যায় আলি ফালে।
রাত হৈলে জোনাকীর পোঁদে বাতিজ্বলে।
- ১৩২০। দিন গুরুজন করি আমি হাট কাটনা কেটে।
যেখানেতে সূঁচ না চলে সেখানে চালাই বেটে।
- ১৩২১। দিবার বেলায় তিন কড়ায় গণ্ডা।
- ১৩২২। দিল্লীর আগে বেগার নাই।
- ১৩২৩। দিল্লীকা লাডু, যো খায়া সোবি পস্তায়া।
যো না খায়া সোবি পস্তায়া।
- ১৩২৪। দীক্ষাগুরু শিক্ষাগুরু আর গুরু হয়। উপাসনা
না করিলে গুরু কর্তে হয়।
- ১৩২৫। দুই চক্ষু থাকিতে অন্ধ।
- ১৩২৬। দুই দিনকার বৈরাগী।
ভাতকে বলে অন্ন।

১০২৭। দঃখের ভাত সুখ করে খাব।

১০২৮। দঃখীর সুখ বৈকণ্ঠেও নাই।

১০২৯। দঃখের উপর টনকের ঘা।

১০৩০। দঃখ সময়ে মিত্র চিনা যায়।

১০৩১। দুঃখদের গাই, নামটাও ভাল।

১০৩২। দুঃখ কলা দিয়ে সাপ গোষা।

১০৩৩। দুঃখের গোপাল।

১০৩৪। দুঃখের সঙ্গে খোজ নাই, কোল ভাঙাইট।

১০৩৫। দুঃখীকায় পা দেওয়া।

১০৩৬। দুঃখে গোরচোনা।

১০৩৭। দুঃখেরে বসে পালক গুণি উড়ে যায় যে পার্থ।

সাত কায়েতের কাণ কেটে দিই এমন

অকুব রাখি ॥

১০৩৮। দুঃপরে শূণ্ডর।

১০৩৯। দুঃখের শত্রু মরণ টাঁকে।

১০৪০। দুঃখি ঘটায় পাছে হিতে বিপরীত।

১০৪১। দুঃখের ত্রৈলোক্য স্বামিনঃ সুতবৎসলঃ।

১০৪২। দুঃখের বলা রাজা।

১০৪৩। দুঃখের শিরোমণি।

১০৪৪। দুঃখ জামাইয়ের কান্দে ছাতি।

যর জামাইয়ের মুখে নাতি।

১০৪৫। দেতোর হাসি।

১০৪৬। দেতোর হাসি কান্না সমান।

১০৪৭। দেইজের উঠান কেটনাও ভাল ॥ বাপের বাড়ীর

অট্টালিকাও কিছু নয়।

১০৪৮। দেখতে পেলে শুনতে চায় না।

১০৪৯। দেখ তোর না দেখ মোর।

১৩৫০। দেখলাম কত কলিকালে। গোঁফ রেখেছেন
তোবড়া গালে ॥

১৩৫১। দেখে শুনে হরিভক্তি উড়ে গেল।

১৩৫২। দেখে শুনে পেটের ভাত চাউল হৈল।
বা পেটের পিলে চমকে।

১৩৫৩। দেখবে তো বলিবে না।

১৩৫৪। দেদার মর্শ দেদায় জানে।

১৩৫৫। দেবতা বাদী, উত্তর না দিই।

১৩৫৬। দেবতার দেব চরিত্র। কোন খানে ছায়া কোন
খানে হোয় ॥

১৩৫৭। দেবীর করতে পাঁটা বড়।

১৩৫৮। দেম কে মাটি খাড়ায় না।

১৩৫৯। দেয় থোয় করে মান
তার নাম যজনান ॥

১৩৬০। দেশে দেশে বেড়ানাম সকল বেটাই গুরু।

যে যুরে ভুলিতে পারে সেই তার গুরু।

১৩৬১। দৈত্য কুলের প্রহ্লাদ।

১৩৬২। দৈবী বিচিত্রা গতি।

১৩৬৩। দৈয়ের আগ, ঘোজের শেষ। নাহের মা
শাকের ছাঁই ॥

১৩৬৪। দো চেখো ব্রত। -

১৩৬৫। দোগুখো মাকালি ছালায় প্রাণ বাঁচে না।

১৩৬৬। দোল দেখতে ভাতার মৌল রথ দেখতে বাই ॥

১৩৬৭। দোলায় বিবি সেলা পায়।

উঠে বিবি স্বর্গে যায়।

১৩৬৮। দোষ বাঁচা গুরোরশি।

১৩৬৯। দৌড়ারে মেলো হারে।

বোঁচা কাণকে ছুরি হারে। (১)

১৩৭০। দার েই ফুটা ভাঁড়। ছেলের নাম দুর্গারাম

১৩৭১। দ্বিতীয়ার চন্দ্র দেখে।

তেওল রৈল গাছে বেঁকে।

১৩৭২। দ্রব্যং মূল্যেন শুধ্যতি।

ধ

১৩৭৩। ধন জন পরিবার।

মস্বদ্ধ কেবা কার।

১৩৭৪। ধন নাই কৌড়ী নাই কোঁচা লম্বা।

১৩৭৫। ধন বেচে ধর্ম্য করা।

১৩৭৬। ধন ঘোঁষা নিশির অপন।

১৩৭৭। ধন সখা মরেন কুঁড়োর জাউ খেয়ে। (২)

১৩৭৮। ধন স্থানে শনিঃ।

১৩৭৯। ধর্মীর কথা সকলে শুনে।

১৩৮০। ধর্মীর মধ্যে অগ্রগণ্য রামদুলাল সরকার।

বাবুর মধ্যে অগ্রগণ্য প্রাণকৃষ্ণ হালদার।

১৩৮১। ধর্মীর মাথায় পর ছাতি।

নির্মলীর মাথায় দার নাথী।

১৩৮২। ধর্মক ভাসা পণ।

১৩৮৩। ধর্মেন কুং অরেন বসতি।

১৩৮৪। ধনে প্রাণে সারা টৈল।

১৩৮৫। ধনে মত্ত অহঙ্কার।

অর না য ই তার দার॥

১৩৮৬। ধনের চাবি সেব' ভক্তি।

(১) দৌড়াবে অর্থাৎ দুই জনকে (মেলো) মল্ল হারে।

(২) ধন নোকা মরেন কুঁড়োর জাউ খেয়ে। ইতি দ্বি. প. ২ঃ

- ১৩৮৭। ধনের চেয়ে ধর্ম বড়। বা ভাল ॥
 ১৩৮৮। ধনের ব্যাপারী এমনো কি আফিজের ভাউজানতে
 ঘুটে কুড়ানীর বেটা এলো ধুতি উড়ানি কিনতে
 ১৩৮৯। ধমক পাড়িলে বাপ বলে।
 ১৩৯০। ধরা দেখে শরীর ন্যায়।
 ১৩৯১। ধরো বেঁধে ঘোল বলান।
 ১৩৯২। ধরো বেঁধে পীরিত্। মেজে ঘনো কপ ॥
 ১৩৯৩। ধরণ, মরণ, পানি। তিন নাহিক জানি
 ১৩৯৪। ধরতে বললে বেঁধে আনে।
 ১৩৯৫। ধরতে ছুতে নেই।
 ১৩৯৬। ধর্ম জানে কর্মের কথা।
 ১৩৯৭। ধর্ম করি পরিণামে পাবে নারায়ণ।
 নিরয়ে বসতি হবে পাপে দিলে মন।
 ১৩৯৮। ধর্ম পুত্র যুধিষ্ঠির।
 ১৩৯৯। ধর্মস্য সন্মতা গতি।
 ১৪০০। ধর্মেতেই ধর্ম বৃদ্ধি।
 ১৪০১। ধর্মের কল বাতালে নড়ে।
 ১৪০২। ধরলে জটে, ঐ কথাটা বটে।
 ১৪০৩। ধাড়ী কখন পোষ মানেনা।
 ১৪০৪। ধান খায় কাকে, বেড়ের পায়ে দড়ি।
 ১৪০৫। ধান খাও ইতুঁর, মৌরগা চিনমা।
 ১৪০৬। ধান চাইল নাই আডেড (বা আড়িটে) ডাগর
 অথবা বড়।
 ১৪০৭। ধানটীর ভিতর চানচী। ফাঁসটি আর ফঁসটি। (১)

(১) অর্থাৎ এক ব্যক্তি কাহাকে বলিয়াছিল তোমার সঙ্গে কথা
 আছে, তাহাকে সেই ব্যক্তির কাণে পরিহাস ছলে এইরূপ বলিল।
 অথবা ধানটীর ভিতর তুণ্ডী। অনর্থক বাক্য মাত্র।

১৪৮। ধান দিয়ে লেখা পড়া শিখা।

১৪৯। ধান, দে মুড়ী খাওয়া নয়।

১৪১০। ধান পোড়ে আখায়।

জল ঢালে মাথায়॥

১৪১১। ধান ভানিতে শিবের গীত।

১৪১২। ধান মাউক ধোকড়া থাকুক।

১৪১৩। ধান সিদ্ধ বড় কাম।

মাথা বেয়ে পড়ে ঘাম॥

১৪১৪। ধান্যস্য কুশলং বদ।

১৪১৫। ধান হেন ধন নাই যদি নাই ভূষা।

ভারের সমান বন্ধু নাই যদি নাকরে হিংসা॥

১৪১৬। ধানের মধ্য আঠালি।

এত রক্তও দেখালি।

১৪১৭। ধাপ ধাড়ি, আর মেদ মল্ল।

১৪১৮। ধার চাইতে উধার মাদ্দে।

১৪১৯। ধারে কাটে স্বাদে থায়।

১৪২০। ধারে না কাটিলে ভারেও কাটে।

১৪২১। ধিক তার জীবনে। যারে কেহ নাহি মানে।

১৪২২। ধিক জীবনে কাল মুখা।

১৪২৩। ধিক তার জীবনে। যে ধর্ম কর্ম নাহি মানে

১৪২৪। ধিকি ধিকি জাল সেই সন্ধা কাল।

মেয়ের এমনি রান্না দিনে কেউ পান্না।

১৪২৫। ধিকি জাল ঘন কাটা।

তবে দুধের পরিপাটি॥

১৪২৬। ধুলা নেই তার বাঁইট।

১৪২৭। ধুলা পায়ে গঙ্গা লাভ।

১৪২৮। ধোবার গাধান

১৪২৯। ধোবা, পরের কাপড়ে শোভা।

১৪৩০। ধোবার পাটার আছড়ান।

১৪৩১। ধোবার বিশ করয়।

১৪৩২। ধোয়া বাণে ধুয়ে নিলে। বা ধোয় ভাঙ্গে ধুয়ে
নিলে।

ন

১৪৩৩। নথ ছেদে কুড়ান বাজে।

১৪৩৪। নখে গেলে দুই খান করে।

১৪৩৫। নগণ্যাত্রে গচ্ছেৎ।

১৪৩৬। নচ দৈন্যং পরং বলং।

১৪৩৭। নচ পুত্র সমঃ স্নেহঃ।

১৪৩৮। নট্যে ঘটে আড়িয়ে, সজনা বারশাস।

১৪৩৯। নগৈকে বল্য না নটী।

উলটে ধরবে চুলের মুটি ॥

১৪৪০। নঠা (১) কাঁটালের আটা বেশী।

১৪৪১। নড়লে ডোঙ্গা, তো ডুবলো পোঙা।

১৪৪২। নড়তে পারেনা বন্দুক ঘাড়ে।

এঁড়ে গোকু নিয়ে ভাল গাছে চড়ে।

১৪৪৩। নড়্যে চড়্যে বৈশের (২) মরণ।

১৪৪৪। নগে কিকরে নলকে মনিয়েছে।

১৪৪৫। নদীর এক কূল বৈ স্নানেন।

১৪৪৬। নদীর কূলে চাষ, একপুত্রে আশ।

১৪৪৭। নদীর কূলে চাষ হয়তো ভাল নয়তো মন্দ,

নয়তো সর্দনাশ ॥

১৪৪৮। নদীর কূলে বাস ॥ দুঃখ বার মাস।

১৪৪৯। নদের ফটিক চাঁদ।

(১) নঠা অর্থাৎ ভুল কাঠাল অথবা বীজশূন্য কাঠাল।

(২) এককালে যে বংশীদরে তাহাকে বেগে বলে।

- ১৫৫০। নদেয়ঃ সৃষ্টি নাশকঃ।
 ১৫৫১। ননদেরও ননদ আছে।
 ১৫৫২। ননীচো যবনাং পঃ॥
 ১৫৫৩। ননিজ্ঞান্তো হুতাশনাং।
 ১৫৫৪। নবাবের আলস্যে॥
 ১৫৫৫। নন্দঘোষ, তোর জেতের দোষ।
 ১৫৫৬। নবাবের বেটা খানে জাদ হ'।। কিয় নবাব
 খানজা খা।
 ১৫৫৭। নবাব জাদা।
 ১৫৫৮। ন বন্ধু মধ্যে ধনহীন জীবনং।
 ১৫৫৯। নবমীর পাঁট।
 ১৫৬০। নবাবী চাল।
 ১৫৬১। ন বযো ন তন্তো।
 ১৫৬২। নরম কাটে ছুতারের বল।
 ১৫৬৩। নরমের ঘাড় পরমে ভাজে।
 ১৫৬৪। নরা গজা বিশেষয়।
 তার অর্দ্ধেক ঘোড়া বয়।
 বাইশ বজদা তের ছাগলা,।
 গুণে গেঁথে বরা পাগলা॥
 ১৫৬৫। নরাণাং মাতুলঃ ক্রমঃ॥
 ১৫৬৬। নলের উপর নুগুর।
 ১৫৬৭। ন স্থানঃ তিল ধারণং।
 ১৫৬৮। নষ্টস্য কান্যা গতি।
 ১৫৬৯। নহি বজ্রা বিজানীয়াং গুরুর্দীঃ প্রসব বেদন।।
 ১৫৭০। নাই নাই চাউল পাত। চড়িয়ে দেও সুখা ভাত।
 ১৫৭১। নাই ধুতোরো কেশ ভেজেন।। জলে কাট ভাত
 হয়না॥

১৪৭২। নাটয়ের কুকুর পাতে ভোজন।

ফাল দিয়ে কুতার মাথায় উঠন।।

১৪৭৩। নাইয়ার এক নাও। নিনাইয়ার শতক নাও।।

১৪৭৪। নাই চাল নাই চুলো।

মেগে খায় সেই বেদ্যে গুলো।।

১৪৭৫। নাই নাই চাউল ফেণে ফেণে রাপ।

১৪৭৬। নাইবা দিলে তাই বাকিগুড়ে মণ্ডার অভাব কি।

১৪৭৭। নাই ভাতার নাই পুত। বেড়াই ঘো যমের দূত।

১৪৭৮। নাই দেশে এর শু বৃক্ষ।।

১৪৭৯। নাকে সম্ভার তেল দিয়ে ঘুমাও।

১৪৮০। নাক কাণ কেটে ঝামা দেওয়া।

১৪৮১। নাকে কাণে খত। আমতলা দিয়ে পথ।

১৪৮২। নাকে মুখে গোঁজা।।

১৪৮৩। ন' এদিক না ওদিক।

১৪৮৪। নাথায় ভাত নাপিয়ে পানি। যমে মানুষে করে
টানটানি।

১৪৮৫। নাচতে এসে ঘোমটা টানা।

১৪৮৬। নাচাইতে ছাতি পেলান। চাইলে বৃক্ষ হাতী পেতাম

১৪৮৭। নাচিয়ে মরে নর সিংহ, চৈতে চিড়ে খায়।

১৪৮৮। নাটানো যায় হাটে। ঝরি কড়ার সিন্ধি কিনে
পথে পথে চাটে।।

১৪৮৯। নাথির ঢেকি চড়ে কি উঠে।

১৪৯০। নাভীর নাভী স্বর্গে বাতি।

১৪৯১। না দেওয়া কাটালের শাউনে (১) নাম।

(১) নাউন অর্থাৎ সাজে করে যাহাকে চা গানযায়ন। তাহাকে নাউন ব.ল।
অথবা ষেকাটাল শাউনে অর্থাৎ সাজে করে যাহা তাৎপৰ্য বড়কাটাল ॥

১৪২২। নাড়ী ধরো পাঁক দেওয়া।

১৪২৩। না ধরায় না জিয়ার !

তার নাগাল কে পায় ॥

১৪২৪। না ডাকলে যেওনা। ঘরের ভাত
খেওনা।

১৪২৫। নাথের ধরা ॥

১৪২৬। নাথ শিখে পরের মাথায়।

১৪২৭। নাপিত পাবে যখন।

কৈরী হবে তখন ॥

১৪২৮। নাপিত হৈলেন কবিরাজ, কৈরী করে কে।

১৪২৯। নাম গাহ গাঁহ পেচা রাজা।

১৫০০। নাম নাই গেত্র নাই, টেম গোপালের নাতী।

১৫০১। নাম বেকুল যার। মুসকিল হৈল তার,
অথবা পোদ ফাটল তার।

১৫০২। নালাগে মনের দ্বার, খলিলে কপাট।

১৫০৩। নাথ পোর ছোঁয় চাম।

মুচি মাগীর কি কাম ॥

১৫০৪। নারিকেল জলের সঞ্চার।

১৫০৫। নাস্ত গ্রামঃ কুতঃ সামা।

১৫০৬। নাইকারাও পরো রিপঃ।

১৫০৭। না গোমে না যজ্ঞে।

১৫০৮। নিকড়ে নাগরের কদম তন্মায় থান।

১৫০৯। নিকোড়িয়া গেইজন হাটে।

কাঁকড়ি দেখকে জয় রা (২) ফাটে ॥

১৫১০। নিমুরদের মুরদ ভারি। লম্বা ১০০

ফোতো জারি ৫

(২) জিয়ার-অর্থাত্ প্রাণ।

- ১৫১১। নিতাই, এক খাই এক স্থিতাই ।
 ১৫১২। নিদ্রা স্বেথের সহরী দুঃথের কেউ নয় ।
 ১৫১৩। নিম তেতো নিসিন্দে তেতো, তেতো মাথালেরফল
 আর তেতো আছে যাদের দুই সতীনের ঘর ॥
 ১৫১৪। নিম নিসিন্দে যেখানে ।
 রোগ থাকে কি সেখানে ॥ (১)
 ১৫১৫। নিমকের চাকর ।
 ১৫১৬। নিমুখা কুকুর, কাঁটা খাওয়ার ঘর ॥ (২)
 ১৫১৭। নিমের বেলায় হাক্ থু থু করে ফেল ।
 গুড়ের বেলায় ঢক্ ঢক্ করে গেল ।
 ১৫১৮। নিয়মিত আগার পরিমিত ব্যয় ।
 ১৫১৯। নিয়ত গুণে বরকত । (৩)
 ১৫২০। নিয়তিঃ কেন বাসাতে ।
 ১৫২১। নিরঞ্জনই সত্য ।
 ১৫২২। নিগুণ মাতৃষের তিন গুণ জ্বালা ।
 ১৫২৩। নিগুণে পুরুষের মাগ সন্তান ।
 ১৫২৪। নিবীঃ পুরুষ ফুসী ।
 ১৫২৫। নিধনের ধন হৈলে দিনে দেখে তারা ।
 আভাতারীর ভাতার হৈলে দেখে বাবার পাঁরা ॥
 ১৫২৬। নিধনের ধন হৈলে পৃথিবীকে দেখে শরা ।
 ১৫২৭। নির্ধনের মরণই ভাল ।
 ১৫২৮। নির্ধন্যে ব্রাহ্মণের জাত নাই ।

- (১) নিম নিসিন্দে যেথা । মায়ুষ মরে কি সেথা ॥ ইতি দ্বিষাষ্টঃ ।
 (২) নিমুখা অর্থাৎ সেকুণ্ডের ডাক নাই কেবল শেষে খেয় চূপ
 কারয়া থাকে । ঐ নিমুখা কুকুরগণ মাহের কাটা ও ঘুরগী হাণ প্রভৃতির
 আস্থি খইতে ভাল বাসে ।
 (৩) বরকত অর্থাৎ বৃদ্ধি ।

- ১৫২৯। নির্দী নির্দি হউক ।
 ১৫৩০। নির্দংশের বি. নিঃসম্মানে দি ।
 তার আর গণন গাঁথা কি ॥
 ১৫৩১। নির্দংশ্যার বড় পুত্র ।
 ১৫৩২। নির্দীবকো বিধাতা ।
 ১৫৩৩। নিশি গেলে কি করিবে চাঁদে ।
 জল শুকালে কি করিবে বাঁশে ॥
 ১৫৩৪। নিষ্কটকে রাজ্য ভোগ ।
 ১৫৩৫। নিহেড়ের বল জেয়াদা । (১)
 ১৫৩৬। নিষ্কটকের বেড় ভাল ।
 ১৫৩৭। নীচ লোভের কথা ।
 আর কাছিমের মাথা ।
 ১৫৩৮। নিষ্কর্মা কীৰ্ত্তনীয়ার ধূমালী মার ।
 ১৫৩৯। নিষ্কর্মা পুরুষের তিনটি দড় ।
 আঁহার নিদ্ৰা রাগটী বড় ॥
 ১৫৪০। নূতন নূতন ছয় তোলা ।
 পুরাণ টেইলে নয় তোলা ।
 ১৫৪১। নেই কাজ তো থৈ ভাজ ।
 ১৫৪২। নেই নেই চাউল পাত ।
 চড়িয়ে দেও শুধু ভাত ॥
 ১৫৪৩। নেকা আজলি ঝলসা (২) কণা ।
 জল বলো খান চিনির পানা ॥
 ১৫৪৪। নেকড়ার আগুন যেন শোলা ।
 নেড় মাথার ঘোল ঢালা ॥
 ১৫৪৫। নেচে মরে রাম কৃষ্ণ চৈতে চিড়ে থার ।
 ১৫৪৬। নেড়ের মাথায় কাঁচের পরজার ।

(১) নিহেড়ে অর্থাৎ বায় ও জল ।

(২) ঝলসা কাণা অর্থাৎ অল্প কণা ।

১৫৪৭। নেবু কচ্লাতে কচ্লাতে তেতো বৈ
মিষ্ট হয় না ॥

১৫৪৮। নেবার সময় নিতে যাব।

১৫৪৯। নেয়ালের দড়ির অম্বস। [১]

১৫৫০। নেয়ে না ডবন নে। না, ভাল মনে করেছি।

১৫৫১। নোট রে না বল নোট্য।
উল্টে ধরবে চুমের মুট।

১৫৫২। নোকর শত্রু চেউ।
বাঘের শত্রু ফেউ ॥

প

১৫৫৩। পচা শামুকে পা কাটে।

১৫৫৪। পঞ্চাননান্নিনিক্ষু স্তোননিক্ষু স্তোহতাশনাং।

১৫৫৫। পঞ্চানামপি যো ভর্তা নাসৌ প্রাকৃত মানুষঃ।

১৫৫৬। পটকা গরুর হাপানি বড়।

১৫৫৭। পট বস্ত্রে গুঞ্জা ফল মম্য নাহি হয়।
ছিন্ন বস্ত্রে মতির মূল্য কখন না যায়।

১৫৫৮। পঠতি নাস্তি মুখং জপতি নাস্তি পাতকং।

১৫৫৯। পড় তো পড়, পড়।

না পড় তো খাচ। আজাইর কর।

১৫৬০। পড়লী, নয় বড়সী।

১৫৬১। পড়লো ফাণ্ডন তো উঠলো আণ্ডন।

১৫৬২। পড়লে কথা দুখতে নারে সেই বা কেমন
মেয়ে। আর খুজি নাই কাঁচ নাই সেই বা
কেমন নেয়ে ॥

১৫৬৩। পণ রক্ষা করতে এসো প্রাণ হারান।

১৫৬৪। পড়ুক বা না পড়ুক পো।

সংসর্গে ফেলে থো।

১৫৬৫। পড়েছি তাফালে। যা থাকে কপালে।

১৫৬৬। পণেক খেলে কণেক গায়।

কাহনেক খেলে সারাদিন গায়।

১৫৬৭। পড়েই বলে এই এক খেলা।

১৫৬৮। পণ্ডিতে গুণাঃ সর্গে মূর্খে দোষাঃ কেবলং

১৫৬৯। পতিতঃ পরিতো লঘু।

১৫৭০। পতির পায় থাকে মন তারে বলি সতী।

১৫৭১। পথি শূদ্র বদাচরেং।

১৫৭২। পথে পাইলাম টাকটো, চৌদ্দ আনাই লাভ।

১৫৭৩। পথে হাগে চোক রাজায়।

১৫৭৪। পথে হাগে কুরা (১) খায়।

তার মুগী ধূয়া যায়।

৫৭৫। পন্থা বাতেন শুধ্যতি।

১৫৭৬। পয়ঃ পানং ভূতদানং কেবলং বিষবর্জনং।

১৫৭৭। পয়সাতো একটী, গান শুনেন অক্রুর হরণ।

১৫৭৮। পয়সা দিয়ে থাই দই।

কি করিবে গয়লানী নই।

১৫৭৯। পর প্রত্যাশী নর। গাছে উঠে নর।

১৫৮০। পর লৈয়ে ঘর কামা।

১৫৮১। পর হৈয়েছে পরের কাজ।

ভাবে না আছে পরকাল।

১৫৮২। পর হস্তে ধন। পরলৈয়ে গমন।

১৫৮৩। পরেতে হবে শাকা।

তবে কেন মুখ বাকা।

- ১৫৮৪। পরাপরাধেন পরাপমান।
 ১৫৮৫। পরে তসোর খায় ঘি।
 তার কড়ির অকাব কি ॥
 ১৫৮৬। পরে দেয় না চেয়ে।
 পেট না ভরে খেয়ে ॥
 ১৫৮৭। পরে পরে কাজ লারা।
 ১৫৮৮। পরের উপরে খায়।
 আঠারো মাসে বৎসর ॥
 ১৫৮৯। পরের কথায় লাখি চড়।
 আপনার কথায় ভাত কাপড় ॥
 ১৫৯০। পরের চাউল পরের ডাউল।
 নদে করেন বিয়ে ॥
 ১৫৯১। পরের ঘি পেলে।
 প্রদীপে দেয় তেলে ॥
 ১৫৯২। পরের চাউল পরের কলা।
 ব্রত করেন চন্দ্রকলা ॥
 ১৫৯৩। পরের তেলে কাপড় নষ্ট।
 পরের ভাতে পেট নষ্ট ॥
 ১৫৯৪। পরের পিটে, বড় মিটে।
 ১৫৯৫। পরের ধনে বাপের শ্রাদ্ধ।
 ১৫৯৬। পরের পুতে বরের বাপ।
 ১৫৯৭। পরের জন্যে পেতে ফাদ।
 আপনি পড়ে মরে !
 ১৫৯৮। পরের বাড়ী সাদী।
 নাচে হারামজাদী ॥
 ১৫৯৯। পরের মাথায় কাঁটাল রেখে,
 কোয়াবার করে খাওয়া।
 ১৬০০। পরের মন। আঁধার কোণ ॥

- ১৬০১। পরের বেদন পর কি জানে।
 ১৬০২। পরের পেলে, ধান চিবিয়ে খায়।
 ১৬০৩। পরের লেজে পা পড়লে তুলা পানি ঠেকে।
 আপনার লেজে পা পড়লে কঁাক করে ডাকে।
 ১৬০৪। পরের হাতে ধন, পেতে অনেক কণ।
 ১৬০৫। পরের মাথায় হাত বুলায়ে পয়সা লওয়া।
 ১৬০৬। পরের মুখিক প্রসব।
 ১৬০৭। পলো কেনা (১) সংকেত প্রবাদ।
 ১৬০৮। পলকে প্রায় গণি।
 ১৬০৮।। পলকে হারা।
 ১৬০৯। পলাকাড়া তুলেছে। অর্থাৎ পলাইয়াছে ॥
 ১৬১০। পল্লমপুর গিয়াছে। অর্থাৎ পলাইয়াছে।
 ১৬১১। পক্ষীর মধ্যে এঁটা!
 নামে কাদা খোঁচা।
 ১৬১২। পাকের গোঁজ। (২)
 ১৬১৩। পাঁচ কড়া কড়ি দিব, তবু জ্ঞান দিব না।
 ১৬১৪। পাঁচ জনে খায় একলা মাগী।
 দশ হাতে খায় ডোকলা মাগী ॥
 ১৬১৫। পাঁচের হাট বেড়ান। (৩)
 ১৬১৬। পাঁজি হৈয়েছে উজন স্রজন। কার্তিক নামে
 দুর্গা পূজন ॥
 ১৬১৭। পাঁটা মেমায় না কাতারী মেমায়।
 ১৬১৮। পাঁটার কল্যাণে মহিয়।
 ১৬১৯। পাক ত্রেক করা।

(১) পলায়ন করা।

(২) যে দিকে নড়াও সেই দিকে নড়ে।

(৩) অর্থাৎ পঞ্চম প্রাঙ্গ।

- ১৬২০। পঁ।স কুড়ের পল্ল ফুল।
 ১৬২১। পাকমারার ঘরে চড়ুইয়ের বাসা। (১)
 ১৬২২। পাকা আমের রসি, খাই না খাই
 গায়ৈ ঘসি।
 ১৬২৩। পাকে প্রকারে বাবা বঙ্গান।
 ১৬২৪। পাগলের গোবধ মিন্দে।
 ১৬২৫। পাগলের সঁকি নাড়।
 ১৬২৬। পাগলে স্থখ নাই।
 পীরিতেও মজা নাই।
 ১৬২৭। পাজির মুখে হারাম গোজরে।
 ১৬২৮। পাটনায় গিয়ে দেখা হবে। (২)
 ১৬২৯। পাতড়া চাটা।
 ১৬৩০। পাতরেতে হাত চাপ।
 বসে আছে পাতুরে বোকা ॥
 ১৬৩১। পাতা চাপা কপাল।
 বা পাতুর চাপা কপাল ॥
 ১৬৩২। পাতের ভাত দে পুষ্ণে ষোগী। উল্টে বলে
 পর বাস কি ॥
 ১৬৩৩। পাত্রে মার স্বর্গে যাওয়া।
 ১৬৩৪। পাথল পূজকে হর মিলেতো হাম পূজে পাহাড়।
 মাল্লা জপকে হরি মিলে ওব হাম জপে কুন্দা ॥
 ১৬৩৫। পান না খুদে পুঁজী। বলে খাব ছুদ রুটী।
 ১৬৩৬। পান পান্ডা ডক্ণ। ঐ তো পুরুষের লক্ষণ ॥
 আমি অভাগী তপ্ত খাই।
 কোন দিন বা মরো যাই ॥

(১) পাক মার। ঘরে চড়ুইয়ের বাসা। ইতি দ্বিপাঠঃ।

পাক মার অর্থাৎ পক্ষীকে নষ্ট কর।

(২) অর্থাৎ গরু বিড়াল ছদ্ম খাবার আখ্যায়িকার ন্যায় কথা।

১৬৩৭। পাপ না ভিজ্জেনে যার।

বড় কৈ তার।

১৬৩৮। পান সাজতে জানে না, পায়ে আলতা পরেছে।

১৬৩৯। পান্ডা ভাত বাতাস দিয়ে খার।

১৬৪০। পান্ডা ভাতে ঘি নষ্ট।

বাপের বাড়ী কি নষ্ট।

১৬৪১। পাপে ধর্মের রত।

১৬৪২। পাপের লেশ, দুঃখের শেষ।

১৬৪৩। পাপ লুকায় না। সাগর শুকায় না।

১৬৪৪। পাপঅনাং পাপ শতেন কিম্বা।

১৬৪৫। পাপের পর শত্রু নাই।

১৬৪৬। পাপিষ্ঠের "পা",

টান্নন ঘোড়ার "টা", ঋণ

ছোঁচড়ার 'ঋ', এই তিন নিয়ে পাটারি।

১৬৪৭। পাপী যাবে গঙ্গাস্নান কাঁটা কুড়াবে কে।

১৬৪৮। পায় পড়াকে পরীত্বাণ নাই।

অথবা পারা যায় না।

১৬৪৯। পার যোগ্য মানুষ নয়, গার হাত দিয়ে কথা।

১৬৫০। পার হৈয়ে কুমীরকে কলা দেখায়।

১৬৫১। পান্ডাতে না পারলেই মোল্লার বেহাই।

১৬৫২। পালাতে না পারলেই গোদা বড় বীর।

১৬৫৩। পালের আগে দৌড়ায় ভেড়া।

উজনে গোয়ালার চোখ টেড়া।

১৬৫৪। পালের গোদা।

১৬৫৫। পালে মিশে গিয়াছে।

১৬৫৬। পাষাণে নাখা ঠোকা।

১৬৫৭। পাঁহাড়ো গল্প।

১৬৫৮। পত্রাঙ্গ প্রাণ সঙ্কটং।

- ১৬৬০। পয়স। সিঞ্চিতা নিত্যং ন নিম্নমধুরায়তে।
 ১৬৬১। পর প্রত্যাশে বাস। নদীর কূলে চাষ।
 ১৬৬২। পরে দেবে চেয়ে পেট না ভরবে থেয়ে।
 ১৬৬৩। পরোপকারঃ পুণ্যায় পাপায় পর পড়িবে। (১)
 ১৬৬৪। পরোপকারায় সত্যং বিভূষ্যঃ।
 ১৬৬৫। পরোপকারার্থ মিদং শরীরং।
 ১৬৬৬। পরোপি হিতবান্ বন্ধুর্দ্বন্ধুরপ্যহিতঃ পরঃ।
 ১৬৬৭। পল্লবখা সভার মাঝে।
 বার বখা তায় গায়ে ব.জ্ঞে।।
 ১৬৬৮। পায়না আলো চাউল, কচা মাছ।
 ১৬৬৯। পারে না কচু কুটতে।
 আগে ধায় এটো কুটতে।
 ১৬৭০। পাপিষ্ঠে মরণাস্ত্যতঃ। (২)
 ১৬৭১। পদুতে বোড়া।
 ১৬৭২। পিড়ের বসে পেড়ের খবর।
 বা পেড়ের মন্দির দেখা।
 ১৬৭৩। পিঞ্জরের পাখী মত বেড়ার ঘুরিয়া।
 ১৬৭৪। প রিত যেখানে বিচ্ছেদ সেখানে।
 ১৬৭৫। পারিতের নৌকা পাহাড়ে চলে।
 ১৬৭৬। পারিতের ঝকড়াই মজা।
 ১৬৭৭। পিটে খায় মিঠের লোভে। যদি পিটে মিষ্ট লাগে।
 ১৬৭৮। পিটে খায়, পিটের ফোঁড় গুণে না।
 ১৬৭৯। পিতার বয়সে কলমা নাই, পাজা ভরা দাড়ী।

(১) পুণ্যং পরোপকারায় পাপঞ্চ পরপড়িমে।

ইতি দ্বিপাঠঃ।

(২) উত্তমোচ্চক্ষণং কোঃ পামধ্যমে ঘটিকা দ্বয়ং। অধমদণ্ডাদহো-
 রাত্রং পাপপটে মরণাস্ত্যতঃ।।

- ১৬৮০। পুঁজির উপর কারতী। (১)
 ১৬৮১। পিতলা শট্টা, জাঁকের ভরা।
 ১৬৮২। পিতার পুণ্যে পুন্নের উদয়।
 ১৬৮৩। পুকুর কেটে নিয়ে আসলে নাকি।
 ১৬৮৪। পুত পুত পুত। শেষে দেখি ডুত।
 ১৬৮৫। পুন্নে যশসি তোয়েচ নরাণাং পুণ্যলক্ষণং।
 ১৬৮৬। পুনর্ম্মষিকোভবঃ।
 ১৬৮৭। পুমান্ দুক্ষীৰ্ত্তি সংযুক্তো জীবয়পি মৃতো পমঃ।
 ১৬৮৮। পুরাণ চাউল ভাতে বাড়ে।
 ১৬৮৯। পুরাণ পাণী।
 ১৬৯০। পুরুষের মূতে কড়ি।
 ১৬৯১। পুরুষের যখন যেমন, তখন তেমন।
 ১৬৯২। পূজাব সঙ্গে খোজ নাই কপাল যোড় ফোটা।
 ১৬৯৩। পূবে বাঁশ, পশ্চিমে হাস।
 উত্তরে কলা, দক্ষিণে মেলা॥
 ১৬৯৪। পূর্ণ মন বিনশ্যতি।
 ১৬৯৫। পৃথিবী দুই ফাল তৈলে তার ভিতরৈ সেধুই।
 ১৬৯৬। পৃষ্ঠে তাড়নাদন্ত ভঙ্গঃ।
 ১৬৯৭। পেঁচা মুখো।
 ১৬৯৮। পেঁড়ো ডুবলে এক হাঁটু।
 ১৬৯৯। পেঁড়োর গিছলম চড়ক করতে।
 ১৭০০। পেট ছলে ভাতে। সোণার আঙ্গুটি হাতে।
 ১৭০১। পেটটি যেন ঢাকাই জালা।
 ১৭০২। পেট ভরলে ভাঙ্গা মাছ যসি যসি লাগে।
 ১৭০৩। পেট ভরতো নজর ভরে না।
 ১৭০৪। পেট ভরিলেই ছুঁছোর গন্ধ।

১৭০৫। পেট ভর্যে খাব অন্ন লক্ষ্মী ছাড়ে ছাড়ে।

উচিত কথা বলিব তবে বন্ধু চটে চটে।

১৭০৬। পেটে ডুবরি নাবিয়ে দিলে ক বেরয় না।

১৭০৭। পেটের ভাত গেটের কড়ি। বা সোণা।

১৭০৮। পেটে ভাত মাই ফোটায় দড়।

১৭০৯। পেয়ালা ভায়া পাক বেঁধেছে।

সকু ধানের চিড়ে।

১৭১০। পেয়াদা সাহেব হাত ধরেছেন ভাত কোন্ হার।

১৭১১। পোঁটা চণীর ছেলের নাম চন্দন বিলাস।

১৭১২। পোঁদ না থাকিলে সত্যপীর হৈতে।

১৭১৩। পোঁদ ফাটলে গুড়ুক ভামাক।

১৭১৪। পোঁদ ফাটা মনসা, একস্থানে বসিতে পারে না।

১৭১৫। পোঁদ ফাটে ঢোল বাজে, লোকে বলে বিয়ে।

১৭১৬। পোঁদ লেঙ্গটা মাথায় যোমটা।

১৭১৭। পোঁদে লেঙ্গটা জামাগায়, মাথায় ধরেন ছাতি।

১৭১৮। পোড়া কপালে সুখ নাই।

বিয়ে বধীতে ভাত নাই।

১৭১৯। পোড়া কপালে নাইকো সুখ।

বিশ্বাতা হৈয়েছেন টা মুখ ॥

১৭২০। পোল, পাগল, পুলো। (১)

তিন নিয়ে উলো ॥

১৭২১। প্রজাপতির নির্দ্বন্দ্ব।

১৭২২। প্রতিগ্রাসে (বা থ.ব.ল) মুড়ো।

১৭২৩। প্রদীপেরই কোল আন্ধার।

১৭২৪। প্রভাতের মহিষ।

১৭২৫। প্রমত্তার ভাড়া।

১৭২৬। প্রয়াগে মূত্রিতং যেন তেন গঙ্গা বরাটিকা।

- ১৭২৭। প্রয়োজন মনুদ্দিশ্যন মনোপি প্রবর্ততে।
 ১৭২৮। প্রফলগাঙ্কি পঙ্কস্য দরাদম্পর্শনং বরং।
 ১৭২৯। প্রাণ ওষ্ঠাগত হৈল।
 ১৭৩০। প্রাণটীতো মখের বটে।
 খরচ করতে বুক ফাটে॥
 ১৭৩১। প্রাণমেব পরিত্যজ্য মান মেবাভিরক্ষতু।
 ১৭৩২। প্রাণান্তোপি প্রকৃতি বিকৃতি র্যায়তে নোন্তুমান।
 ১৭৩৩। প্রাণের করতে মান ভাল।
 ১৭৩৪। প্রাতরুথং দিবা নাস্তি।
 ১৭৩৫। প্রাতে খেয়ে ফকোর নাচে।
 বৈকালের পক্ষে খোদা আছে।
 ১৭৩৬। প্রাপ্ত কালো নজীর্বাতি।

ফ

- ১৭৩৭। ফকীরে পোষা।
 ১৭৩৮। ফল ফল কদলীর ফল।
 সেবার নারী আর ইন্দ্র জল (১)॥
 ১৭৩৯। ফলের মধ্যে আম্র ফল।
 সুন্দর নারী আর গজাজল॥
 ১৭৪০। ফলেন পরিচায়তে।
 ১৭৪১। ফাঁকী দিয়ে বাকী বাহির কয়া।
 বা ছা বেড় করে নেওয়া।
 ১৭৪২। ফাঁপা ঢেঁকীর শব্দ বাড়া (২)।
 ১৭৪৩। ফালে আজ্জায়, তুলে বেচে।
 তার বাড়ি কি ফসল আছে॥

(১) ইন্দ্রজল অর্থাৎ মেঘের জল।

(২) ফাঁপরা ঢেঁকির গুম্ব বড়। ইতি দ্বিপাঠঃ।

- ১৭৪৪। ফালগুণে আগুন টেঁচে নারী।
বাঁশকে রেখে বাঁশর পিতামহকে কাটি।
- ১৭৪৫। ফিকেরে ফকীর।
- ১৭৪৬। ফি হাত মাছের মুড়ো।
- ১৭৪৭। ফুলো কেশে। ফুরাল বার্ষে (১)।
- ১৭৪৮। ফুলের দার। ছোট। গলায়।
- ১৭৪৯। ফুলে। মধোম ল।
কুটুংহের মধো শালা।
- ১৭৫০। ফুলের শোভা ভুগরা।
- ১৭৫১। ফেণ চাটা।
- ১৭৫২। ফেণ দিয়ে ভাতখায়, বাক্স। (মাঝে দই)। (২)
নেটে হুকায় তামাক খায় আমার গুড়গুড়ীটি কৈ
- ১৭৫৩। ফৌজদারী পেয়াদ।

ব

- ১৭৫৪। বউ উঠিতে স্থান পায়ন, উঠান ঘোড়াদানী।
- ১৭৫৫। বউ ভাঙ্গল শরা গেল পাড়া পাড়া।
গিন্নি ভাঙ্গল নাদা রেখে এক কাঁদা।
- ১৭৫৬। বংশে কুলজার।
- ১৭৫৭। বচ কি কখন নয়না হয়।
জলের দিকে চেয়ে রয়। -
- ১৭৫৮। বক বিড়ালে ব্রহ্মদানী।
- ১৭৫৯। বকসাদ। বগিনী মাদ। মাদা রাজ হংস।
তাঁ হেঁচে অধিক মাদ। তোমার হাতের শাখা।
- ১৭৬০। বিল শুকাবে যখন।
ব.গর আগের তখন।

(১) ফুলো কেশে। মধুবিলাসে ইতি দ্বিগ ৪ঃ।

(২) বাক্স মাঝে অথবা গল্পে মাঝে দই।

- ১৭৬১। বক ধান্নং ।
 ১৭৬২। বকো তামাক খেতে মন ।
 গোফে ভা দেবে কখন ॥
 ১৭৬৩। বচনে কো দরিদ্রঃ ।
 ১৭৬৪। বগলে কাপ্তে রেখে দেশময় খোঁজে ।
 ১৭৬৫। বগা চান কেটে। বগী আলগোছ ।
 ১৭৬৬। বজ্রাঘাত ন হইলে কেউ রায় নান বলে না ।
 ১৭৬৭। বড় খিদে পাট্‌কোল কামড় ।
 ১৭৬৮। বড় গাইয়ের বাঁচুর ।
 ১৭৬৯। বড় গোমার তলা ।
 ১৭৭০। বড় মানুষের অস্ত্রাকুড়ও ভাল ।
 ১৭৭১। বড় যে সরু কাঁছ ।
 ১৭৭২। বড় বিনের কাক ।
 ১৭৭৩। বড় কেটে নড়। অসং কেটে বসত ।
 ১৭৭৪। বড় বাড়লেই ঝড়ে ভাঙ্গে ।
 ১৭৭৫। বড় দাদার মুখে দাড়ী নাই, ছোট
 দাদার মুখে দাড়ী ।
 ১৭৭৬। বড় লোকে কথা কয় ।
 সরুলেই বলে হয় হয় ॥
 ১৭৭৭। বড় হবে তো ছোট হও ।
 ১৭৭৮। বড় সমুদ্রে দাদা ।
 নালতে শাক আদা ॥
 ১৭৭৯। বড়র ঘর শুকায় না ।
 ১৭৮০। বড়র বড়, ছোটর ছোট ।
 ১৭৮১। বড় ধুনরি ।
 ১৭৮২। বড় কারু। সংকেত প্রবাদ । [১]
 ১৭৮৩। বড় বাড়ীর কথা ।

- ১৭৮৪। বন গাঁয়ে খটাশ বাঘ ।
 ১৭৮৫। বন পোড়ে সবাই দেখে ।
 মন পোড়ে কেউ দেখে না ।
 ১৭৮৬। বন মুরগী দিয়ে পীরের ধার শোখা ।
 ১৭৮৭। বন রক্ষক শিব, শিব রক্ষক বন ।
 ১৭৮৮। বক্ষ্য নারীর অক্ষপুত্র, ত্রৈ দেখতে পারি ।
 ১৭৮৯। বনে থেকে বেকুল সাপ ।
 ধরতে পারে না রোজার ঝাপ ॥
 ১৭৯০। বনেদির সারকুড়ও ভাঙ্গ ।
 ১৭৯১। ব.ন. বাঘ মারে না ।
 মনের বাঘে মারে ।
 ১৭৯২। বয়সে গাছ পাতর নাই ।
 ১৭৯৩। বয়স বাড়ে, আর দোষ বাড়ে ।
 ১৭৯৪। বয়সের বুড়ো নয়, খাবার বুড়ো ।
 ১৭৯৫। বউয়ের রাগ বিড়ালের উপর ।
 বিড়ালের রাগ বেড়ার উপর ॥
 ১৭৯৬। বয়ে গতে কিংবান্ধা বিলাপঃ ।
 পয়ে গতে কিংখলু সেতু বন্ধঃ ॥
 ১৭৯৭। বরগীর সিন্ধি আর মোক্ষার মহচ্ছব, পাদির
 ছরি সংকীৰ্ত্তন ।
 ১৭৯৮। বরগীর হাঙ্গাম ।
 ১৭৯৯। বর্গ মানে না ।
 ১৮০০। বনটী ঘেন ভুখে আলতা ।
 ১৮০১। বরং পণ্ডিত শত্ৰুগাং নচ মূৰ্খং মৈত্রত ।
 ১৮০২। বলতে গেলে ভাষা থাকে না ।
 ১৮০৩। বলতে পারি, কইতে পারি ।
 সহিতে পারি না ।

১৮০৪। বলং বলং বাহুবঃ ১ (১)

বলং বলং ভ্রাতৃ বলং ।

১৮০৫। বল নাই তে বুদ্ধিতে কি করে ।

১৮০৬। বলব বলব মনে করি বলতে লাগে ভর । ✓

নির্ধনী পুরুষের কথ কয় কি না হয় ॥

১৮০৭। বল বস্ত্র চিকিৎসয়েৎ ।

১৮০৮। বল মা আমি দাঁড়াই কোথা । (২)

১৮০৯। বল বুদ্ধি যত ।

চারি দশে হত ।

১৮১০। বলির ঘাম ।

নিকলার ঘুম ॥

১৮১১। বস্ত্র পুতং জগম্পিবেৎ ।

১৮১২। বস্ত্রে তো মা মার থায়ে :

না বস্ত্রে বাপ ব্যাং থায়ে ।

১৮১৩। বলে ছিলাম টেল না, ঘরে গিয়ে থা ।

১৮১৪। বস্ত্র নাই মার ।

অলঙ্কারের সাদ তাব ॥

১৮১৫। বসন্তে ভ্রূদগং পথ্যঃ ।

১৮১৬। বসন্তে খেলে কুণ্ডলের ভাণ্ডার ফুরায় ।

১৮১৭। বসন্ত যৌবনা বুদ্ধঃ পুরুষা বন যৌবনাঃ

সৌভাগ্য যৌবনা নার্স্যো বুঝানো বুদ্ধ যৌবনাঃ ।

১৮১৮। বসন্তে বার, শুইয়ে তের ।

১৮১৯। বাউলের জাগাই মধুসূদন, ঘরের জাগাই মদো !

ভাত খাওসে মধুসূদন, ভাত খেসে মদো ॥

১৮২০। বাউলের ঘরে গল্প ।

১৮২১। বাউলের বল । ইতি ভাষা ॥

১৮২২। বাউলের পুরুষ গিয়েছে ।

- ১৮২১। বাইশ লাথের খাড়ি তেঁশ লাথের জুড়ি ।
ছয় হাজার টেকি পড়ে দেউলে মোষের মুড়ি ॥
- ১৮২২। বাজির পুত্রে হাঁচির ঘা সয় না ।
- ১৮২৩। বাঁজা বাঁজা করে ছেলে ঠৈল ।
ব বা না বলো দাদা বলে ॥
- ১৮২৪। বাঁচলে দত দেখব আর ছুঁচোর গলয় চন্দ্রহার ।
বিড়ালের কপাড়ে টাকে বাঁদর বেড়ান
হলুদ মেকে ॥
- ১৮২৫। বাঁধা ঘোড়া কাল চেনা খায় ।
- ১৮২৬। বাঁশ কাটা না মাস কাটা ।
- ১৮২৭। বাঁশ ফুলেই বাস্তু নশ ।
- ১৮২৮। বাঁশ বাকস্ ডে বা ।
তিম নদোর শোভা ॥
- ১৮২৯। বাঁদর বেটা মেড়ল হইল ।
কাথ পড়ে তোর বাবা মেল ॥
- ১৮৩০। বাঁশ বাকস্ বামন ।
জগী জবার যম ॥
- ১৮৩১। বাঁশ যদি পড়ে জাল ।
কি করিতে পারে তালে আর শালে ॥
- ১৮৩২। বাঁশের ঝাড়ে নল হয় না ।
- ১৮৩৩। বাঁশেতে পর্দিত কিন্তু কার্ঘ্যে তিলাকার ।
- ১৮৩৪। বাগদীর পুত্র যনদুত ।
- ১৮৩৫। বাগদোষণ হতাবয়ৎ ।
- ১৮৩৬। বাগ বাজারে গাড়ু হারিয়ে ।
ডঙ্কামারের গীর বহরে ॥
- ১৮৩৭। বাঘে বকরীতে এক ঘাটে জল খাওয়ান ।
- ১৮৩৮। বাঘের আড়ি ।
- ১৮৩৯। বাঘের দেখা, সাপের লেখ ।

- ১৮৪০। বাঘের পিছে ফেউ লেগেছে।
 ১৮৪১। বাঘের নাকটা হৈয়ে শূণ্য হওয়া।
 ১৮৪২। বাঘের মাসী বিড়াল।
 ১৮৪৩। বাঘেরে গোবদ।
 ১৮৪৪। বাঙ্গাল বড় হোঁন। মোটায় করে
 জল ভরিয়া ডেঙ্গায় করেন সেনান।
 ১৮৪৫। বাঙ্গাল বড় হোঁয়ান ভাই।
 আপনি থাকে ডকর পানীতে ছাঁকে দেয় নাই ॥
 ১৮৪৬। বাঙ্গাল মানুষ নহে ঐ এক জন্তু।
 লক্ষ্য দিয়ে গেছে উঠে লেজ নাই বিজ্ঞ ॥
 ১৮৪৭। বাঙ্গালীঃ যদি মানুষঃ হরি করিঃ
 প্রেত স্তদা কীদৃশী।
 ১৮৪৮। বাছা আমার বাচলে বাঁচি।
 বাছার আমার দুদে অক্লি।
 ১৮৪৯। বাছা আমার ভেরমের টাটী।
 কেঁকালে গোণ্ডা পাঁচ ছয় চাবি কাটী ॥
 ১৮৫০। বাছার আমার এত বাইড়।
 ছ আনার কাপড়ে নয় আনার পাটড়।
 ১৮৫১। বাছার আমার কিবা রূপ।
 ঘুঁটের ছেয়ের নৈবদ্য খেঙ্গরা কাটীর ধপ ॥
 ১৮৫২। বাছা রূপে গুণে ছির খণ্ডী।
 বসে আছে ন বড়াই চণ্ডী।
 ১৮৫৩। বাঁজা জানে না প্রসব বেদন।
 ১৮৫৪। বাজী করে রঝুজি।
 ১৮৫৫। বাজী হোর হৈয়েছে।
 ১৮৫৬। বাজী মাত করেছে।
 ১৮৫৭। বাড়া ভাতে ছাই পোশ।
 ১৮৮। বাড়ার ভাগ ঘণ্টা নাড়া।

১৮৫৯। বাড়ীও কাছে।

বেলাও অ ছে ॥

১৮৬০। বাড়ীর ধারে হাট বসাবে।

ঘর করবে তা ছাইবে না।

প্রতি খাবলে মুড়ো খাবে।

তিন গাণা ঘর বুদ্ধি লবে তার ॥

১৮৬১। বাড়ীর মুড়ো আর ক্ষেতের ছড়ো।

১৮৬২। বাড়ীর ভিতর এক ঘর, তার আবার অন্তর।

১৮৬৩। বাড়ুন আঁটির কপালে লোকে খায়। ✓

১৮৬৪। বাণিজ্য করিতে গেল দরিয়ার কুল।

কেউ কল্পে ঢুনো লাভ কেউ হারালো মূল।

১৮৬৫। বা তেরা কুদ্রত বা তেরা খেল। (১)

ছুছন্দর লাগায়ে চামেলিকা তেল ॥

১৮৬৬। বাড়ুড় চোষা তাল।

১৮৬৭। বাদের ভাত খাই না গাই উলু বনে ছড়াই।

১৮৬৭। বানর কি গাছে ফলে।

আক্কেণ্ডে বানর বলে ॥

১৮৬৮। বাধা নাহি মেনে যেবা সমরেতে যায়।

মাথার উপরে তার শকুনি ভুয়ায় ॥

১৮৬৯। বানর সভাকর মদের ঘড়া।

তিন নিয়ে গুণ্ডি পাড়া ॥

১৮৭০। বানরের কাঁটাল ভাদ্র। (২)

১৮৭১। বানরের গাল সর্বস্ব। (৩)

(১) কুদ্রত-ক্ষমতা। ছুছন্দর-অর্থাৎ ছুট।

[২] অর্থাৎ-মুখে আঁটা লাগে মাত্র।

(৩) অর্থাৎ-গলদেশে আঁচর থাকে।

- ১৮৭২। বাবরের হাতে শালগ্রাম।
ঘৃতে মাজতে যায় প্রাণ॥
- ১৮৭৩। বাবরের হাতে আঁচি।
- ১৮৭৪। বাপ জুগে পে, ম জুগে বি।
- ১৮৭৫। বাপ জানে না বড় বাপ জানে।
গোঁজলা কেটে ফরত। আমে॥
- ১৮৭৬। বাপ বলতে যতক্ষণ।
শালা বলতে ততক্ষণ॥ (১)
- ১৮৭৭। বাপ মা মর দায় পড়েছে।
- ১৮৭৮। বাপ দাদার কালে ঘোড়া নাই।
পিছেব দিগ দিয়ে আগাম॥
- ১৮৭৯। বাপ বড় বাপের নাম নাই।
রঘুরাম ভূঞার নাতী॥
- ১৮৮০। বাপ পোয় বরতী। মায়ে কিয়ে রেয়তী॥
- ১৮৮১। বাপের কানে নাইকো ঝাঁরি।
মায়ে পোয়ে জল গেছে মরি।
- ১৮৮২। বাপের চাপ দাড়ী।
ছেলের হর থোড়া থুড়ি॥
- ১৮৮৩। বাপে না দাদা। খুড়র শাকে আদ॥
- ১৮৮৪। বাপের নাম শাক পাত।
বেঁজির নাম নঠাই দ স॥
- ১৮৮৫। বাপের জন্মে নাইকো চাম।
ধাক্কে বলে দুর্গা ঘাম॥
- ১৮৮৬। বাপের বাড়ি কি নষ্ট।
পাস্তা ভাতে ঘি নষ্ট॥

১৮৮৭। বাপের রোগে যাও।

১৮৮৮। বাবারে বেগারে নেয়ার, পগারে বসে হাসি।

১৮৮৯। বাবা মাধ করে নামগী রেখে ন গুণবন্ত।

ছেলে কিন্তু বুঝে ডক্টর, কেবল ভড়া কান্ত।

১৮৯০। বাবুই ঘর বেধে বাহিরে ভেজে। (১)

১৮৯১। বাবুর পেটা গড়ে যান।

১৮৯২। বামনের গরু, খাবে আল, দুদ দেবে অধিক।

১৮৯৩। বামন গণক কাউণ।

এ-তিন পরের খেয়াল।

১৮৯৪। বামনের বাড়ীর ভাঙ।

কপালে দিও হাত।

১৮৯৫। বামুণে কপাল।

১৮৯৬। বামুণে চাষ। (২)

১৮৯৭। বামুণে রাগ। (৩)

১৮৯৮। বায়ু অগ্নি মেল।

১৮৯৯। বায়ু বিচিত্র গতিঃ।

১৯০০। বার কোন্দলার উপর তের কা দলী।

১৯০১। বারটা বা ডালুম তেরট মেল।

তুই না ঘোরে মোর অপঘণ হৈল।

১৯০২। বার পরমা গায়ে তের পরমা চোষানী।

১৯০৩। বার, বার, চোরের, একবার সেধের।

১৯০৪। বার হাত গরুর তের হাত শিং।

১৯০৫। বার বর তিন বার।

১৯০৬। বার শ নেড়ী তের শ নেড়ী।

কেউ না খাখ কারো বাড়ী।

(১) বাবুই তেরা মিছে আশ, ঘর থাকিতে বাহিরে বাস।

হাত দ্বিষ্টাঃ।

(২) অর্থাৎ ফলেনা।

(৩) অর্থাৎ আদরজন থাকে না।

- ১২০৭। দার বাড়ী তের খামার।
 যে বড়ী ঘাই সেই বাড়ী আমার ॥
- ১২০৮। বালকের মুখে গরম তুদ দিলে, সে কখন
 শীতল তুদও খাইবে না।
- ১২০৯। বালী। ঠেং মানে না।
- ১২১০। বালাবাং রোদনং বলং।
- ১২১১। বলতীর ঘরের আগড়।
- ১২১২। বলতর বেটা পবন।
 ঘর থাকিতে শুতে পায় না ॥
- ১২১৩। বাল করিবে গায়ের মাঝে।
 জমা করিবে ঘর না বাপ আছে ॥ (১)
- ১২১৪। বাগি ছেড়ে তে বাসি খায়।
 সাজ খেতে নেকর পায় ॥
- ১২১৫। বাহির বাড়ী বসে শুনি সন্তারের ঠাট।
 বাড়ির মধ্যে গিয়া দেখি আলু বড়া অর ভাত ॥
- ১২১৬। বাস করবে নগরে। মর গিয়ে সাগরে ॥
- ১২১৭। বিউলেশ্বরী। গাড়ে হৈতে বেরিয়ে
 এসে দণ্ডবৎকরি।
- ১২১৮। বিকট দন্ত বৃহৎ কায়।
 ডেকে ডেকে প্রণে ফাটার ॥ (২)
- ১২১৯। বিক্রমপুর পাঠান। (৩) সঙ্কেত প্রবাদ।
- ১২২০। বিপ্র নিন্দা কুল অন্ন।
- ১২২১। বিপত্তে মধুসূদন।
- ১২২২। বিয়ে হৈলে ঘর চলে না।

(১) অর্থাৎ - মা শব্দে গ্রাম দোয়া কল।

বাপ শব্দে পুষ্কবিতীর জন।

[২] অর্থাৎ - শব্দ - নাথ।

(৩) অর্থাৎ - বিক্রম করা ॥

- ১৯২৩। বিয়ের সময় বলি দানের মন্ত্ৰ ।
 ১৯২৪। বিয়ের বেলায় কনো বলে হাগ্বে ।
 ১৯২৫। নিবাদের টোটা কথা ।
 জ্বরের মথা ব্যাথা ।
 ১৯২৬। বিবি যখন বড় হবে ।
 মিঞা তখন কবর পাবে ॥
 ১৯২৭। বিভ্রমণে নৌনয় পণ্ডিতানঃ ।
 ১৯২৮। বিষং সভা দরিদ্রস্য বৃদ্ধস্য তরুণো বিষং ।
 ১৯২৯। বিচ মোক্ষয় গঙ্গদ ।
 ১৯৩০। বিছের কানড় ।
 ১৯৩১। বিড়ালের খুশ খুশানি কেঁতনার উশর ।
 ১৯৩। বিড়ালের পায় পাড়িয়ে কি
 গলার কাঁটা উলে ।
 ১৯৩১। বিদ্যা বুদ্ধি হরমা ।
 তিন দশকে ফরমা ।
 ১৯৩৪। বিনা শূন্য শুভাচার্য্য ।
 ১৯৩৫। বিদ্যার পর বন্ধু নাই ।
 ১৯৩৬। বিদ্যা সাধ্য সকল হৈল দেণ করিলে জয় ।
 একটা লেজ বেকুলে হয় ॥
 ১৯৩৭। বিদ্যানের বিজ্ঞানান্তি বিদ্যা জ্ঞান পরিত্রাণঃ ।
 নহি বন্ধ্যা বিজ্ঞানান্তি গুরুর্কীং প্রসব বেদনা ॥
 ১৯৩৮। বিদ্যানের চেয়ে বুদ্ধিমান বড় । (বা ভাল) ।
 ১৯৩৯। বিধবার একাদশী । (২)
 ১৯৪০। বিধাতা করেছেন নুটে ।
 যেট বই গে মরো ফুটে ॥
 ১৯৪১। বিধাতা বনুথ ।

১২৪২। বিদাতার বাজী।

কেউ খায় হাঁড় (১) হাত কেউ খায় কঁজি ॥

১২৪৩। বিদ্বৎ টে মেনে বাবু বাড়ে।

১২৪৪। বিন দামে মথুরা পার।

১২৪৫। বিনা বাতাসে গাছ নড়ে না। (২.)

১২৪৬। বিনা বাতাসে গাছ নড়ে না।

১২৪৭। বিন ব্যয়ে ভুতো গত।

১২৪৮। বিনাশ কামে বিপরীত বুদ্ধি।

১২৪৯। বিনাশ করিবে জ্ঞান অগ্নি আর ব্যাধি।

কি জানি আপদ ঘটে পুন বাড়ে যদি ॥

১২৫০। বিংশোত্তর পূর্বে অঙ্কার।

১২৫১। বিত্তঃ সিন্ধুঃ সিন্ধুঃ পোক বিত্তঃ।

১২৫২। বিয়ে করা অল্প কথা।

অধিনামের গুণে সামসাতে পারলে হয়।

১২৫৩। বিয়ে কবে কে? না আমি।

পোদ ফাটে কান না বাবাব।

১২৫৪। বিয়ে কালে হাদমা নাতি।

১২৫৫। বিশ্বকর্মার পুত্র চিক।

১২৫৬। বিষ কুশুং পরোমুখং।

১২৫৭। বিষ খায়ে বিষ হৃদয় কর।

১২৫৮। বিষ বুদ্ধিপি মন্বর্ক স্বরং ছেত্তু মনাম্প্রতঃ।

১২৫৯। বিষর বাড়ে লেই ব্যবস্থা বাড়ে।

১২৬০। বিষ হা রয়ে চোড়া।

১২৬১। বিষের পুটলি।

১২৬২। বুক ফটে তো মুখ ফাটে না ব' ফাটে না।

(১) হ'ম সঙ্কল্পে তাত অর্থাৎ মাতা ন ভ ত উপাশাও ইত্যাদি।

(২) বিন বাতাসে গাছ নড়ে না ইতি বিদ্যাতঃ ॥

- ১৯৬৩। বুকে বসে দাঁড়ি উপড়ান।
 ১৯৬৪। বুকে যেন যাঁতা পিষিতেছে।
 ১৯৬৫। বুঝতে নারি তেতো ঠার।
 ভাবলুম এক ঘটন আর ॥
 ১৯৬৬। বুঝতে নারি সেকরার ঠার।
 বলে এক তো করে আর
 ১৯৬৭। বুঝতে নারিছু বিধির ফন্দ।
 উত্তম করিতে হইল মন্দ। (১)
 ১৯৬৮। বুঝব আর মাথা মুগ্ধ ছাই।
 মনের আপসোসে গরে ঘাই ॥
 ১৯৬৯। বুড় হৈলে তিন দোষ বা (তের দোষ) পায়।
 ১৯৭০। বুড় বয়সে ধেড়ে রোগ।
 ১৯৭১। বুড় হৈলে বাহাদুরে পায়।
 ১৯৭২। বড় গাইয়ের বাছুর।
 ১৯৭৩। বুড়োর কাজ নেই ভাঙ্গে আর বাঁধে।
 বুড়ীর কাজ নেই চালে ধান ফেল্যে বাচে ॥
 ১৯৭৪। বুড়োর বুড়োর কথা হয় প্রতি কথায় কাসি।
 যুবার যুবার কথা হয় প্রতি কথায় হাসি।
 ১৯৭৫। বুদ্ধি থাকলে কি স্বস্তির বাড়ী খেটে খায়।
 ১৯৭৬। বুদ্ধি না থাকিলে বাপের পুকুরে ডুবে মরে।
 ১৯৭৭। বুদ্ধিমানকে বুঝান যায় আকারে প্রকারে।
 নিবোধকে বুঝাতে হয় চড় আর চাপড়ে।
 ১৯৭৮। বুদ্ধির পর বল নাই।
 ১৯৭৯। বুদ্ধি যস্য বলং তস্য অবোধস্য কুতো বলং।

(১) অর্থাৎ—ভাল করিতে মন্দ হইল।

১৯৮০। বুনলায় ধান হৈল তিল।

ফল্গো রুদ্রাক্ষ খেলায় কিল। (১)।

১৯৮১। বুনি মরেছে কুনিকে বগা ক্ষেতি কেঁদে আকুল হৈল

১৯৮২। বুলবুলের সাধ্য কি বট ফল পেয়া।

১৯৮৩। বৃথা বৃষ্টিঃ সমুদ্রেচ বৃথা তৃপ্তেতু ভোজনং।

বৃথা ধনপতৌ দানং দরিদ্রে যোবনং বৃথা ॥

১৯৮৪। বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী। (২)

১৯৮৫। বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং।

১৯৮৬। বৃদ্ধা নারী পতিব্রতা।

১৯৮৭। বৃন্দাবনে আছেন হরি। ইচ্ছা হৈলে রইতে নারি।

১৯৮৮। বৃশ্চিক ভিয়া পলায়মানস্য অহিমুখে মিপাতঃ।

১৯৮৯। বৃশ্চিকস্য বিষং পুচ্ছং মক্ষিকায়া বিমং শিরঃ।

ভূজঙ্গস্য বিষং দংষ্ট্রা সর্পীক্ষং দুর্জনে বিষং ॥

১৯৯০। বৃষভ করহে বৎস পাদ ভঙ্গঃ।

১৯৯১। বেঁড়ে কায়েত ধর্তে ছুঁতে দিব না। ✓

১৯৯২। বেঁড়েকে চোমরা বলে, সে লেজ ফুসায়।

১৯৯৩। বেকার বাসত্ কুস্ কিয়া কর।

বেনেশা বাসত্ কুস্ পিয়া কর ॥

১৯৯৪। বেকারের বেগারও লাভ।

১৯৯৫। বেগম বেগুণ চিনেন না।

১৯৯৬। বেঙ্গের আড়াই হাত।

১৯৯৭। বেটা মদ খায়, না ডাইন।

১৯৯৮। বেটার কি বুকের পাটা।

১৯৯৯। বেটা যেন সজিন,র খাড়া,রোদ লেগেছে ছায়ার দাড়

(১) চ.স্বার ক্ষেত্রে ওকড়া রঙের জন্ম হেতুক খাজনার দায়
কিল খাওয়া।

(২) অশক্তভাবঃ সমুঃ কুরূপা চেৎ পতিব্রতা।
রম্যো চন্দেভ, ভক্তো বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী ৭

২০০০। বেটে ঘোড়া কাল চণো খায়। (১)

এক চাবুকে বিশ ক্রোশ খায় ॥

২০০১। বেড়া আগুনে পুড়ে মরা।

২০০২। বেড়াল ডিক্তে পারে না। (২)

২০০৩। বেড়িয়ে বার। বসে তের ॥

২০০৪। বেদেল চাকর।

দুঃখমন্ বরাবর ॥

২০০৫। বেদো কি জানে কপুরের গুণ।

শুঁকে শুঁকে বলে সৈকত লুণ ॥

২০০৬। বেদের বাজী।

২০০৭। বেয়ানে বাদল, বাদল নয়।

মায়িকির কোন্দল, কোন্দল নয় ॥

২০০৮। বেয়ান পো নিয়ে তিন পো।

২০০৯। বেশ ভূষা কর মিহে i

শ্যাম তোমার মথুরা গেছে ॥

২০১০। বেশ ভূষা কেন রাই।

আলিবে না তোর কানাই ॥

২০১১। বেহায়ার বালাই নাই।

২০১২। বেহারের বাসণ গুল। বেড়ার যেন হস্তী।

ত্রিসন্ধা আহ্নিক আর তপণ নাস্তি ॥

ভোজনান্তে শত রঞ্জে দেয় তারা কিস্তী।

লাঙ্গলের মুট খরিতে সবাই দেয় স্বস্তি ॥

২০১৩। বৈদ্য নাথের শিরঃপিড়া।

২০১৪। বৈদ্য বড় বোকা।

যাবার বেলায় জন পাঁচ ছয় ॥

আসিবার বেলায় এক।

২০১৫। বৈদ্য বারেন্দ্র বোড়া। তিন নষ্টের গোড়া ॥

(১) কালচণো অর্থাৎ খড়। যর উহন পুরাতন খড়

(২) অর্থাৎ--অধিক ক'ত নাড়া।

- ২০১৪। বৈদ্য ঠৈল পদ্ধতি ছাড়া।
 ঠাতুড়ের যশ বাড়।।
- ২০১৫। বৈদ্যের চাউলে পথ্য নাই।
- ২০১৬। বৈরাগীর এক পোয়া বুদ্ধি।
 তাও টুকনীর মধ্যে।।
- ২০১৭। বৈষ্ণবের করজে ভোজন।
- ২০১৮। বৈশাখে নর বানর।
- ২০১৯। বৈশেষ্য বিশ্বাস স্বাতকঃ।
- ২০২০। বোঁটার গায়ে খোঁচা লাগে।।
- ২০২১। বোড়ার বিষ বড় বিষ।
- ২০২২। বোবার স্বপ্ন।
- ২০২৩। বোয়াল নাছের গাল।
- ২০২৪। বোলদের বাই। ডাইন
 হাত দিলে বাম হাত পাই।
- ২০২৫। বোলদের শোওয়া।
- ২০২৬। ব্যাথার ব্যথিত।
- ২০২৭। ব্যবহার না করিলে লোক চিনা যায় না।
- ২০২৮। ব্যাঙ দেখে পুকুর কেটেছে,
 মূতে ভাসাবার জন্য।
- ২০২৯। ব্যাঙে চাইট মারা।
- ২০৩০। ব্যাঙের আত্মলি।
- ২০৩১। ব্যাঙের মাথায় সোণার ছাতি শোভা
 নাহি পায়। হলদি খেলে রাঙ্গা ছেলে
 কখন না হয়।।
- ২০৩২। ব্যাঙের নাকে মিনের নলক।
- ২০৩৩। ব্যাঙিকের নিমন্ত্রণ অঁচলে সিদ্ধি।
- ২০৩৪। ব্রহ্ম জ্ঞানে ব্রাহ্মণঃ।
- ২০৩৫। ব্রহ্ম চুকে যা করা।

২০১৬। ব্রাহ্মণের গুরুতী হবে।

অল্প খাবে বেশি দুগ্ধ দিবে।

২০১৭। ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণে গতিঃ।

২০১৮। ব্রাহ্মণ আর চণ্ডালে।

হাতী আর বিড়ালে ॥

ভ

২০১৯। ভক্তিতে ভগবান তুষ্ট।

২০২০। ভক্তির ভগবান।

অভক্তির অপমান ॥

২০২১। ভগ্ন স্নেহেন যা যৈত্রী নস্য কল্যাণ দায়িকা।

২০২২। ভট্টাচার্য্য খুঁটের খুঁট।

স্বস্তান্ন সবংশে ভুট ॥ (১)

মন দিয়ে ভক্তি পথে, মাখাল পূজার কাটান উট ॥

২০২৩। ভব ঘোরে পার।

২০২৪। ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ।

২০২৫। ভবিতব্যং ভবত্যেব।

২০২৬। ভবেমুদানানুদকং প্রধানং।

২০২৭। ভবের বাক্য বুঝা ভার।

২০২৮। ভব্য হয় তো কাব্য করি।

২০২৯। ভয়ে তাল পাত র মত কাঁপা।

২০৩০। ভরা পটে মোণ্ডা তিতো।

২০৩১। ভরার চেয়ে অন্তরা ভাল, যদি ভর্তে যায়।

আগের চেয়ে পিছে ভাল, যদি ডাকে ময়। (২)

২০৩২। ভর্তি গাঞ্জে ঢাক ছেড়।

২০৩৩। ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিবৎ।

২০৩৪। ভাঁড়ে মা ভবানী।

(১) খুঁটের খুঁট অর্থাৎ তুল, তুল্যা। ভুট অর্থাৎ ময়।

(২) অর্থাৎ যজ্ঞের প্রকরণ ধার বচন। ইহা প্রা. ম। অরুণ ইত্যাদে

- ২৫৫৫। ভাঁড়। ঢাকের শক চড়া।
 ২০৫৬। ভাড়ের নিমন্ত্রণ।
 ন। আঁচালে বিশ্বাস নাই।
 ২০৫৭। ভাড়ারে হাত পড়েছে।
 ২০৫৮। ভাইয়ের ভাই।
 ডাইন হাত দিলে বাম হাত পাই।
 ২০৫৯। ভাগাড়ে মড়া পড়ে।
 শকুনির মাথায় টনক নড়ে।
 ২০৬০। ভাগে বর্ত্তায় না ভাগ্যে বর্ত্তায়।
 ২০৬১। ভাগের থল্যে ফক যায় না।
 ২০৬২। ভাগের ভাগ না খেলেও চিবিয়ে ফেলি।
 ২০৬৩। ভাগ্যে ফলতি সর্সত্র ন বিদ্যা নচ পৌরুষ্যে।
 ২০৬৪। ভাগ্য ধরের মরণ দেখে মরিতে গেলাম সাধে।
 সেখানেতে ধমরা নিরে শোন দড়ি দ বাধে ॥
 ২০৬৫। ভাগ্য বানের ছুই পুত।
 একগী কাণা একটা ভূত ॥
 ২০৬৬। ভাগ্যানি পূর্ন তপসা খলু সঙ্কতানি।
 কালে ফলন্তি পুরুষস্য যথৈব বৃক্ষম্ ॥
 ২০৬৭। ভাগো ছিল চাঁই।
 ভাইতে আমি ছেলে পাই ॥
 ২০৬৮। ভাগ্যে থাকে জল।
 মইলে খোড়ো শুজে মর ॥
 ২০৬৯। ভাগ্যে পরে সকল গড়ে নন গড়ে না।
 ২০৭০। ভাগ্যের জোয়ার আসে।
 খাই না, খাই আঁচ ভাল ॥
 অথবা যে দিন যায় সে দিন ভাল।
 ২০৭১। ভাগ্যে ঘরে চাঁদের আলো।
 ২০৭২। ভাগ্যে ঘরে বাস, খাট পাগলের আশ।

- ২০৭৩। ভাঙ্গা ঘরে ভুতের বাসা।
 ২০৭৪। ভাঙ্গা ঢোল তল কাণা যন্ত্রী।
 শনি রাজা তার কুঁজ মন্ত্রী ॥
 ২০৭৫। ভাঙ্গা নৌকা বজ্রের গোলাই।
 ২০৭৬। ভাঙ্গারি কপাল ভাঙ্গে।
 ২০৭৭। ভাঙ্গা শাখা কি ঘোড়া লাগে।
 ২০৭৮। ভাঙ্গা হাতে পড়ে আছি।
 ২০৭৯। ভাঙ্গা খেতে মন। তেল কেন কম।
 ২০৮০। ভাঙ্গা বল, ভুজো বল, ভাতের সমান নয়।
 মাসী বল, পিসী বল, মায়ের সমান নয়।
 ২০৮১। ভাঙ্গে ঝিঞে বলে পটল।
 ২০৮২। ভাত উতলালে দিবে কাটি।
 ছাল দিবে গুটি গুটি।
 তবে ভাতের পরিপাটি।
 ২০৮৩। ভাত কাপড়ে না দিব সুখ।
 চেড়ে কলসি ভাঙবে বুক। [১
 ২০৮৪। ভাত কাপড়ের কেউ নয়।
 নাক কাটবের গোঁসাই ॥
 ২০৮৫। ভাত খাবে কাঁসী বাজাবে।
 রগড়ের কে! বা কি জানে ॥
 ২০৮৬। ভাত খেয়েছিস, না মা জনে।
 ২০৮৭। ভাত ঘর দেখে দিলে কাঠ ঘর হয়।
 কাঠ ঘর দেখে দিলে ভাত ঘর হয় ॥
 ২০৮৮। ভাত ঘরে ভাত থার। গেরাল ঘরে ঘুম যায় ॥
 ২০৮৯। ভাত ছাড়ি ভোঁ মাত ছাড়িনে।
 ২০৯০। ভাত দিলে তার ভাগাড় কৈ।

- ২০৯১। ভাত পায় না খাটী খেতে চার।
 ২০৯২। ভাতপায় না চিড়ের নাগর।
 আমানি খেয়ে পেটটা ভাগর।
 ২০৯৩। ভাত পায় না ভাতানী।
 মেগের নাম নিরানী।
 ২০৯৪। ভাত বলে মোরে খা।
 হাঁটু ধর্য ঘর ঘা।
 ২০৯৫। ভাত হাঁড়ির ভাত, এটা টিপিয়েই,
 সব জানা যায় ॥
 ২০৯৬। ভাতর থাকতে উদমো রাড়ী।
 ২০৯৭। ভাতর মারি জল মারী জলার ধারে ঘর।
 আপনার ভাতর মেরেছি আমি কোন
 শালাক উর ॥ মারি নাই ধরি নাই
 ধর্য ছিল। জট একটি কিল
 মেরে ছিলাম সেই মত্য় বটে।
 ২০৯৮। ভাতর ভাত খাই।
 নাগরের গুণ গাই ॥
 ২০৯৯। ভাতে কেন ধান।
 না ধান শুকনাকে আন ॥
 ২১০০। ভাতে শুকালো মাজা।
 আর কি হৈল তিন পঁজা ॥
 ২১০১। ভাতের সঙ্গে খোজ নাই।
 পাতর ঠক্ঠক্ করে ॥
 ২১০২। ভাবগ্রাহী জাদ্দনঃ।
 ২১০৩। ভাবতে ভাবতে পেটের ভাত চাউন হৈয়ে ধোব।
 ২১০৪। ভাবে ঢল ঢল তেল কুচো।
 বলে হেসে মোল কাল ছুঁচো।
 ২১০৫। ভয়ারও ফার।

২১০৬। ভারত ছাড়া কথা নাই।

২১০৭। ভারি বৈ ভার সহিতে জানে না।

২১০৮। ভাল কথা মনে পোল আঁচাতে আঁচাতে।

ঠাকুরঝিকে নিয়ে গেল নাচাতে নাচাতে ॥

২১০৯। ভাল বাসার এমনি গুণ।

পানের সঙ্গে যেমন চুণ।

কম টেলে লাগে ঝাল।

জেয়াদা টেলে পোড়ে গাল ॥

২১১০। ভাল ঘোড়ায় পায় না ঘাস।

গাধার চায় বুঁটে আর মাষ ॥

২১১১। ভালর ভাল সকল ঠাই।

মন্দের ভাল কোথাও নাই ॥

২১১২। ভাল মানুষের ভাত নাই।

২১১৩। ভালুক জরা মোক।

২১১৪। ভাল টুকু ত তার মোল। দুসতীনে পীরিত হৈল ॥

২১১৫। ভিকষে রাজেরাগু বাব।

তেরা কুস্তা বোলায় লেও। (১)

অথবা বাবা তেরা কুস্তা সামালো।

২১১৬। ভিক মাও কে খাও।

ঠিক্কা নজ্জিক মৎবাও।

২১১৭। ভিক্সে কহুল ভারি।

২১১৮। ভিটার সরিষা বোনা।

২১১৯। ভিটের ঘষু চরা।

২১২০। ভিতর ভিতর গিয়ে।

তুষ করেছে খেয়ে ॥

- ২১১১। ভিক্ষার ঝুলি কাঁদে করি।
বেড়ায় গরিব বাড়ী বাড়ী ॥
- ২১২২। ভুজু রাজ বদাসীত।
২১২২। ভীষ্ম দ্রোণ হত হৈল শৈলা হৈল রথী।
চক্ষু সূর্য্য অন্ত গেল জোনাকীর পোঁদে বাতি।
বিস্তর করলে পেটের পুতে কি করিবে ॥২৩
- ২১২৩। ভুজু শত পদ গচ্ছেৎ।
২১২৪। ভুলি ভুলি মনে করি।
বংশী রবে রৈতে নারি।
- ২১১৫। ভুলেও মত্য কথা কয় না।
২১:৫। ভুঁই করিবে কেন্দড়।
মাগ করিবে জেন্দড়।
- ২১২৭। ভুত কি গাচে ফলে না কন্মে বলে।
৩১২৮। ভুতে পশ্যন্তি বর্সরাঃ! (১)
২১২৯। ভুতের বোকা বওয়া বা বয়ে মরা।
২১৩০। ভুতের আবার জন্মতিথি।
২:৩১। ভূমি শূন্য রাজা।
২১৩২। ভূমে বাড়ি মারলে গুণাইগার চম্কে।
২১৩৩। ভেক না হইলে ভিক মিলে না।
২১৩৪। ভেক পারী আমরা ভাই।
মান অপমান নাই ॥
কখন বা বজরা চড়ি।
কখন বা ডিঙ্গে বাই ॥
- ২১৩৫। ভেকো বক বকায়তে। (২)

(১) রাজা পশ্যতি বর্সরাঃ দ্বিগুণ পশ্যন্তি পশ্চিমাঃ।

পশুঃ পশ্যতি গন্ধেন ভুতে পশ্যন্তি বর্সরাঃ ॥

(২) দিবা চ্যুত ফলং প্রাপ্য নগরং বাতি কোকিলঃ।

পীষা কর্দ্দম পানীয়াং ভেকো বক বকায়তে ॥

- ২১৩৬। ভেড়ার মধ্যে বাঁজুর পরামানিক ।
 ২১৩৭। ভেড়ার সাধ্য কি যব মাড়া ।
 ২১৩৮। ভেতো বজ্রালী । (১)
 ২১৩৯। ভেবে করা আর করে ভাবা ।
 ২১৪০। ভেবে ভেবে শরীর কালী টেল ।
 ২১৪১। ভেয়ের ভাই, মেরেও যার ফিরেও চায় ।
 ২১৪২। ভোঁদড়ের গন্ধে মাছের গায়ে জ্বর হয় ।
 ২১৪৩। ভোগা দিয়ে কাগা মারা ।
 ২১৪৪। ভাল ভাল করে তাকিয়ে রয়েছে ।

ন

- ২১৪৫। মগের দুলুচ ।
 ২১৪৬। মত্ত কুঞ্জর সংঘ তং ।
 ভিন্ত্যেকোপি কেশরী ।
 ২১৪৭। মঘা, এড়াবি ক ঘা ।
 ২১৪৮। মড়ের ভাগ্যে চুলচিরে বিচার ।
 ২১৪৯। মণ্ড চকেনা পিষ্টক খান ।
 ২১৫০। মৎস্য চিনে গহীর গম্য,
 পক্ষী চিনে ডাল । মা জানে পুতের দরদ
 ছাতি বিদরে যার ॥
 ২১৫১। মৎস্য রজঃ কলকঃ ।
 ২১৫২। মৎস্যানি সর্গ ভক্ষণি ।
 ২১৫৩। মধু মাখা কথা ।
 ২১৫৪। মদন মোহন ঘোল পান নাই ।
 ভালুকের আড়াই সের ছুদ ॥
 ২১৫৫। মধুরেণ সমাপয়েৎ ।

(১) কেবল ভাত খেয়ে বেড়ায় উত্তম মাংস যত পকাদ পায় না
 একদ্য নির্বোধ ও সাহস হীন বলা যায় না ।

- ২১৫৬ । মধু মাথা পাতর ।
 ২১৫৭ । মধু নাই মধুর পাত্র আছে ।
 ২১৫৮ । মধুপান করিতে পারি ।
 মাছির কামড় সহিতে নারি ।
 ২১৫৯ । মন চায় বাদশা হৈতে ।
 খোঁদায় না দেয় মেজে খেতে ॥
 ২১৬০ । মন আশ্রুনে পুড়ে মরা ।
 ২১৬১ । মন না দিলে হাজার ডাকে ।
 কাণ না শুন্তে পায় ॥
 ২১৬২ । মনঃপূতঃ সমাচরেৎ ।
 ২১৬৩ । মনসার সঙ্গে বাদ ।
 ২১৬৪ । মনে করি হেন কর্ম না করিব আর ।
 স্বভাবে করায় কর্ম কি দোষ আমার ॥
 ২১৬৫ । মনের কথা আকুড়িসি দিয়ে
 টেনে বাহির করেছে ।
 ২১৬৬ । মনে মনে মন কলা খাওয়া ।
 ২১৬৭ । মনে মনে হাসে চোষা ।
 কাঁদে নাঙ্গল জাত ব্যবসা ॥
 ২১৬৮ । মনএব মনুষ্যানং কারণং বন্ধমোকরোঃ ।
 ২১৬৯ । মনে মনে মিল ॥
 লেগে গেলে খিল ॥
 ২১৭০ । মনটী মকের বটে হাতে কিন্তু পয়সা নাই ।
 জোনাকী পোকার আলোক দেখে
 গাস বাতির সক মিটাই ॥
 ২১৭১ । মনের ভাব কেউ বুঝেনা ।
 ২১৭২ । ময়দা পেবা কোরব ।
 অথবা ময়দা পেয়া কল ॥
 ২১৭৩ । ময়না টেয়া উড়িয়ে দিয়ে খঁচায় পোষেন কাক

২১৭৫। মরতে বসলে পীরের দিকে পা।

২১৭৬। মরতে বসেছে শর বনে।

চেয়ে রয়েছে ঘর পানে।

২১৭৭। মরতে নাইকো ভয়।

রাজবস্ত্র পরতে চায়।

২১৭৮। মরণ কালে জিওন কাটা।

২১৭৯। মরণ কালে হরি নাম।

২১৮০। মরণ নিকটে যার।

কি করে ঔষধে তার।

২১৮১। মরণ কালে জল স্বেদ।

২১৮২। মরণ নাই কোন কালে।

মোচ রেখেছ তোবড়া গালে।

২১৮৩। মরণ নাই মরবে কিসে।

আয় আমার ঠেই ঐশ্বর্য নিনে।

২১৮৪। মরণ নাই মরবে কবে।

তুমি ফলে আমার হাড় জুড়াবে।

২১৮৫। মরণান্তানি বৈরাণী।

২১৮৬। মরণে যা মতি সা গতি।

২১৮৭। মরণের ভগ্ন দশা।

মুখে আগুন দিয়ে বাহিরে বসা।

২১৮৮। মরা কাট ঠেলা।

২১৮৯। মরা গাছে ফুল ফুটেছে কাটবার নয়।

২১৯০। মরা ঘোড়া পাড়া খাওয়ার বম।

২১৯১। মরা কামড় দেওয়া।

২১৯২। মরি কিবা গুণান্বিত।

হাঁড়ী খেগো শেষে মূতো।

২১৯৩। মরিবার সময় হরিবোল।

- ২১৯৪। মরা বাঘকে কিলিয়ে মারা।
 ২১৯৫। মরা ভাতার তালুই জ্ঞান।
 ২১৯৬। মরার চুল ছিড়লে হাল কি? (হয় না।)
 ২১৯৭। মরুক গরু হউক ধান।
 বৎসর বৎসর কিনে আন।
 ২১৯৮। মর্দনাদগুণ বর্জনং।
 ভুজ্জ নং কাঞ্চনং ভেরীং দুষ্ট জ্যো দুষ্ট বাহনং
 ইক্ষুদগুণ তিলাঙ্গুদ্রান্ মর্দয়েদগুণ বৃদ্ধয়ে ॥
 ২১৯৯। মল্ল পেরে ঘুমিয়ে বাঁচি।
 ২২০০। মরেও না বাঁচেও না আড়া লেগে আছে।
 ২২০১। মশার সঙ্গে হাতের দ্বন্দ্ব।
 ২২০২। মশালের আগে চেরাগের আলো।
 ২২০৩। মহেন্দ্র ঋণে যোগ পেয়েছে।
 ২২০৪। মশা মেরে হাত কাল বা হাত গোঁধানো।
 ২২০৫। মসিনা বিটল।
 ২২০৬। মসিনার ঘানি।
 ২২০৭। মহাগজাঃ পলায়ন্তে মশকানাং ত কা গতিঃ।
 ২২০৮। মহতের আঁস্তাকুড়ও ভাঙ্গ।
 অসতের সিংহাসনও কিছু নয়।
 ২২০৯। মহাভারত মহাভারত।
 ২২১০। মাইরি দিদি ফুট কলাই।
 ছড়িয়ে দিলে গড়িয়ে যায়।
 ২২১১। মহিমের বদলে মশা, তবু পিচ পা হবে না।
 ২২১২। মাইরি রমো। দাঁত দেখি তোর বরষ কত ॥
 ২২১৩। মাং সং মাংসেন বর্জ্যতে।
 ২২১৪। মাক্ষমা মদ ব্রাহ্মণেও খায়।
 ২২১৫। মক্ষিকা যাকৃতো বেষ্যা যাচকোমূষকস্তথা।
 গ্রামণীগণকশ্চৈব সঠৈশ্চৈতে পরবাধকাঃ ॥

২২১৬। মাগ ভাতার যখন ।

রোজগার তখন ॥

২২১৭। মাগ চিনেছে গোবিন্দ কাণা ।

২২১৮। মাগির পাতে মিন্বে খায় ।

২২১৯। মাগ বেচে পুতের বিরে কুটুম বেড়ে গেল । ✓

২২২০। মাগুস্বড়ের স্ত্রী শুধু ভাত খায় না । (১)

২২২১। মা গুণে কি বাপ গুণে পো ।

২২২২। মাকাল রাগ করবে আপনার বিল নিয়ে থাকিবে ।

২২২৩। মাগ মরা পুরুষের ঘরে বসো আঁটনি ।

গুজর যাটেন জল শুকালে জবাব পান পাটনি ॥

২২২৪। মাগের ভেড়ো ।

২২২৫। মাগ করবে জেয়াদা ।

ভুঁই করবে ভো কাদা ॥

২২২৬। মাজনারে আবার টকঘোল ।

২২২৭। মাগ না পোঁছে। ভাতার

বলে আমার মান আছে ।

২২২৮। মাজার কুঠি ভূতে বয় । ✓

২২২৯। মাজে ভিক পোঁছে গার জামা ।

২২৩০। মাচা নাই (২) তার বুধবার ।

২২৩১। মা চায় পেটের দিকে ।

মাগ চায় মঠের দিকে ॥

২২৩২। মাছ ধুইলে মিঠে মাংস ধুইলে সিটে ।

(১) মাগুস্বড়িয়ার--ভাতার পুতে শুধু ভাত খায় কি ; ইতিহাসপাঠঃ)

(২) মাচা অর্থঃ—ধানের মড়াই, বা গোলাকে বলে। কোন ব্যক্তি গোপ গৃহে মৃত্যে আসিতে গিয়াছিল, তাহাতে ঐ গোপ কহিল অদ্য বুধবার মৃত্যে দিব না। তদন্তরে উক্ত ভাগিন্দ্রক ব্যক্তি কহিল যার চাউল মৃত্যে নাই তার বুধবার বলার ফল কি ; অর্থঃ মাচা নাই তার বুধবার ।

২২৩৩। মাছের শত্রু হয় অনেকে।

২২৩৪। মাছ খাবে তো মাগুর।

আর কি করবে তো ঠাকুর॥

২২৩৫। মাছ খেল মেছো কুমীরে।

চড়ক গাছের দোষ।।

২২৩৬। মাছের মা শাকের ছা।

কচি পাটা বুড়ো মেঘ।

দইয়ের আগ ঘোমের শেষ॥

২২৩৭। মাছ খায় না. মাছের খোল খায়।

২২৩৮। মাছির গলায় ফাঁসী।

২২৩৯। মাছ মরেছে বিড়াল কাঁদে শাস্ত করে বকে।

বাগানের শোকে সঁতার

পানী হেরি সাপের চোখে।

২২৪০। মাজো ঘসো কর ক্ষয়।

কালো কখন কি গোরে হয়।

২২৪১। মাটির গুণ।

২২৪২। মাতার সমান নাই শরীর পোষিকা।

কান্তার সমান নাই শরীর ভোষিকা।

২২৪৩। মাতৃ গর্ভে থাক।

২২৪৪। মাতঙ্গ পড়িলে দরে। পতঙ্গ গ্রহণ করে॥

২২৪৫। মাথাটা মোর থাকস্ থাকস্।

পেটটা মোর হেঁড়ে রাখস্॥

২২৪৬। মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢালা।

২২৪৭। মাথায় মৃততে মুখে পড়ে।

২২৪৮। মাথা গুঁজে থাক।

২২৪৯। মাথাটা যেন চণ্ডী ওল পেটটা যেন নাদা।

২২৫০। মানস হৈল যা। পূর্ণ হৈল তা।

২২৫১। মানিদের জাত ।

কে কার দেয় পৌঁদে হাত ॥

২২৫২। মানি তো মানি নয়তো দু পা দে ছানি ।

২২৫৩। মানুষ পাখির জাত ।

২২৫৪। মানুষ পড়ুক কলসী না ভাঙ্গুক ।

২২৫৫। মাতৃহীন শিশু জীবনং বৃথা, কান্ত্যাহীন নবদৌৰনং
তথা । শাস্তিহীন তপসঃ ফলং বৃথা, তিত্তিগী
রস বিহীন ভোজনং ॥

২২৫৬। মানুষের শত্রু কাণা ।

জন্মের শত্রু পান্না ॥

২২৫৭। মানুষ নয় কয় কথা ।

সইতে পারি না ঘাব কোথা ॥

২২৫৮। মানোহি মহতাং ধনং ।

উত্তমা মানমিচ্ছন্তি ধন মানোহি মধ্যমাঃ ।

অধমা ধনমিচ্ছন্তি মানোহি মহতাং ধনং ॥

২২৫৯। মানোয়ারি গোরা ।

২২৬০। মা বলেছেন ঘরে ভাত নাই।

২২৬১। মা বাপ মরা যায় ।

২২৬২। মা মরেন দোষ নাই। বৌকাঁচলে বাঁচি।

২২৬৩। না মোলে বাবা তালুই ।

ছেলে হয় বনের বাউই ॥

২২৬৪। আমার ক্ষেতে বিয়েলো গাই ।

সেই সম্পর্কে মামাতো ভাই ॥

২২৬৫। মা মরে বীর জন্মে ।

কি মরে গোদা মিনষের জন্মে ॥

২২৬৬। নামা ভাগিনায় যেখানে ।

আপদ নাই সেখানে ॥

২২৬৭। মামার সম্বন্ধী পিসের ভাই।

তার সঙ্গে সম্পর্ক নাই॥

২২৬৮। মামলায় চড়লে ভূতে পার।

পূর্ন ধন নেড়ের খায়॥

২২৬৯। মামার নামে ধামা ধামা।

শ্বশুরের নামে আদ ধামা॥

২২৭০। মায় জানে না পোয় জানে না।

হোগল বনে বিয়ে॥

২২৭১। না যার আইবুড়, তার কি শ্বশুর বাড়ী যায়।

২২৭২। মায়ে মারা বাপে খেদান ?

২২৭৩। মায়ের পেটে ভাত না ইকো মেগের চন্দ্রহার

মাঠে বিউলে মেগে পেলে তার ধন কার॥

২২৭৪। মায়ের নাম চুটকী বাঁদী।

পুতের নাম সুলতান খাঁ॥

২২৭৫। মারতে গেলে মার খেতে হয়।

২২৭৬। মারত্রে সর্দতো জরঃ।

২২৭৭। মার দয়া নাই মারীর দয়া।

২২৭৮। মার চেয়ে কি কাজী।

টেকীর নুসল দে বানায় পাঁজি।

২২৭৯। মার বুন মানী, কাদা দিয়ে ঠেসী।

বাপের বুন পিসা ভাত ক'পড় দে পুখী॥

২২৮০। মার মত শ্বশুড়ী। দাদার মত স্বামী।

২২৮১। মারের চেয়ে তাড়া ভাল।

২২৮২। মারিতে পারে না বন্দুক ঘাড়ে।

শিরাল দেখে চিত হৈয়ে গড়ে॥

২২৮৩। মাসা মাসী গেল মাজা মাজা আছে।

২২৮৪। মাসাতটাকে প্রতিপালন করে।

বাপ একটাকেও পারে না॥

- ২২৮৫। মাসীর বড় রস, পিসীর বড় রস।
এক পাথর আমানি, ভাত গোটা দশ ॥
- ২২৮৬। মাহিনার সঙ্গে খোজ নাই নক করগা।
বা নকুরী করগা ॥
- ২২৮৭। মিছরীর ছুরী।
- ২২৮৮। মিছে মায়ায় বশীভূত।
- ২২৮৯। মিছে কাজে ভ্রমণ করা।
- ২২৯০। মিছে ডুমুর গুমর করে।
পাকলে ডুমুর খসে পড়ে ॥
- ২২৯১। মিছে কর বাসর সজ্জা।
কৃষ্ণ না এলে পাবে লজ্জা।
- ২২৯২। মিট মিটে ডাইন।
- ২২৯৩। মিড় মিড়ে প্রদীপ।
আর বিড় বিড়ে বউ ॥
- ২২৯৪। মিটে পেলে ছাই।
ভাতার পুতকে নাই।
- ২২৯৫। মিথ্যা কাজেই মুখ পাত ঠিক।
- ২২৯৬। মিনষের যদি এত যজমান।
মাগি কেন ভানে ধান ॥
- ২২৯৭। মিনষের কোলে ছেলে দিয়ে।
মাগি যায় নড়াইয়ে ধেয়ে ॥
- ২২৯৮। মিল ক আর না মিলক খেজুর গাছ।
- ২২৯৯। মিষ্ট কথায় মন ভিজেনা।
অথবা মিষ্ট কথায় মন ভিজে ॥
- ২৩০০। মিষ্ট মুখ পেলে কুকুরে চাটে।
- ২৩০১। মিষ্ট কুল পেলে, আটি শুদ্ধ গেলে।
অথবা মিষ্ট পেলে আটি শুদ্ধ গেলে ॥
- ২৩০২। মিষ্টি হাসিতে নৃষ্টি পেয়েছে।



২৩০৩। মুখে পদ্ম দলাকারে বচস্চন্দন শীতলং ।
সংকর্ত্তরী সমংচাতি বিনয়ো ধূর্ত লক্ষণং ॥

২৩০৪। মুখ খানি যেন ক্ষুরের ধার ।

২৩০৫। মুখ পোড়া বানর ।

২৩০৬। মুখ মে সেখ ফরিদ বগল মে ইট ।

২৩০৭। মুখ যেন তোলো হাঁড়ি । অথবা
মুখে যেন তোলো হাঁড়ি নামিয়েছে ॥

২৩০৮। মুখ শুকায়ে গোবর হৈল ।

অথবা তুলসী পাতা হৈল ।

২৩০৯। মুখ সর্বস্ব কাঁটাল কুশি ।

২৩১০। মুখে অমৃত মুখেই বিষ ।

২৩১১। মুখে আগুন বুকে বাশ ।

বাছা চেয়ে রয়েছেন বালু হাঁস ॥

২৩১২। মুখেন মারিতং জগৎ ।

২৩১৩। মুখে ভাল অন্তরে দড় ।

খাওয়া দাওয়া নাই পীরিত বড় ।

২৩১৪। মুখে মুখে সরস্বতী ।

২৩১৫। মুখে রাম রাম বগলে ছুরী ।

২৩১৬। মুখের কথা বাহির হৈলে আর ফিরে না ।

২৩১৭। নুগুণে পরকোষা (১) ।

২৩১৮। মুচির আবার মাজ তো ভাই ।

২৩১৯। মুচির কুকুর ।

২৩২০। মুচির নেই নাক,

শুঁড়ির নেই কান ।

২৩২১। মুহলমানের জল খেয়েছ

রাগকে বল্যে দিব ।

২৩২২। মুছলমানের বাজা। চারি শান্ত পড়িলেও

তবু না ছাড়ে খণ্ড ক্যান্ডে কাঁজা ॥

২৩২৩। মুটের মাথায় চীনের ছাতা।

২৩২৪। মুড়কীর মাছি।

২৩২৫। মুড়াগাছার গান।

২৩২৬। মড়ি কোদালে পুকুর খোদা

বা দৌঘা খোদা।

২৩২৭। মুড়ি মিছরির সমান দর।

২৩২৮। মুন্সিগেলে ঘোম পান না।

বৈসেকে পাঠায় ছদ্মকে ॥

২৩২৯। মুরদে নেই সীমে।

রথ দিয়েছে নিমে ॥

২৩৩০। মুষ্টি ভিক্ষে পায় না।

উঠন কোঁটরে বসে।

২৩৩১। মূত কুড়িতে ছাত্ত মলা।

২৩৩২। মূতে শ্রীদীপ জ্বলেছে।

২৩৩৩। মূর্থ বৈদ্যো যমঃ সমঃ।

২৩৩৪। মূর্থশচ পুত্রো বিধবাচ কন্যা। (১)

২৩৩৫। মূর্থস্য মূর্থোগতিঃ।

২৩৩৬। মূর্থেন কিং ভাষণং!

২৩৩৭। মূর্থের অনেক দোষ

২৩৩৮। মূর্থের এই অভিমান।

আমি বড় বুদ্ধিমান ॥

২৩৩৯। মূর্থের মরণ গাছের আগার।

২৩৪০। মূর্থো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে।

(২) কুগ্রামবাসী কুলনস্য সেবা কুলোজনং ক্রোধ মুখীচ ভাষ্য।
মূর্থশচ পুত্রো বিধবাচ কন্যা বিনারিমা সংসহতে শরীরং ॥

- ২৩৪০। মূলো চোরের ফাসি । (১)
 ২৩৪১। যুগ নাভি কস্তুরী । (২)
 ২৩৪২। মৃৎপিণ্ড একো বহুভাণ্ড রূপঃ সুবর্ণমেকঃ
 বহু ভূষণাভা । গোক্ষীর মেকঃ বহু ধেনুজাত
 মেকঃ পরাভা বহু দেহবর্তী ।
 ২৩৪৩। মৃত্যুর্ধ্ব প্রাণিনাং ধুবং ।
 ২৩৪৪। মেকি টাকায় ঘন নিশান ।
 ২৩৪৫। মেগের বেটী মাগ । না চিনেন চীনের নিন্দুর
 না চিনেন ফাগ ॥ স্ত্রী প্রতি পুরুষের উক্তি ॥
 ২৩৪৬। মেড়ার শিঙ্গে ছীর। ভাঙ্গে মানীর অপমান ।
 ২৩৪৭। মেঘ হৈয়েছে ঢাকা ঢাকা, কি কর শ্বউরা দেখা
 জেথঃ ॥ ক্ষেতের মাঝে বাধগে আল, জল হবে আজ কাল ॥
 ২৩৪৮। মেঘ চাইতে জল ।
 ২৩৪৯। মেঘি মুখো বা মেয়ে মুখো !
 ২৩৫০। মেয়ে ছেলের বাইড় না কলা গাহের বাইড় ।
 ২৩৫১। মেয়ের আশ্বাসে রহে সে বড় পামর ।
 ২৩৫২। মেঘের বুড়ো ছাগলের কর্টি ।
 ২৩৫৩। মেয়ের কপাল না বাঁদির কপাল ।
 ২৩৫৪। মেয়ে বড় মন্দ নয়, এমন হৈয়ে রয়েছে বলে,
 চাপ পলে দেখায় জাল ।

(১) এক ব্যক্তি কোন চাষার ক্ষেত্রে মূল্য চুরী করিয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধে ঐ চাষা মেং আলিএট মাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিস করে, তিনি চুরী কর্তৃক অতি কঠিন বোধ করিতেন, এজন্য ঐ মূল্য চোরকে ফাসির হুকুম দেন তদবধি এই প্রবাদ চলিত হইয়াছে ঐ কার্য্য খঃ ১৮০৩ সাল, বাঙ্গালা ১২১২ সালে সম্পন্ন হয়। ইহা লোক প্রবাদে জানা যায় ॥

(২) এক ব্যক্তি চারুককে বলিয়াছিল যে যুগনাভি কস্তুরী ক্রয় করিয়া আন। সে ঐ নাম ভুলিয়া তৎস্থানে বৃকভাষু নন্দিনী উল্লেখে বেনের্য দোকানে যায়, তাহার। পরিহাস করে।

- ২৩৫৫। মোগল পাঠান হৃদ হৈল পারসি পড়েন তাঁতি।
বাগ পমামোবিড়াল এলো শীকার কর্তে হাতি।
ময়ূর গেল ছাতার এলো ফুলিয়ে বুকের ছাতি॥
- ২৩৫৬। মোটেই মা ভাত রাধেনা তার আবার পান্ত। (১)
- ২৩৫৭। মোটে নাই আলি। ঘন করে য়োও॥
- ২৩৫৮। মৌনঃ সর্কার্থ সাধকঃ।
- ২৩৫৯। মৌনেন কলহো নাস্তি নাস্তি আগরতো ভয়ঃ।
- ২৩৬০। মোটা কাটা চিকণ কাটা।
তোর বাপের কি ধার ধারী॥ (২)
- ২৩৬১। মোড়ল এয়েছে ফিরে গাও।
- ২৩৬২। মোল্লাজি ফয়তা জান। না কোথাকার
কথা কোথার আন॥
- ২৩৬৩। মোল্লার দাড়ী ঔষধে লাগে।

য

- ২৩৬৪। যখন আদর ঘোটে।
তখন ফুট কলাই দিয়ে ফোটে।
যখন আদর টুটে।
তখন মুগুর দিয়ে ঠোঁকে।
- ২৩৬৫। যখন পাকিবে তাল।
তাকে আছে অনেক কাল॥
- ২৩৬৬। যখন যার। 'তখন তার॥
- ২৩৬৭। যখন যার পত্ততা হয়॥
ধুলা মুটি ধরিলে সোণামুটি হয়॥

(১) মোটে মা ভাত রাধেনা, তার তণ্ড আর পান্ত। ইতি দ্বিপাঠঃ।

(২) পূর্বকালে কাটনা কাটা জীলোকদের রীতি ছিল তাহাতে এক ব্যক্তি মোটা স্ত্রী কাটাতে উপহাস করে তাহাতে জীলোক ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ প্রবাদ বলিয়াছিল।

২৩৬৮। যজ্ঞমেনে ব্রাহ্মণের হাজাশকা নাই।

২৩৬৯। যত আছে পুরাণ।

কেহ নহে ভাগবতের সমান ।

২৩৭০। যতই শেষ। ততই বেশ।

২৩৭১। যত ইচ্ছা তত যাও।

ক্রোশ অস্ত্রে পা মোও ॥ (১)

২৩৭২। যত করি আঁটু বাঁটু।

তত হয় ছোলায় ছাতু ॥

২৩৭৩। যত খাট, তত নট।

২৩৭৪। যত খায়, যত জোলায়।

২৩৭৫। যত গুড়, তত মিষ্ট।

২৩৭৬। যত চতুর, তত কতুর।

২৩৭৭। যত ভাকৈ, তত ডহে না।

২৩৭৮। যত দিন দুদ, তত দিন পুত।

২৩৭৯। যত দিন রস, তত দিন বশ।

২৩৮০। যত দিন শেষে মৃতো।

তত দিন কোলে পুত ॥

২৩৮১। যত ছুর মুখ, তত ছুর কথা।

২৩৮২। যত দেখে আঁটা আঁটি।

কোন্দলে ভিজায় মাটি ॥

২৩৮৩। যত যন্ত্রণা, তত মন্ত্রণা।

২৩৮৪। যতনের মধু পিপড়েয় খায়।

অবতনের মধু গড়াগড়ি যায় ॥

২৩৮৫। যত্র আর, তত্র ব্যয়।

২৩৮৬। যত্রধুমন্ত্র বহিঃ।

২৩৮৭। যত্র তিষ্ঠতি ধর্ম্মাত্মা তত্র দেবোপি তিষ্ঠতি।

২৩৮৮। যত্ন করে দিলাম ভাত। শামকী নিরে মারল দৌত

- ২৩৮৯। যত বল না শুনে কাণে।
 ২৩৯০। যঃ পলায়তি নজীবতি।
 ২৩৯১। যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিখকে নাস্তি দৃষণং।
 ২৩৯২। যথা ধর্ম্য তথা জয়।
 পাপ করিলে ভুগিতে হয়।
 ২৩৯৩। যথা পিতা তথা পুত্রঃ।
 ২৩৯৪। যথা পূর্বং তথা পরঃ।
 ২৩৯৫। যথা বীজং তথা কুরঃ।
 ২৩৯৬। যথা রাজা তথা প্রজা।
 ২৩৯৭। যথার্থ বাদী লোক বিরোধী।
 ২৩৯৮। যদি ঔয়াল কচুর পাত।
 পাতে রৈল চাষার ভাত। (১)
 ২৩৯৯। যদি কহে পাকের কথা।
 তবেই উঠে মাথায় ব্যথা।
 ২৪০০। যদি কিঞ্চিৎদ্বরে দোষঃ কিং ধনেন কুলেন কিং।
 ২৪০১। যদি শুব কিনে।
 তবে কেন খাব চিনে।
 ২৪০২। যদিচ না থাকে মান।
 কি করিবে পাকা ধান।
 ২৪০৩। যদি থাকে আগা পাছা। (২)
 কি করে তার লাগা মাছা।
 ২৪০৪। যদি পায় রাজ্য দেশ।
 তবু না যাবে বৃহস্পতির শেষ।

(১) ওয়াল-অর্থাৎ শুকাল।

(২) আগা অর্থাৎ ঘৃত। পাছা অর্থাৎ দুগ্ধ। এই প্রবাদ ভোজনের বিষয়ে ব্যবহৃত হয়, কারণ ভোজন কালে অগ্রে ঘৃত এবং শেষে দুগ্ধ ব্যবহার করে। তদন্তাবে শাক মাছ ভোজনে কি হয়।

২৩৫। যদি বয়ে ঠায়। (১)

তবে মেল মাদার ভেসে যায়।

২৩৬। যদি বয়ে মকরে। (২)

খন্দ হয় টীকরে।

২৪০৭। যদি বেণে বৈষ্ণব হয়।

তবু অন্তঃকরণ শুদ্ধ নয়।

২৪০৮। যদি হৃদয় মশুদ্রং তস্য সর্কং বিরুদ্ধং।

২৪০৯। যদি ধৈর্যমসি স্থিতং।

২৪১০। নদ্রবংশে লোহার বাটী।

২৪১১। যব জেছা, তব জেছা।

২৪১২। যব দেগা ছাপ্পর ফুড়কে দেগা।

২৪১৩। যমস্ত্য করুণা নাস্তি তস্মাৎজাগ্রতঃ।

২৪১৪। যমের অকুটি।

২৪১৫। যমের দক্ষিণ দ্বার।

২৪১৬। যমের মুখে পিড়রা ভাজা।

২৪১৭। যশোদা কি ভাগ্যবতী। পরের পুত্রে পুত্রবতী।

২৪১৮। যস্মিন্ জীবতি জীবন্তি বহবঃ সতু জীবতি।

২৪১৯। যাউক প্রাণ ভিক্ষা মেঙ্গে খাব।

২৪২০। যা দিবে অঙ্গে, তাই যাবে সঙ্গে।

২৪২১। নাদৃশী নাতা তাদৃশী প্রভী।

২৪২২। নাচলে সোণা রাং হয়।

২৪২৩। যাচিলে জামাই কুটি না খায়।

রাত্রি হৈলে ঢেকশেল চাঁটিতে যায়।

২৪২৪। যাচে ভেড়ে আর খোজে ভেড়ে।

২৪২৫। যাছিল পান পান্ডা মায়ে বিয়ে খেঁনু।

ঘর জামায়ে জামায়ের জন্যে ধান শুকাতে দিনু।

(১) ঠায় অর্পণ আধিক। মেল মাদার অর্থাৎ মেল মদার পান্ডা

(২) টীকর অর্থাৎ কঠিন বৃত্তিকা।

২৪২৬। যাছিল রয়ে বসে।

তা ঘূটালে বৈদ্য এসে।

২৪২৭। যান উত্তর, বলেন পূব।

২৪২৮। যা নেই পাতে। তাই চায়

মোর ঘেঁষে খেতে।

২৪২৯। যাবম্মুখগতঃ পিণ্ডঃ তানম্মুর ভাষণঃ।

২৪৩০। যাবার বেলায় খাবারি ম ছ।

২৪৩১। যাবে কেন থাকে।

কাঁথা দিব ছাখা।

২৪৩২। যা ভাব তা মস, যাঁয়ের পেটে পিলে।

২৪৩৩। যায় যায় সাধ। খেচ পানে চায়।

২৪৩৪। যা যায় কালে। তা য় থুইতে।

২৪৩৫। যার অন্তর কাঁসা।

তার মুখে ছাঁল।

২৪৩৬। যার অক তার পড়।

কলা চুঁষেন ভুঁড়া ফুর।

২৪৩৭। যার আছে () নীকা।

সেই জানে পানীর ঘা।

২৪৩৮। যার খাই, তার গাই।

২৪৩৯। যার খাই, স ছাড়বে কেন।

২৪৪০। যার গুরু নেই নন্দন বনে চরে।

যার স্ত্রী বেই এককালে মারে।

২৪৪১। যার গুরু সে বাঁজা বলে। পাড়া

পড়সী বলে এর সাত বিএন॥

অথবা বৎসর বিউনে।

২৪৪২। যার ঘোড়া সে যদি উলটো দিকে চড়ে।

২৪৪৩। যার ঘোড়া তার ঘোড়া নয়।

চেরাক দারের ঘোড়া।

২৪৪৪। যার ছেলে কুমীরে খায়।

সে ঢেঁকী দেখে ভরায়॥

২৪৪৫। যার জন্যে আমি হাঁটু জলে নামি।

আমার জন্যে সে গঙ্গা জলে নামে।

২৪৪৬। যার জন্যে এত। সেই রইল ক্ষেত।

২৪৪৭। যার জন্যে করলাম যো।

সেই বলে পৈতানে শো। (১)

২৪৪৮। যার জন্যে করলাম চুরী সেই বলে চোর।

খাটিলে মাঁহিনা নাই, বরাতেই বুঝ।

২৪৪৯। যার জন্যে বুক ফাটে।

সে আমারে এঁকে কাটে।

২৪৫০। যার জন্যে ভেবে মরি॥

সে না হৈল আপনারি।

২৪৫১। যা রটে, তা বটে।

২৪৫২। যার ভোলে ভাত।

তার পাড়ানে কৈ। (২)

২৪৫৩। যার দুঃখ সেই বুজে।

অন্য লোকে লাঠি বাজে।

২৪৫৪। যার ধারি তার মরণ কর।

যে আমার ধারে তার দুয়ার

দিয়ে পথ করি॥

২৪৫৫। যার নাই পরস। কড়ি।

খাণ্ডী মারে ঝাঁটার বাড়ী।

২৪৫৬। যার নাম ভাজা চাউল তার নাম মুড়ি।

আর যার মাথায় ধলো চুল তারী নাম বুড়ী।

(১) যো অর্থাৎ বশীভূত করা। পৈতানে অর্থাৎ পা রাখিবার স্থান (পাছতলা)।

(২) পাড়ানে অর্থাৎ পেড়ে আনে। এমন লোক কৈ, কোথা।

২৪৫৭। যার না হাতে ধরি তার পায়ে পড়ি।

[বা পায়ে ধরি]।

২৪৫৮। যার পুতের বিয়ে তার দেখতে মানা।

২৪৫৯। যার প্রসাদে রামের মা।

তারে তুমি চেননা।

২৪৬০। যার বংশ না বাড়ে।

তার নাতী আগে মরে।

২৪৬১। যার বাড়ীতে আঁকি নাই।

তার কথা মিঠে নয়।

২৪৬২। যার বাড়ী বিয়ে। সে খায়

ঘরে দুয়ার দিয়ে।

২৪৬৩। যার বাত নড়ে।

তার বাপ নড়ে। (১)

২৪৬৪। যার বাপ খেতো শালুক পাতে ভাত।

তার ছেলের কাণে দেখি কলম চৌদ্দহাত।

২৪৬৫। যার বাপ না মারে ফুকী। (২)

তার বেটা তীরন্দাজ।

২৪৬৬। যার বিয়ে তার দেখতে মানা। (৩)

২৪৬৭। যার বৌ সেই লৈয়ে যায়।

কাদে নিষে ঢুলি।

২৪৬৮। যার ভাতার তার ভাতার।

কেদে মরে হরের ছুতার। (বা ছাতার)

২৪৬৯। যার ভাল তার সঙ্গে গেল।

২৪৭০। যার মনে যেইটা।

উককুরাইয়া উঠে সেইটা।

(১) যার বাতের ঠিক নাই। তার বাপের ঠিক নাই। ইতিহাসাঃ।

(২) ফুকী অর্থাৎ পোকা।

(৩) অর্থাৎ ধোপার বিয়েতে বর সুখাচ্ছাদন করিয়া বিবাহ করে।

২৪৭১। যার মাটি।

তারে না আঁটি।

২৪৭২। যার মাথায় কাল চুল তারে চিনা ভার।

২৪৭৩। যার মাভা তার মাভা নাই।

আল্লাই মারে দই॥ (১)

২৪৭৪। যার মাথা ভাঙ্গবে, সেই চুন খুজবে।

২৪৭৫। যার মুখে বিষ আছে।

তার জীব চেরা।

২৪৭৬। যার যার মনের কথা, সেই সেই জানে।

২৪৭৭। যার লাঠি, তার মাটি।

২৪৭৮। যার শরীরে দয়া নাই সেও কি শরীর।

মসকিল আসান নাই সেও কখন পীর।

২৪৭৯। যার সঙ্গে দুস্তি। তার সঙ্গে কুস্তি॥

২৪৮০। যার সঙ্গে থাকে ভাব।

তার মুখ দেখলেও লাভ।

২৪৮১। যার সঙ্গে প্রেম থাকে।

ডেকে কি সুধায় না তাকে।

চোকে চোকে মুখেই সেই এক গেছে দিন।

২৪৮২। যার সজ্ঞ রূপে প্রাণ কান্দে।

সে কেন আবার চুড়া বাঁধে॥

২৪৮৩। যার সুন্দর তারে।

চলরে খেঁদা ঘরে!

২৪৮৪। যার স্বামী যারে বড় আদর করে।

তার সতীন তা দেখে গলায় দড়ী দিয়ে মরে॥

২৪৮৫। যার হাঙ্গা তারে চিওবে।

অথবা হাঙ্গায় চিওবে!

- ২৪৮৬। যার হাত, তার পাত !
 ২৪৮৭। যারে দেখি না হাটে মাটে।
 তাকে দেখি জলের ঘাটে।
 ২৪৮৮। যারে নিয়ে লীলা খেলা।
 তারে কর অবহেলা।
 ২৪৮৯। যারে বলি ভাল ভাল।
 সেই দেয় কাঠের আলো !
 বা অন্তরে কাল ॥
 ২৪৯০। যারে যেমন গড়েছে বিধি।
 তার ভাতারের পরম নিধি ॥
 ২৪৯১। যুও যুবতী ভাজা।
 তিন বাদলের মজা।
 ২৪৯২। যুক্তি যুক্তংবচো গ্রাহ্যবানাদপি শুকাদপি।
 ২৪৯৩। যুগীর গীতে ভণিতা নাই। (১)
 বা আলাপচারী নাই।
 ২৪৯৪। যে আগুন থাকে, সে আঙ্গুর বর্ষাবে।
 ২৪৯৫। যে আগুন, তাতে আবার কাঁটালের বীচ।
 ২৪৯৬। যে আপনি খেতে জানে।
 সে পরকেও খাওয়াতে জানে।
 ২৪৯৭। যে আসে লঙ্কায়, সেই হয় রাক্ষস।
 ২৪৯৮। বেই ঋণ করে।
 সেই ছুঃখে মরে।
 ২৪৯৯। যে ইজার পরে, সে নু ভবার পথ রাখে।

(১) ভণিতা অর্থাৎ আলাপচারী নাই। এবং ভণিতা অর্থে নাম প্রকাশও বুঝা যায়। গীতারঙে প্রথমে যজ্ঞ মিলাইয়া সে রাগরাগিনী যুক্ত তানমানাদি প্রকাশ করা যায়, তাহাকে আলাপচারী বলে, যুগী অর্থাৎ জোলা, ইহার মতায় আসিয়াই গান ধর্যে রাগরাগিনী ভাজে না। ঐ জোলা জাতিরা যজ্ঞ বয়ন করিয়া থাকে।

২৫০০। যেই টেকশালা।

তার আবার আদ ঘরা।

২৫০১। যেই বিয়ের ঘট।

তার আবার হলদি কোটা।

২৫০২। যে করে পাপ।

সে সাত বেটার বাপ।

২৫০৩। যে কাল যায়, সেই কাল ভান।

২৫০৪। যে কাল যে বিদ্যা।

২৫০৫। যেখানে গৃহস্থের বাসা।

সেখানে অতিথের আশ।

২৫০৬। যেখানে নেই চাঁই।

সেইখানে ভুড়ুর ভাই।

২৫০৭। যেখানে ধন।

সেখানে মন।

২৫০৮। যেখানে ঘট হয়।

এখানে এসে শেষ মরে।

২৫০৯। যেখানে যেমন। সেখানে তেনন।

২৫১০। যেখানে সুখ।

সেইখানেই স্বাস্থি।

২৫১১। যে গরুতে দুদ দেয়।

তার চাইট সয়।

২৫১২। যে গাছ বাড়ে, তা দো পাতেই চিনা যায়। (১)

২৫১৩। যে ছাঁ উড়ে। সে

বাসায়ই খড় ফড় করে।

২৫১৪। যে জন আপনা বুকে।

পর দুঃখ তারে সাজে।

- ২৫১৫। যে টিপ সেই ফোঁড়।
 ২৫১৬। যেতে পেলেকি ছাড়ি।
 সে গুড়ে বালি।
- ২৫১৭। যে দাঁড়িয়ে মূতে।
 তার শিষ্য পাক দিয়ে মূতে।
- ২৫১৮। যে দাম টানে।
 সে টেক খায়।
- ২৫১৯। যে দিকে জল পড়ে।
 সেই দিকে ছাতি ধরে।
- ২৫২০। যে দিকে দুই চক্ষু যায় !
 সেই দিকে যাব চল্য।
- ২৫২১। যে দিকে বাতাস লাগে।
 সেই দিকে সরে বসে।
- ২৫২২। যে দিল অন্তরে ব্যথা।
 তার সঙ্গে মোর কিসের কথা।
 যদিও কহিব কথা,
 ঘুচবে না মোর মনের ব্যথা ॥
- ২৫২৩। যে দেখালে যো !
 তাকেই দেখায় ভো।
- ২৫২৪। যে ধান কাটে।
 সে মাস কাটে ॥
- ২৫২৫। যারে রাখি, সেই রাখে।
- ২৫২৬। যেন কেন প্রকারেণ প্রসিদ্ধঃ পুরুষোত্তম।
- ২৬২৭। যেন খাস ভালুকের প্রজা।
- ২৫২৮। যেন তেন প্রকারেণ কার্য্য সিদ্ধির্গরীয়সী।
- ২৫২৯। যেন তেন প্রকারেণ বর্দ্ধনস্য ধন ক্ষয়ঃ।
- ২৫৩০। যেন নক্ষত্র ছুটেছে।
- ২৫৩১। যেন পালান্যে বাড়ী।

- ২৫৩২। যেন ফুটী ফেটেছে।
 ২৫৩৩। যেন বরগীর ঘোড়া।
 ২৫৩৪। যেন ভাদ্র মেমো তাল।
 ২৫৩৫। যেন ভূক্তের বাদা।
 ২৫৩৬। যেন ভৈরবের চাক্রে ঘা পড়েছে।
 ২৫৩৭। যেন মুড়ির দোকান খেলিয়ে বসেছে।
 ২৫৩৮। যেন সত্য সত্যানের ঘর।
 ২৫৩৯। যেন সেরা নন্দোয়ার নাতী।
 ২৫৪০। যেন হাঁসের পুরী।
 ২৫৪১। যে পাতে বেশী তরকারি।
 সেই পাত চামড়ি।
 ২৫৪২। যে পালায় অন্ন ধরতে যায়।
 এই উভরকেই দৌড়িতে হয়।
 ২৫৪৩। যেমন অ উড়া নল।
 তেমন সুন্দরে মুগড়।
 ২৫৪৪। যেমন কন্দা মুঞ্জোদরী।
 তেমনি পাত্র গৌর হরি।
 ২৫৪৬। যেমন কন্দা কপবতী।
 তেমনি পাত্র ভগবতী ॥
 ২৫৪৭। যেমন কন্দা রেবতী। তেমনি পাত্র মেদো তাঁতি ॥
 ২৫৪৮। যেমন কপাল। তেমনি গোপাল ॥
 ২৫৪৯। যেমন কন্দা তেমনি ফল।
 মশা মারতে গালে চড় ॥
 ২৫৫০। যেমন কন্দা তেমনি সাজা।
 অড়র ডাল পটল ভাজা ॥
 অথবা ছ মাস খায় পটল ভাজা ॥ (১)

- ২৫৫১। যেমন গাবর।
তেমনি থাবর ॥
- ২৫৫২। যেমন চৌকিদারের ছেলের
বিয়ে রোসনচৌকী বাজনা।
ভাড়ানী বলে আড়ানী নৈলে
আমার ছেলের বিয়ে হয় না ॥
- ২৫৫৩। যেমন তুমি বাগা কচু।
তেমনি আমি গোড়ার তেতুল ॥
- ২৫৫৪। যেমন তেমন চাষ।
তৈ দিয়ে ঘষ।
- ২৫৫৫। যেমন তেমন, পোদৈর বামণ !
- ২৫৫৬। যেমন তেমন বাড়।
মাছ মেরে পাড়।
- ২৫৫৭। যেমন তেমন লেখ।
চুনো দিয়া দেখ ॥
- ২৫৫৮। যেমন তোমার কর্মের আটা।
তেমনি আমার মুড়ির কাটা। (১)
- ২৫৫৯। যেমন দাদা গুণমণি।
তেমনি বৌ রামমণি ॥
- ২৫৬০। যেমন পড়েছে কলি।
তেমনি মত বলি।
অথবা চলি ॥
- ২৫৬১। যেমন বাপ তেমনি বেটা।
- ২৫৬২। যেমন বিয়ে তেমনি বাদ্য।
- ২৫৬৩। যেমন ডানু।
তেমনি হনু।

২৫৬৪। যেমন ভোজন।

তেমনি দক্ষিণ।

২৫৬৫। যেমন মা তেমনি ঝি।

তিন গুণে তার নাতিনটী।

২৫৬৬। যেমন মা. তেমন ছাঁ।

২৫৬৭। যে রাধনী।

পানের মাজে জানা যায়।

২৫৬৮। যেমন কপে, তেমনি গুণে।

২৫৬৯। যেমন রোগ তেমনি ঔষধ।

২৫৭০। যেমন স্থায়ের।

তেমনি কাওরা।

২৫৭১। যেমন হুড়ক বাড়ী।

তেমনি গোলাদার।

২৫৭২। যেমনি বাছ। তেমনি আছে।

অমনি পরাণ বেরিয়ে গেছে।

২৫৭৩। যেমনে শৌণ্ড তেমনে শৌণ্ড,

টৈপতানেই দুই পা।

২৫৭৪। যে মরিবে আপন দোষে।

কি করবে তার হরিহর দাসে।

২৫৭৫। যে মাছটি পালায় সেইটি ডাগর।

২৫৭৬। যে মোকদ্দমা করে।

তারে ভেড়ার বদলে ঘোড়া দিতে হয়।

২৫৭৭। যে যারে না দেখতে পারে।

তার ছায়া দেখলে নাতি মারে।

২৫৭৮। যে যাতে হয় রত।

কবে তার মত।

২৫৭৯। যে যার কপালে খায়।

লোকে বলে আমার খায়।

২৫৮০। যে যার, সে তার।

২৫৮১। যে যেমন দেখাবে।

সে তেমনি দেখবে।

২৫৮২। যে যেমন, তারে ভেমন।

২৫৮৩। যে রকক, সেট ভকক।

২৫৮৪। সে রাখে সেই দেখে।

এলাখেন্যের কিছুই থাকে না।

২৫৮৫। যে লেখে সফল তার হয় গুরু। (১)

যে লেখে মোটা তার হয় কোটা।

২৫৮৬। বেস্কা ফাট্‌তা ওস্কা ফাট্‌তা ধুবীকা ক্যা হোতা।

২৫৮৭। যে খোজটা পলায়, সেই খোজটাই বড়।

২৫৮৮। যে হয় নির্ভরশ, তার পৌত্র আগে মরে।

২৫৮৯। যোগী হৈলে কি হবে।

তুমি নাড়া রোগী আছে।

২৫৯০। যোষত্র সততং যাতি ভুঙক্তে চাপি নিরন্তরং।

সতত লঘুতামেতি যদি শত্রু সমোত্তবেৎ ॥

২৫৯১। দৌবন জোরারের জন।

২৫৯২। যৌবনের ঠসুনমানি নাই কোন রস।

কেবল পুরাণ টোলে কস।

র .

২৫৯৩। রঘু চৈরে বলা।

তিন কলির চেলা ॥

২৫৯৪। রাধনী বামণের জুতা পায়।

২৫৯৫। রাধনী ভাত পায় না।

বিড়াল কোণে বলে কাদে।

(১) গ্রন্থ গুরু মহাশয়ের বাণকদিগকে এই আশ্রয় বলিষ্ঠালোখার প্রস্তুতি দেখ।

- ২৫৯৬। রাঁধা ভাতে বাঁধা উপোস।
 ২৫৯৭। রাঁড় ঘাঁটিয়ে টাকর খায়। ১।
 ২৫৯৮। রাঁড়ের খন, শরার লুণ।
 ২৫৯৯। রাখ্গে যা তুই ছিকৈ তুলে। কত খাবে তোর
 বাগদা জেলে ॥
 ২৬০০। রাখালের হাতে শালগ্রামের মৃত্যু।
 ২৬০১। রাগ করিবে আপনার ঘরে বেশী করে খাবে।
 ২৬০২। রাগে কাঁপে কি ভরে কাঁপে।
 ২৬০৩। রাগ খানিও আছে, সুখ খানিও আছে। ২।
 ২৬০৪। রাগে বাজী পুত বিইয়েছে।
 ২৬০৫। রাঘব রাঘের কালে পড়্যে আছে ৩।
 ২৬০৬। রাজ ঘোটক হয়েছে।
 ২৬০৭। রাজ সভায়ও যা, রাখাল সভায়ও যা।
 ২৬০৮। রাজ সভা দেখলে পরে, কোঁচ বাগলো চরে।
 আর কোকিলের ধ্বনি শুনে পেচা ডেকে মরে ॥
 ২৬০৯। রাজ হংসের চরণ দেখে, বকের নেড়া পেণ্ডা।
 তোমার পা দুখানি যেমন তেমন, চরণ দুখানি
 ঢেঙ্গা ॥
 ২৬১০। রাজা গেল পাটনে শূন্য হৈল দেশ।
 মাঝখানে বসে আছে নেড়া দরবেশ ॥
 ২৬১১। রাজা থাকতে কোটালের দোহাই।

- ১। রাখাল ঘাঁটিয়ে টাকর খায়। গুরু ঘাঁটিয়ে নিদ্রা পায়।
 ইতি দ্বিগাঠঃ ॥
 ২। রাগ টুকু আছে, সুখ টুকু আছে ইতি দ্বিগাঠঃ।
 ৩। কলিঙ্গ নগরের রাজা রাঘব রাঘ বহুকাল পূর্বে রাজস্ব পান
 এজন্য সংকেতে বলে রাঘবের কালে পড়্যে আছে অর্থাৎ
 বহুকাল আছে।

- ২৬১২। রাজা নামের কিছু না হৈল।
কুকুর মেরো ফাঁসী গেল॥
- ২৬১৩। রাজা না গোঁজা।
- ২৬১৪। রাজ্য পশ্যতি কর্ণাভ্যাং।
- ২৬১৫। রাজা বিনা রাজ্য ছার খার।
- ২৬১৬। রাজ্যের রাজায় দেখা হয় তো বুনেই দেখা হয়না।
- ২৬১৭। রাজ্য মন্তঃ শিশুশৈশব প্রমাদী ধন গর্কিতঃ।
অপ্রাপ্যমপি বাঞ্ছন্তি কিং পুন লভাতোপি যৎ॥
- ২৬১৮॥ রাজ্যের গুণে রাজ্য নষ্ট প্রজা কষ্ট পায়।
গৃহিণীর গুণে ঘর নষ্ট লক্ষ্মী ছেড়ে যায়॥
- ২৬১৯। রাজ্যের বাদ হৈল চুরা পুকুর পাড়ে সিঁদ।
- ২৬২০। রাজ্যের বাড়ি চুরী পারি কি হারি।
- ২৬২১। রাজ্যের ভাল বাসা আর গৃহস্থের খানি পোষা।
- ২৬২২। রাজ্যের রানী কানার কাণী॥
- ২৬২৩। রাজ্যের যে রাজ্য পাট।
যেন নাটুয়াই নাট॥
- ২৬২৪। রাজ্যের সঙ্গে রাজা। ভাতারের সঙ্গে মজা।
- ২৬২৫। রাজ্যের হাল স্বর্গে বাস।
- ২৬২৬। রাণী ভাবনী, আর ফুলী ভেজেনী।
- ২৬২৭। রাত কাণার মন্ত।
- ২৬২৮। রাত্র পোষালে বিষ। ১। ঘরে নাই কিছু॥
- ২৬২৯। রাত্তৌ দণ্ডা দিবা ছত্রী।
- ২৬৩০। রান্নায় প্রাণ জুড়ায় গাময় হলুদ।
- ২৬৩১। রান্না নয় বাড়ি নয়না।
- ২৬৩২। রামচন্দ্র মারিল ফড়িঙ্গ সুজো গেল ফাঁসী।
- ২৬৩৩। রামদাসের মা কথার ছাঁদনি জানি কাম জানি না।

১। পোষালে অর্থাৎ প্রভাত হইলে। এবং বিষুব সংক্রান্তিকে
বিস্তৃ বলে।

২৬৩৪। রাম না হইতে রামের মা।

২৬৩৫। রাম রাজ্যে বাস।

২৬৩৬। রাম রাজত্ব।

২৬৩৭। রামা, তলে লেঙটা উপরে জামা।

২৬৩৮। রামায়ণের মধ্যে ভূতের কেটকেচি।

২৬৩৯। রাম গেলেই কাট কড়াতে।

আট কাটা ভিজিল বাড়ি ॥

২৬৪০। রামে মারুক রাবণে মারুক মরিতেই হবে। ১।

২৬৪১। কুই মাছ জালে পড়ে কান্দে।

না জানি গেরস্থের বো কেমন করো রাঁধে।

২৬৪২। কুচে পুছে খা। মন চলতো যা। ইতি খনা।

২৬৪৩। কুটি কহে মায় আঁও যাও খিচড়ি কহে মায়

পৌঁছাও। ভাত কহে মায় লাগাও।

২৬৪৪। কপেয়া সব কর্ণে শক্তা।

২৬৪৫। কপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী।

২৬৪৬। কৈল ভোলা, ছিকের ভোলা।

২৬৪৭। রোকো কড়ি চোকা মাল।

২৬৪৮। রোগ কেবল মুড়ি আর ভুঁড়ি।

২৬৪৯। রোগ হইলেই দেব ভক্ত (২)।

২৬৫০। রোগা চড়ুয়ের টুয়ে বাসা। ৩।

২৬৫১। রোগা ঢালীর লম্বা খাঁড়া। বা খোঁটা।

২৬৫২। রোগা এখন তখন! রোজা ছয় মাসের পথ।

২৬৫৩। রোগী এড়ো বিছানা কোঁতায়।

১। রামে মারুক রাবণে মারুক দু দিকেই মৃত্যু। ইতি দ্বিপাঠঃ।

মারিচ ব্রাহ্মসেব উক্তি।

২। রোগিনো দেবতা ভক্তঃ। ইতি দ্বিপাঠঃ।

৩। রোগা চোড়ুয়ের গুলুক ফেড়ে বাসা। ইতি দ্বিপাঠঃ।

২৬৫৪। রোগী তুষ্ট অম্বলে ॥ সম্যগী তুষ্ট কথলে ।

২৬৫৫। রোজার ঘাড়ে বোঝা ।

২৬৫৬। রৌদ্রের তাত নয়, বালির তাত নয়না ।

ল

২৬৫৭। লঙ্কায় যে যায় সেই রাক্ষস হয় ।

২৬৫৮। লঙ্কায় সোণা সস্তা ।

২৬৫৯। লঙ্কায় রাবণ মোল, বেউলে কেঁদে রাড়ি হৈল ।

ডেলকোর মাথায় দিয়ে হাত, কাঁদেন প্রভু জগন্নাথ ।

২৬৬০। লঙ্কার বাণিজ্য ক্ষেতের কোণা ১ ।

২৬৬১। লঙ্কানং পরমৌষধ ২ ।

২৬৬২। লঙ্কাকেও লঙ্কা দিয়েছে ।

২৬৬৩। লঙ্কার বধু তাত খায়না, চাউলতার ন্যায় গ্রাস ২ ।

২৬৬৪। লঙ্কা স্ত্রী ভূষণ ১ ।

২৬৬৫। লবের বাণ সহিতে পারি ।

কুশের বাণে জ্বলে মরি ॥

২৬৬৬। লবের আস্থিত ন ।

২৬৬৭। লম্বা কোঁচা, ফোতো জারি ।

২৬৬৮। ললাট লিখিতা রেখা পরিমার্জিত ২ ন শক্যতে ।

২৬৬৯। ললাট লেখা ন পুনঃ প্রয়াতি ।

২৬৭০। লক্ষ বাঁটল পক্ষ তীর ।

তবে হয় হাত স্থির ৩ ॥

২৬৭১। লক্ষ্মণের শক্তি শেলে পড়া ।

২৬৭২। লক্ষ্মী আস্তে কি ছুওরে আগড় ।

১। ক্ষেতের কোণায় যে ফসল জন্মে, লঙ্কার বাণিজ্যে তাহা হয়না ।

২। চাউলতা শব্দটী বিক্রম পুরে চলিত, এদেশে চলিত। বলে এই চলিত। ফল বিশেষ, অম্ববস বিশিষ্ট ইত্যর্থ ।

৩। কেহও বলেন, লক্ষ্যতীর পক্ষ বাঁটল ।

২৬৭৩। লক্ষ্মী ছাড়ার ঝঙ্কি ১ বড়।

২৬৭৪। লক্ষ্মী ছাড়ার পেট ডাগর (বা মাথা ডাগর)।

২৬৭৫। লক্ষ্মীর বর যাত্র।

২৬৭৬। লাউ শাকের বালি আর অন্তরের কালী।
ধুলেও উঠেনা।

২৬৭৭। লাথ কথার এক কথা।

২৬৭৮। লাগে টাকা কল্কে বেটে দিব।

২৬৭৯। লাগে টাকা দিব গোঁরী সেন।

২৬৮০। লাগে তো না লাগে, না লাগে তো লাগে ২।

২৬৮১। লাগে তীর, না লাগে তুর্ক ॥

২৬৮২। লাজুয়া বামন, কেশো চোর।

২৬৮৩। লাজেও কুঁকড়ি শতেও কুঁকড়ি।

২৬৮৪। লাজে মাগী খান খান।

খোপার ভিতর মাছ খান ॥

২৬৮৫। লাজের মাথায় পড়ুক বাজ।

সকালে সকালে সারগে কাজ ॥

২৬৮৬। লাটে মারা গেল।

২৬৮৭। লাড়ার মার ভাঁড়া। খুদ মোল্‌কোর হাড়া ॥

২৬৮৮। লাথ সয় তো বাত সয়না।

২৬৮৯। লাথি চড়ে নাহি লাজ।

আমার নাম কবিরাজ ॥

২৬৯০। লাথি মেরে পায়ে ধরা।

২৬৯১। লাথির টেঁকি কি চড়ে উঠে।

২৬৯২। লাথির মানুষ, কথার কে।

১। ঝঙ্কি অর্থাৎ ঝকড়া।

২। বৃক্ষ রোগণ কালে গায়ে পুড়িলে লাগেনা। দূরে পুড়িলে লাগে।

- ২৬৯৩। লাভ নাই, কচকচি মার।
 ২৬৯৪। লাভ লোকশান জেনে।
 চাষ করেন। সোণার বেণো ॥
 ২৬৯৫। লার উপর গাড়ি গাড়ির উপর লা।
 ২৬৯৬। লগ হারামী করা।
 ২৬৯৭। লেখার গুরু বাঘে খায়না।
 ২৬৯৮। লেখা পড়া যেমন তেমন কপাল নাত্র গোড়া।
 চণ্ডী চরণ যুঁটে কুড়ান রামা চড়ে ঘোড়া।
 ২৬৯৯। লেখাপড়া করে বে গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে ॥
 ২৭০০। লেড়ুটা যোগার ঘরে চুরী।
 ২৭০১। লেড়ুটির মধ্যে কুড়ান।
 ২৭০২। লেজে পা দেওয়া ভার।
 ২৭০৩। লেজ নাই কুকুরের বাঘা নাম।
 ২৭০৪। লেটা পেটা মিনষে, লোটাকাণী ভয়ষা।
 ভাদ্র মাসে টোটে পানি, শেষ আছে এর বিশেষ
 জানি ॥ ১ ॥
 ২৭০৫। লেড়ুকা বর্গল মে। টেঁড়ুয়া সহর মে ॥
 ২৭০৬। লেবু রগড়ালেই তিত হয়।
 ২৭০৭। লোক দেখানে ভাল বাসা। ভাদ্র মাসের কচি শসা
 দেখলে পরে হয় লোভ। খেলে পরে পিত্তের
 কোপ ॥
 ২৭০৮। লোক লজ্জার হাসি।
 নইলে দরিয়ার মাঝে ভাসি ॥
 ২৭০৯। লোকো ভিন্ন রুচিঃ ॥
 ২৭১০। লোচ্চামরে শীতে আর ভাত।

। লেটা পেটা, আলা গোলা। লোটাকাণী, নত কাণ।
 বা গহিষ। টোটে অর্থাৎ কমে।

(১৫২)

২৭১১। লোহা জক কামার বাড়ী।

মেয়ে জক শ্বশুর বাড়ী।

২৭১২। লোহা জানে কামার জানে। ১।

২৭১৩। লোহার কার্তিক।

শ

২৭১৪। শজ্জা শাকে লুণ জোড়েনা, মুষারির ডালে ঘি।
বা গহনা কোথা পাব ॥

২৭১৫। শজ্জিনার শাক বলে আমারে করে হেলা।
আমায় খোজ করে টানাটানির বেলা ॥ ২।

২৭১৬। শজ্জার শজ্জ।

২৭১৭। শঠের ভাল বাসা, নদীর ধারে বসত করা।

২৭১৮। শঠের মায়া, তালের ছায়া।

২৭১৯। শতং দদ্যাং ন বিবাদয়েৎ সহস্রং দদ্যাং
ন পরাজয়েৎ।

২৭২০। শতরঞ্ধের বল ক্ষয়।

২৭২১। শত মারী ভবেদ্বৈদ্যঃ সহস্র মারী চিকিৎসকঃ।

২৭২২। শত শ্লোকেন পণ্ডিতঃ।

২৭২৩। শত্রুর শেষ রাখতে নাই।

২৭২৪। শতকে সহিয়ে, কাহনের ছুনে।

২৭২৫। শব্দে শব্দ মিশাইল গন্ধের কি।

২৭২৬। শমন দমন রাবণ রাজা, রাবণ দমন রাম।

১। কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্য গড়াইবার জন্য এক জনের কাছে
কিঞ্চিৎ লোহা দিয়াছিল, সে কহিল, এই লোহাতে গড়ন ভাল হইবেক
না, তাহাতে ঐ ব্যক্তি এই প্রবাদ কহিয়াছিল।

২। শজ্জনে শাক বলে আমি সকল শাকের হেলা। আমায় টানা
টানি করে লোকে টানাটানির বেলা ॥ ইতি ঘিণাঠঃ ॥

২৭২৭। শয়ন উত্থান পাশ মোড়া, মধ্যে মধ্যে ভীমে ছোড়া
পাগলার চৌদ্দ, পাগলীর আট, এই নিয়ে জনম
কাট।

২৭২৮। শয়নে পদ্মনাভ।

২৭২৯। শয্যা কণ্টক।

২৭৩০। শয্যা গুরু। সংকেত প্রবাদ।

২৭৩১। শর্পরী দীপকশচন্দ্রঃ প্রভাতে দীপকো রবিঃ।

ত্রৈলোক্য দীপকো ধর্ম্যঃ “সং পুত্রঃ কুলদীপকঃ”॥

২৭৩২। শরা টাও টা ঘোড়া টাও টা। টায় টায় গিনে
থেলো।

২৭৩৩। শরীর পতন কিম্বা কার্যের সাধন।

২৭৩৪। শ শ স হ ক দেখব।

২৭৩৫। শসা খেয়ে জলকে টান, তেমনি ভেয়ের বুকে
টান।

যেমন চিনি খেয়ে রে, জলকে টান, তেমনি বুনের
ভাইকে টান।

২৭৩৬। শমে নিরা। হৈয়ে রয়েছে।

২৭৩৭। শাককে শাক মূলকে মূল ॥ পেঁয়াজ পরজার দুই
হৈল ॥

২৭৩৮। শাক খাটতে জানে নাই, পাত নিয়ে দৌড়ায়।

২৭৩৯। শাকেই এত নাড়া। ডাল হৈলে ভাদ্রতো হাঁড়ী
ভাসতো কত পাড়া ॥ ১।

২৭৪০। শাগ দিয়ে মাছ ঢাকা।

২৭৪১। শাপাদপি শরাদপি ॥ ২।

১। শাকেই এত নাড়া। ডাল হৈলে করতো কিবা ভাদ্রতো
আধেক পাড়া। ইতি দ্বিপাঠঃ।

২। পরশুধাম রামচন্দ্রকে এই কথা বলিয়া ছিলেন। উভাভ্যাস সম
ধাঁটের শাপাদপি শরাদপি। ইতি দ্বিপাঠঃ।

অগ্রতশ্চতনোঃ বদান্ পৃষ্ঠতঃ সশরং ধনুঃ ।

উভাত্যাঞ্চ সমর্থোহং শাপাদপি শরাদপি ॥

২৭৪২। শামুক দি য় সমুদ্র সৈচা।

২৭৪৩। শাল কাঠ কল্লাল ঢুকান।

২৭৪৪। শাল গ্রাম চায়া খায় চাউলতা কোন ছার।

২৭৪৫। শাল গ্রাম দ.স বাটনা বাটা।

২৭৪৬। শাল গ্রাম মতু চাষার হাতে।

২৭৪৭। শালগ্রাম ডায়ে খেলে, নোড়া দেখে ভয় ?

২৭৪৮। শালগ্রামে ন ভানা।

২৭৪৯। শাল কে ন ব।

২৭৫০। শাল গ্রামে : গাওয়া বসা।

২৭৫১। শালার কন্তু : ড হেয়ান। আপনি আছে ডহর
পানীতে পেলায় পাঠাইয়াছে চর। ১।

২৭৫২। শাস্ত্রে নূপ যুবতীচ কুড়ে বশিতুং।

২৭৫৩। শিকরাকে তাঁণ দেখান।

২৭৫৪। শিখতো কোথায়। ঠেকছি যেথায়। ২।

২৭৫৫। শিঙ্গে ফুঁকেছে। সংকেত প্রবাদ। ৩।

২৭৫৬। শিবের ঘরে কে : আমিত কল। খাইনাই।

২৭৫৭। শিঙ্গে হারিয়ে কাঁকুড়ে ফুঁ।

২৭৫৮। শিঙ্গে হাতড়ান।

২৭৫৯। শিবের দুয়ারে কুড়ের বাতান। ৪।

২। শিখিলে কখন। ঠেকালে যখন। হাত দ্বিগাঠঃ ॥ অথবা
শিখিলে কোথায়। দেখিলাম যেথায় ॥

৩। শিবের মন্দিরে কুড়ের বাতান। ইতি দ্বিগাঠঃ।

৬। মতু চায়েছে।

১। একব্যক্তি বাঙ্গাল স্নান করিতেছিল এমন সময়ে এক লাঠা
মাড়ের বাচ্ছা দেখিয়া কহিল যে কুড়ীচ চর পাঠাইয়াছে এজন্য সে
ডেয়ায় স্নান করিল, জলে প্রবিষ্ট হইল না, ইহা কেবল নিস্কৃতি
মাত্র।

- ২৭৬০। শিবের সঙ্গে খোজ নাইকো গাজনের ঘটাতারি।
 ২৭৬১। শিরেরে রাজা কোটালের দোহাই।
 ২৭৬২। শিরো নাস্তি শিরো ব্যথা।
 ২৭৬৩। শিলা জলে ভেসে যায় বানরে সঙ্গীত গায়।
 ২৭৬৪। শির খালে জল থাকিলে পাশ খালে থাকে।
 ২৭৬৫। শিল তিতো লোড়া তিতো যে বাটে সেও তিতো।
 ২৭৬৬। শিব রক্ষক বন। বন রক্ষক শিব।
 ২৭৬৭। শিরে করিল সর্পাঘাৎ কোথায় বাজিব তাগা॥
 ২৭৬৮। শিরোমণিচ চৈতন্যে বলালো রঘু নন্দনঃ।
 লোকানাং ধর্ম নাশায় কলেঃ পুত্র চতুর্য়ং॥
 ২৭৬৯। শীত পায় গীত গায়।
 ২৭৭০। শীলং সর্কত্র ভৃষণং।
 ২৭৭১। শুটকির না ছাড়ে গন্ধ। করুণিমে না ছাড়ে মন্দ
 ২৭৭২। শুড়ীর নাই কাণ। মুচির নাই নাক।
 ২৭৭৩। শুকনা কাঠের ডেলার, লা ডুবালে হেলার।
 ২৭৭৪। শুক ধমালো মুখ দোষে। শালিক মোলো সেই
 তরাসে॥
 ২৭৭৫। শুকবৎ পঠাতে বকঃ।
 ২৭৭৬। শুকনা ঘায়ে আকন্দের আটা।
 ২৭৭৭। শুন ভাই কলির অবতার। কোণের বহুড়ী বলে
 ভাতার ভাতার।
 ২৭৭৮। শুধু ভাঁড়ে পাত বাঁধা।
 ২৭৭৯। শুনবে দেখবে বলিবে না।
 ২৭৮০। শুধুই চটক মারা, মধ্যে বালি ভরা॥
 ২৭৮১। শুধু হাত মুখে উঠেনা। (বা যায়না)।
 ২৭৮২। শুধু পলতা পায়না। ধন্য পলতা চায়।
 ২৭৮৩। শুনিতে ভণ্ড, কিন্তু অমৃতের খণ্ড।

- ২৭৮৪। শুভস্য শাশুঃ অশুভস্য কালঃ চরণঃ ।
 ২৭৮৫। শুনলে সাড়া তো নিলে পাড়া ।
 ২৭৮৬। শুয়ে চিত পরে কাত । উবুর টেহে পোহায়
 রাত ।
 ২৭৮৭। শুয়ে পালান নেওয়া ।
 ২৭৮৮। শুয়ে ২ লেজ নাড়া ।
 ২৭৮৯। শুয়ো যদি নিম দেয় তিনি হন চিনি ।
 তুয়ো যদি চিনি দেয় নিম হন তিনি ॥
 ২৭৯০। শুনলে কথার ছন্দ । হাঁড়ি ভেঙ্গে যাছ পলালো
 খোল রৈল বন্দ ॥
 ২৭৯১। শুনলে কথার ভাব থানা ।
 হাঁড়ি ভেঙ্গে যাছ পলালো খোল দিয়ে কেন ভাত
 থানা ॥
 ২৭৯২। শুদ্ধ বৈরঃ বিবাদঞ্চ ন কুর্য্যাৎ কেনচিৎ সহ ।
 ২৭৯৩। শূকরের কপালে গঙ্গা মৃত্তিকার ফোটা ।
 ২৭৯৪। শূর চেয়ে ভরা ভাল যদি ভর্তে যায় ।
 আগের চেয়ে পিছে ভাল যদি থাকে মায় ॥
 ২৭৯৫। শেয়াল ডাকলে ঘরে নেবেনা ।
 ২৭৯৬। শেয়ালে যুক্তি (বা ফাঁকী) অথবা ফিকীর ।
 ২৭৯৭। শেখাঃ পাতাল না বয়ঃ ॥
 ২৭৯৮। শোকে সাগর শুকায়ে গেল (বা উথলিল ॥
 ২৭৯৯। শোনরে নাটা, শোনয়ে কাঁটা সাগরে পড়ুক *
 তোর ডাল । আর আনার ভাঙ্গা পীরিত ঘোড়া
 দেবেতো বাঁচবে কত কাজ ॥
 ২৮০০। শোনগো স্বশুর । শোনগো ভাসুর ! নিবেদি
 তোমাদের পায় ।
 আর রণে মারিতে গেলে কখন কি গামছা থাকে
 গায় ॥

- ২৮০১। শোভা গলার মালা। কুটুম্বের মধ্যে শান। ॥
 ২৮০২। শৌল চেল ও সোঝেনা। পোলা চেলেরাও বোঝে
 না। ১।
 ২৮০৩। শৌলের ঘাড় ভাঙতে পারেনা। মাগুরের ঘাড়
 ভাঙতে পারে ॥
 ২৮০৪। আঁকার ছাই, হাত পেতে খাই।
 ২৮০৫। আঁক গড়ালো। বা গড়াচ্ছে ॥
 ২৮০৬। শ্রাবণ পালি সিংহে শুকা কন্যা কাণে কাণ।
 বিনা বায়ে তুলা বর্ষে কাঁহা রাখে গা ধান।
 ২৮০৭। জীহরি কর। সংকেত প্রবাদ। অর্থাৎ প্রস্থান কর
 ২৮০৮ ॥ শ্রোয়ামি বহু বিদ্বানি।
 ২৮০৯। স্বশুর গৃহঃ পরম সুখঃ ত্রিরাত্রাঃ শুনক সমান।
 ২৮১০। স্বশুর বাড়ী মধুর হাড়ী। দুই তিন দিন পর
 লাথি আর গুড়ি।
 ২৮১১। স্বশুর বাড়ী মধুরাপুরী। দিন পাঁচ নাত আদর
 ভারি ॥
 ২৮১২। স্বশুর বাড়ী মধুরপুরী। নিত্য গেলে পিছার বাড়ী
 ২৮১৩। স্বশুর বাড়ীর সুখ বড়।
 স্বর জামাতা কীলে দড়।
 ২৮১৪। শ্বেত চামর আর ধেড়েরুচল।

ষ

- ২৮১৫। ষট্ কর্ণে মন্ত্র ভেদ।

১। চেল অর্থাৎ ছেলে। শৌল চেল শৌলের পোমা। সোঝেনা
 অর্থাৎ সোজা হয়না। পোলা চেল অর্থাৎ ছোট পোমা।

২৮১৬। ঘট কৰ্ম যুক্তা খলু ধৰ্ম পত্নী।

কাৰ্য্যেষু দাসী, কৰণেষু মন্ত্ৰী, কপেচ রস্তা, ক্ষয়য়া
ধরিত্রী। ভোজেষু মাতা শরনেতু বৈশা, ঘট
কৰ্ম যুক্তা খলু ধৰ্ম পত্নী ॥

২৮১৭। বড়েতে যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র দেবোপি তিষ্ঠতি । (১

২৮১৮। যগ্নাং রসানাং লবণং প্রধানং ॥

স

২৮১৯। সংক্রান্তি বুড়ো।

২৮২০। সংসর্গজা দোষ গুণা ভবন্তি।

২৮২১। সংসারী সুখা, সন্ন্যাসী দুঃখী।

২৮২২। সংসার সাগরে দুঃখং।

২৮২৩। সকল দিন যায় হেলে কালে। রাত কোরে বুড়ী
কাপাস ডলে ॥

২৮২৪। সকল কুকুর স্বর্গে যাবে উচ্ছিষ্ট থাকে কে।

২৮২৫। সকল কৰ্ম ফতে হৈল।

২৮২৬। সকলি কপালে করে।

২৮২৭। সকল পাখীতে মাছ খায়, মাছ রাজার নাম।

২৮২৮। সকল বাড়ীতে এক ঘর। তার নাম আবার অন্দর।

২৮২৯। সকল নৈবেদ্যে ঠোঁকর দিয়েছে।

২৮৩০। সকল বাঁশে বংশলোচন হয় না।

২৮৩১। সকল পথ হেঁটে এসে ঘরের দুয়ারে আছাড়।

২৮৩২। সকল তাঁতি তাঁত বুনে। আপন আপন কোলে
টানে ॥

২৮৩৩। সকল সুবোধের এক গোয়াল।

২৮৩৪। সকল চিল পলালো বেঁড়ে চিল ধরা পোলো ॥।

১। উৎসাহঃ সাহসং ধৈর্য্যং বুদ্ধিঃ শক্তিঃ পরাক্রমঃ। বড়েতে
তিষ্ঠন্তি তত্র দেবোপি তিষ্ঠতি ॥

২৮৩৫। সকলের ছাগলে ধান খায়, রানার মার দোষ।

২৮৩৬। সকের বাড়ী মথী সৎবাদ।

২৮৩৭। সন্তুণো নিন্তুণো বাপি সহায়ো বলবত্তরঃ !

তুষেণাপি পরিভ্রষ্টস্তত্ত্বলো নাক্কুরায়তে !।

২৮৩৮। সঙ্গ দে.ষে গ্রাম নষ্ট।

২৮৩৯। সড়েঙ্গা ভাটা। সঙ্কেত প্রবাদ। অথাৎ পানিয়ে
যাওয়া।

২৮৪০। সঙ্গ যেমন কর্ম্ম তেমন।

২৮৪১। সত্রে ভুক্তি মঠে নিদ্রা।

২৮৪২। সৎসঙ্গে থাকিলেই সংহয়।

২৮৪৩। সৎ সঙ্গতিঃ কথয় কিংনকরোতি পুংসাৎ !।

২৮৪৪। সতীন নাই সতীনের কাঁটা আছে।

২৮৪৫। সৎমার ভাল বাসা পাল্লা ভাতে ঘি।

২৮৪৬। সৎকন্মের কাচও ভাল।

২৮৪৭। সতীনের পুত হউক, পড়সীর ভাত হউক।

২৮৪৮। সতীর ভক্তার রথের চড়। আর অসতীর ভক্তার
ভাঙ্গা নায়ের গুড়ো।।

২৮৪৯। সত্য সাবিত্রী মেয়ে।

২৮৫০। সত্যেন লোকান্ জয়তি।

২৮৫১। সত্যি যায় সোঁতে, অসত্যি যায় রথে।

২৮৫২। সত্যংক্রয়াৎ প্রিয়ং, ক্রয়াৎ নক্রয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং
প্রিয়ঞ্চ নাহতং ক্রয়াদেষমন্মঃ সনাতনঃ।

২৮৫৩। সদরেতে ছুঁই চলেনা। মপঃস্বলে হাতী যায়।

২৮৫৪। সদানন্দের গোদা পা ডাইনে আনিতে বামে যা।

২৮৫৫। সদ্ধিদ্যা যদি কিংধনৈরপয়শো যদ্যন্তি কিংমৃত্যুনা

২৮৫৬। সদাঃ ফলন্তু সংগীতং।

২৮৫৭। সছু চিনেছেন বড়।

২৮৫৮। সন্ন্যাসী চোর নয় বোঁচকার ঘটায়। বণ কার্যে
ঘটায়। অথবা দ্রব্যে ঘটায় ॥

২৮৫৯। সন্ন্যাসীর গম্ভায় মাদুলী। অর্থাৎ স্ত্রীকে মাদুলি
করিয়া গলদেশে রাখে তথাপি উপপত্তি করে।

২৮৬০। সন্ন্যাসীর তুষ নাড়া। ১।

২৮৬১। সপ্ত রথী ঘেরে বধ।

২৮৬২। সপ্তপুতে পর বাধকঃ। ২।

২৮৬৩। সবছে চুপ ভাল। (বা সব চেয়ে চুপ ভাল।)

২৮৬৪। সব শেয়ালের এক ডাক! বা এক যুক্তি।

২৮৬৫। সব লাল হো জাগা। ৩।

২৮৬৬। সবে কবির সঙ্কেত।

২৮৬৭। সবে ধন নীলমণি।

২৮৬৮। সবক্ষুর্যো হিতেষু স্যাৎ স পিতা বস্তুপোষকঃ।
সসখী যত্র বিশ্বাসঃ সাত্মার্যো যত্রনিবৃতিঃ ॥

২৮৬৯। সমস্ত আশ্বিন কার্তিকের আট।

যে বাঁচে সে গয়ের কাট ॥

২৮৭০। সবাই গেল আলায়২। বুড়ী মরে পোঁদের
জ্বালায়!

২৮৭১। সময়ে সকলে বন্ধু অসময়ে কেউ নয়।

২৮৭২। সমুদয় গুড় তৈরী এক গামছা।

১। চোর সন্ন্যাসী, এক জনের তুষ স্থানান্তরে অন্য জনের নিকটে
রাখে তৎকালে পবনপর সন্ন্যাসীর বিবাদ হয়।

২। মক্ষিকা মাকড়সা বোঁচা যাচকো মধুকস্তথা। গ্রামণীগণক
সপ্তপুতে পর বাধকঃ ॥

৩। রাজা রণজিত সিংহের উক্তি। ইংরাজদিগের রাজ্যাধিকৃত
ভূমি পরিত্যাগনার্থ নকসার মধ্যে লালচিত্র ছিল তাহা দেখিয়া এ
রাজা এই কথা বলেন।

- ২৮৭৩। সময় সুবিধা হইলে দুর্কীবনে ডিঙ্গা চলে, ঘরে বসি
করি নানা ভোগ। যদি সময় মন্দ হয়, দুর্কীবনে
বাঘে খায়, পাছে পাছে ফিরে নানা রোগ।
- ২৮৭৪। সম্মুখেতে ছেলামালকী! পিছেনেতে হারান
জাদকী।
- ২৮৭৫। সরস্বতীর কাছে পাঠের বিচার। বা বিদ্যার
বিচার।
- ২৮৭৬। সরস্বতীর বর পুত্র।
- ২৮৭৭। সরমে মরে যাই।
- ২৮৭৮। সর্কমত্য়ন্ত গহিতং।
- ২৮৭৯। সর্কত্রাভ্যাগতো গুরুঃ।
- ২৮৮০। সর্কস্বের বাড়ি দণ্ড নাই। (মরণের বাড়ি গালি
নাই।
- ২৮৮১। সরলে সারলং কূর্ঘ্যং শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।
- ২৮৮২। সর্কস্য গাত্রস্য শিরঃ প্রধানং।
- ২৮৮৩। সর্কং অদৃষ্টং শুচিঃ।
- ২৮৮৪। সর্ক শূন্যং দরিদ্রতা।
- ২৮৮৫। সর্কোজ্জিয়াণাং নয়নং প্রধানং।
- ২৮৮৬। সর্কং পরবশং দূঃখং সর্কমাত্মবশং সুখং।
- ২৮৮৭। সর্ক কাটনীর একখানা। মোটা কাটনীর সাত
খানা।
- ২৮৮৮। সর্ক নাশং সমংপন্নৈ অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।
- ২৮৮৯। সর্ক নাশের অর্দ্ধেক রক্ষা।
- ২৮৯০। সর্ক স্ব খরচ করে পারখানা বানান।
- ২৮৯১। সস্তা মাছে, বিড়ালে কাঁটা বাছে !
- ২৮৯২। সস্তা, বাড়ীতে নিয়ে ফস্তা।
- ২৮৯৩। সরাবণোহং দ্বি কপম হীনা

২৮৯৪। সসংপট গৃহে বাসো মৃত্যুরেব নসংশয়ঃ ॥

২৮৯৫। সহসু বন্ধনে ফসকা গেরো ।

২৮৯৬। সহবাসতঃ পূর্ণা শুণাভবন্তি ।

সহবাসতো দো যশুণা ভবন্তি ।

২৮৯৭। সাঁজেক খেলে নামেক যায়না ।

২৮৯৮। সাপ্তে জামাই কাঁটাল খাননা, ভোতা লইয়।
লড়ালড়ী । ১ ।

২৮৯৯। সাগরও শুকাই না, পাপও লুকাই না । ২ ।

২৯০০। সাতকে মতের করা ।

২৯০১। সাতোও হুঁ, পাঁচোও হু ।

২৯০২। সাত বোড়া দিয়ে, পৌষ নারায়ণী ।

ভাতে চলিলেন রাণী ভবানী ॥

২৯০৩। সাপ হয় বৈষ্ণব হৈতে । মসকীল হয় নচ্ছুর দিতে

২৯০৪। সাপ কত ছাঃ গো দিতে । নলের আগে চুটকা
দিতে ॥

২৯০৫। সাথও করে, মনও পুড়ে ।

২৯০৬। সাত গেঁয়ের কাছে নামদো বাজী ।

২৯০৭। সাথলৈ মান বাড়ে ।

২৯০৮। সাপের সঙ্গে কাশী বাস । চোরের সঙ্গে সর্দানাশ ॥

২৯০৯। সাপের মুখে ইস্তমূল ।

২৯১০। সাপে নেউলে ।

২৯১১। সাপ মোলে গর্ত্ত বোঁজে ।

২৯১২। সাপের ভয় খাট করলে ।

ওলাউঠার কি ঠাওরালে ॥

১১। সাথলৈ জামাই কাঁটাল খাননা । অবশেষে জামাই বিস্তাত
খাননা ।

১২। সাগর ওকাই নানিক লুকাই আপন করম দোমে । ইতি দ্বিপাঠঃ

- ২৯১৩। সাপের লেখা বাঘের দেখা।
 ২৯১৪। সাপের মাথায় ব্যাঙ্ককে নাচায়।
 ২৯১৫। সানকীতে ভাত নাইকো তারিপ করে খায়।
 ২৯১৬। সাপা ডরায় বেঙ্কাকে, বেঙ্কা ডরায় সাপাকে।
 ২৯১৭। সাপের মাথায় লাটি মার।
 ২৯১৮। সাত খুঁটি, এক পেলা।
 ২৯১৯। সাত ভাই যারা। রণে জিতে তারা ॥
 ২৯২০। সাত পুরুষে বিয়ে নাই তার আবার নামার বাড়ী
 বা স্বশুর বাড়ী, ॥
 ২৯২১। সাত, সমুদ্র তের নদী ॥
 ২৯২২। সাত পুতের নারও সাত পুতের বাপ আছে।
 ২৯২৩। সাত সমুদ্রের জন খাওয়ার।
 ২৯২৪। সাদা কাপড়ে কারী।
 ২৯২৫। সাত ফকীর একথরে কুলান হয়। কিন্তু দুই
 রাজা এক মুলুকে কুলান হয়না।
 ২৯২৬। সাদা মুলুক জাদা।
 ২৯২৭। সহসা করিতে কর্ম্ম ধর্ম্ম শাস্ত্রে মানা।
 ২৯২৮। সহজে দৈববর্ত্ত জাতি নীচ সঙ্গে গণি। ননাট
 যবনাৎ পর তা হৈতে অধিনী ॥
 ২৯২৯। সাপে কামড়ালে বিষওলে। মানুষে কামড়ালে
 বিষ ওলে না।
 ২৯৩০। সাপকে মারিতে যেন শিবকে বাজেনা।
 ২৯৩১। সাপ যায়, রাহা বিগড়ে।
 ২৯৩২। সাপের আবার ব্যাঙ্ক খাওয়া।
 ২৯৩৩। সাত পাঁচ বাহা, বজুপড়ে তাহা।
 ২৯৩৪। সাত চড়ে মুখে রা নাই।
 ২৯৩৫। সাত চোদার বুদ্ধি এক চোদার যার।

- ২৯৩৬। সাত রাজার ধন এক মানিক।
 ২৯৩৭। সাত ভাতারী সাবিত্রী।
 ২৯৩৮। সাপ বেথানে। নেঙ্গুড় সেখানে।
 ২৯৩৯। সার তীর্থ বৃন্দাবন।
 ২৯৪০। সার কুড়েতে পদ্ম ফুল।
 ২৯৪১। সাক্ষাত পুত্র, বাপ আটকুড়া।
 ২৯৪২। সাকী গোপাল।
 ২৯৪৩। সাক্ষী দেয়না বৃত্তান্ত গায়।
 ২৯৪৪। সারা দিন বড়সী হাতে। সন্ধারবেলা আমড়া ভাতে।
 ২৯৪৫। সিংহের মামা ভোম্মলদাস। বাঘ মেরেছে
 গণ্ডাদশ ॥
 ২৯৪৬। সিংহের কোলে শৃগাল শায়।
 ২৯৪৭। সিংহের ডাকে গভীর গর্ভপাত হয়।
 ২৯৪৮। সিংহের পেটে ছাগল জন্মেনা।
 ২৯৪৯। সিঙ্গীরেশে খিজীবড়।
 খায় দায় চোপায় দড় ॥
 ২৯৫০। সিঙ্গিখেলে দুক্কি বাড়ে।
 গাঁজা খেলে লক্ষ্মী ছাড়ে ॥
 ২৯৫১। ঈশ্নিও খায়। ভরাও ডুবায়।
 ২৯৫২। সুখ সাগর না রসের সাগর।
 এক এক ঘরে তিন তিন নাগর ॥ ১ ॥
 ২৯৫৩। সুখ উথলে উঠে।
 ২৯৫৪। সুখে থাকুক চূড়া বাশী। কত শত মিলবে
 দাসী ॥

২৯৫৫। সুখের পায়রা।

২৯৫৬। সুদ খোর আর মদ খোর সমান।

২৯৫৭। সুজন পারিত পাক বরাবর পাক পাক মিলে
যায়।

আর কুজন পারিত পাচ বরাবর টুটেছে ঘোড়া না
যায়।

২৯৫৮। সুপ্রসিদ্ধ গোপী নাথ কিবা মন্ত্র জানে।

কুলের কামিনী সব বাহির করে আনে ॥

২৯৫৯। সুন্দর বনে বান্দর রাজা।

২৯৬০। সেজো বাঘ।

২৯৬১। সেইতো মল খসলি। লোকটা কেন হাসলি ॥

২৯৬২। সেই চোক দিনে দেখি।

২৯৬৩। সেই বুড়ী নাচে। কত কাচ কাচে ॥

২৯৬৪। সেই মাঠতে মদঙ্গ হয়।

২৯৬৫। সেওড়া তলায় আম পেনে আমতলায় কেহ যায়না।

২৯৬৬। সেটিয়া যো নাই বল খুড়ী।

২৯৬৭। সে কাল গেছে বয়ে। এটে কটু খেয়ে।

২৯৬৮। সে কহে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর।

২৯৬৯। সে গুড়ে বালী।

২৯৭০। সেরেকে পশুরি।

২৯৭১। সেকরার ঠুকঠাক, কামারের এক ঘা।

২৯৭২। সোণার কমল ধূলায় গড়াগড়ি। হর হর হর।
অর্থাৎ স্বর্ণচূরা ॥

২৯৭৩। সোণা দানা দুদের বাটী।

দুয়ো মেগের ওঁচলা মাটী ॥ ১

১। সোহাগিনীর সোণা দানা আর দুদের বাটী। দুয়ো মেগের
পক্ষে কেবল ফেলা ওঁচলা মাটী। ইতি দ্বিপাঠঃ।

- ২৯৭৪। সোণার উপর মিনের কাজ। (বা কাম)
 ২৯৭৫। সোণার বেণো সোণাচিনে হারাম চিনে কচ।
 ২৯৭৬। সোণার থালে খুদের আউ।
 ২৯৭৭। সোপানক সদাব্রজেৎ।
 ২৯৭৮। সোমে বুধে না দিও হাত।
 উদ্বার করে খেয়ো ভাত ॥ ১।
 ২৯৭৯। সো শুঁড়ি এঁড়ে নেড়ো। এট চারি জাতকে
 যে বিশ্বাস করে সে বেটা ভেড়ের ভেড়ে।
 ২৯৮০। সৌরভে ভূমর মজে, কামে মজে কুল।
 আহারেতে মান মজে, টাকে মজে চুল॥
 ২৯৮১। স্ত্রী বিত্ত মধ্যমঃ ১২।
 ২৯৮২। স্থান মান নাই উচু কবর।
 ২৯৮৩। স্নেহ নীচ গামী।
 ২৯৮৪। স্বধর্মো নিধনঃ শ্রেয়ঃ।
 ২৯৮৫। স্বনামা পুরুষো ধন্যঃ পিতৃ নামাচ মধ্যমঃ।
 ২৯৮৬। স্বপ্নের অগোচর।
 ২৯৮৭। স্বয়ং অসিদ্ধঃ কথং পরান্ সাধয়তি।
 ২৯৮৮। স্মারীর কিবা সুখ পোষ্ট্র মাসে ভাতের চুখ।
 ২৯৮৯। স্বর্গের আটকুড়ও ভাল।

হ

২৯৯০। হঠাৎ বাবু।

২। উত্তমঃ স্বর্জিতঃ বিত্তমধ্যমঃ পিতৃর্জিতঃ অধমঃ ২৮ ভাঃ
 দিত্তম স্ত্রী বিত্তমধ্যমঃ ১২।

১ অর্থাৎ মড়াই বা গোলাতে সোম ও বধবারে হাত দিওনা খাও
 অভাব হইলে অন্যদ্বারে পাণ করিয়া খাওয়াও ভাল। হিন্দুদের এই
 রূপ বিশ্বাস আছে যে সোম বধবারে গোলা হইতে খান্য লইলে লঙ্ঘন
 ভ্যাগ হয়।

২০২১। হই গিন্নি না ছুঁই হাঁড়ী।

২০২২। হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গা।

২০২৩। হৃদ করলে পদ্ম মুখী।

২০২৪। হব ছেলে তার অন্ন প্রাশন।

২০২৫। হব কুৎসিত, নিম্ন উপদেশ !।

২০২৬। হয় না হয় দুবার যাবে। খাও নাখাও সকাল
নাবে। তার কড়ি কি বৈদ্যে খাবে। ১

২০২৭। হয়না কেন লাঠা লাঠী খায়না কেন বাঘে।
কোন শালা বা জাগে ॥

২০২৮। হয় তিল নয় তিল, ধোকড়ায় ভরিলে তিল।

২০২৯। হক চাচার দরবার।

৩০০০। হক কথা কব বন্ধু বেগড়ায় বেগড়াবে।

পেট ভরে খাব লক্ষ্মী ছাড়ে তো ছাড়াবে।

৩০০১। হরিঃস্মৃতিঃসৰ্ব্ব বিপদ বিনাশিনী।

অশেষ জন্মার্জিত পাপ হারিনী ॥

৩০০২। হরি দ্বার আর গঙ্গা সাগর।

৩০০৩। হরি ঘোষের নিমন্ত্রণ, না আঁচালে বিশ্বাস নাই।

৩০০৪। হরি বড় দয়াময়। কথা বটে কাজে নয়।!

৩০০৫। হরি বল টুকনি গেল।

৩০০৬। হরি বল মন, চলেন গোবর্দ্ধন।

৩০০৭। হরি বললেই কাঁড়া চাউল।

৩০০৮। হরিষে বিষাদ।

৩০০৯। হরি বল মন, দিন গেল বয়ে।

১। হয় না হয় তিনবার যায়। তার কড়ি কি বৈদ্যে খায় !।
ইতি দ্বিপাঠঃ।

- ৩০১০। হরি হর এক আত্মা। বা (হরি হরাত্মা)।
 ৩০১১। হরে দরে হাঁটু জল।
 ৩০১২। হলদি খেলেই কি রাজা ছেলে হয়।
 ৩০১৩। হলদ রং নয় যে ধূয়ে যাবে।
 ৩০১৪। হাউস আছে যোত্র নাই।
 ৩০১৫। হা করিলেই দেশের বার্তা জানা যায়।
 ৩০১৬। হাগা মানেনা বাঘার ভয়। ১।
 ৩০১৭। হাট চোরের পার্কণ।
 ৩০১৮। হাটে কেন গণ্ড গোল।
 যে যার বুকে আপনার বোল॥
 অথবা সবাই বলে আপন বোল॥
 ৩০১৯। হাট কি লাট।
 ৩০২০। হাটের মাঝে ঢোল পেটা।
 ৩০২১। হাটে হাড়ি ভাঙ্গা।
 ৩০২২। হাটে কি দর চাউল।
 না, আমি বামণের ভাতে আছি।
 ৩০২৩। হাড়ে দুর্ক। গজিয়েছে (বা উঠেছে)।
 ৩০২৪। হাত ঠুটো জগন্নাথ।
 ৩০২৫। হাড়ির ঘরের লক্ষ্মী।
 ৩০২৬। হাড়ির কোদালে মাথা কাটা।
 ৩০২৭। হাত থাক্তে মুখা মুখী কেন।
 ৩০২৮। হাত পাতিতে কালাচাদই আছেন।
 ৩০২৯। হাণ্ডিস্তির লাজ নাই দেখুস্তির লাজ।
 চারি কড়া কড়ি দিব হতুগিয়ে হাগ।
 ৩০৩০। হাতী বলে রসাতল। ভেড়া বলে হাঁটু জল।

৩০৩১। হাড়ীর ঘরে লক্ষ্মী হইলে, শূরকে মারে ঝাঁটা ॥

৩০৩২। হাড়ীর কিচ্ কিচ্ ।

৩০৩৩। হাড়ীতে ভাত নাই বাড় বাড় বলে ।

মনে ভক্তি নাই মুখে বসে ২ বলে ॥

৩০৩৪। হাড়ী সরি এক ঠাঁই হইলেই ঠকাঠকী লাগে ।

৩০৩৫। হাড়ীর লগলগ খুরপির বিয়ে ।

৩০৩৬। হামে খেলে গেড়ি ।

পেরেনাম খেলো কড়ি ।

৩০৩৭। হাড়ি ভেলকী লাগ ।

৩০৩৮। হাড় খান মান খাব, চামড়া নিয়ে ডুগডুগী বাজাব

৩০৩৯। হাড় কাটে মান কাটে কচগাচ দেখলে ফাঁপিয়ে উঠে

৩০৪০। হাত আলসে দাতে ছাতি ।

৩০৪১। হাত গিলতে গিলতে বাউ গিলিল ।

৩০৪২। হাত বাঁধে পা বাঁধে মন বাঁধে কে ।

৩০৪৩। হাত চেয়ে আগ বড়। অথোৎ বর কন্যা অযোগ্য ॥

৩০৪৪। হাত মোচ পা মোচ কপাল মোচা যায় না ।

৩০৪৫। হাতী ছাড়িলেই শতেক হাত ।

৩০৪৬। হাতী বলে আমারও দুই দাঁত ।

দুকর বলে আমারও দুই দাঁত ॥

৩০৪৭। হাতী মোলেও লাখ টাকা জিরন্তেও লাখ টাকা ।

৩০৪৮। হাতীপর হাওদা ঘোড়েপর জিন ।

কাল মুরগীপর ডক্ক বাজাবে নজ্জদীন ॥

৩০৪৯। হাতী যেমন খায় তেমনি নাদে ॥

৩০৫০। হাতে কালী মুখে কালী বাছা আমার লেখে এলি

৩০৫১। হাতে নাই সিক্কা । বাহিরে বাহির ফটকা ॥

৩০৫২। হাতে নাই কড়া বট । প্রাণ করে ছট ফট ॥

৩০৫১ হাতে দই পাতে নই । তবু বলে কৈ কৈ ।।

৩০৫৪ । হাতে যদি নাই ধন ; পাঁচে হও একমন ।

৩০৫৫ । হাতে গোধ পায়ৈ গোধ, গোধ কর্ণমূলে ।

কোন পুরুষের জানি ভাগ্য ছিল গোধনা ছিল চুলে ।

৩০৫৬ । হাতে মারিব না ভাতে মারিব ।

৩০৫৭ । হাতে খোলা পোঁদে মালা ।

৩০৫৮ । হাতে নাই কড়াকড়ি ॥ করে বেড়ায় বাড়াবাড়ি ।।

৩০৫৯ হাতে চাটি মেরে গেল ।

৩০৬০ । হাতে ভাতে করা । সংকেত প্রবাদ ।

৩০৬১ ! হাতে মুখ চিনে ।

৩০৬২ । হাতে মুখে হয় না । সংকেত প্রবাদ ।

৩০৬৩ । হাতে যদি ফল পাই ।

তবে কি আঁকুড়ি চাই ।

৩০৬৪ । হাতে শাখা নড়ে ।

বিড়াল বলে আমার ভাত বাড়ে ।

৩০৬৫ ! হাতে হাতে সারা ।

৩০৬৬ । হাতে হাতেই ফল পাবে ।

৩০৬৭ । হালে হেতেরে সোনার গাঁতি ।

তার অর্ধেক কাঁদে ছাতি ।

ঘরে বসে পোছে বাত ।

এবংসর যেমন তেমন আর বৎসর হাতাত ।

৩০৬৮ । হাতের কড়ি বিনশ্যতি ।

৩০৬৯ । হাতের পাঁচটা আঙ্গুল সমান হয় না ।

৩০৭০ । হাতের কঙ্কণ বেচে এনেছি বান্ধী ।

সে হৈল গৃহিণী আমি হলেম বান্ধী ।

৩০৭১ । হাতের ছাড়িলে আপন পর চিনে না ।

৩০৭২ । হাতের বাড়ি, পথের বন্ধু ।

৩০৭৩। হাতীর নাদে শশাঙ্কর মার্গ ফাটে।

৩০৭৪। হাতীর পিঠে আসে যায়।

হামা দেখে ডর পায়। ১ ।

৩০৭৫। হাতীর পা টেনে।

৩০৭৬। হাতীর হাড়।

৩০৭৭। হাতীর পশ্চাৎ কুকুরে ভুকে।

৩০৭৮। হাতীর সঙ্গে বেড়ে বলদ।

৩০৭৯। হানেরে কলমি মতা।

জল শুকালে থাকবি কোথা।

৩০৮০। হাতাতে ঘদ্যপি চায়।

সাগর শুকায়ে যায়।

৩০৮১। হাতাতের ঘরে ভাত নাই।

৩০৮২। হাতাতের নাহি সুখ নাহি অপমান।

৩০৮৩। হাতাতের সুখ বৈকুণ্ঠেও নাই।

৩০৮৪। হাপরের আশুন।

৩০৮৫। হাতাতের অনেক দৌষ।

৩০৮৬। হামতো ছোড়ে, কমলিতো ছোড়্তা নেহি।

৩০৮৭। হারেরে কপাল এক পেশো।

যেখানে ঘাই সেই বলে ফেণ খেসে।

৩০৮৮। হারলেও ঘরের ভাত।

জিতলেও ঘরের ভাত ॥

৩০৮৯। হার রে সেকলে বল,

তুলা বলে মাড়াই পল ॥

যদি দেখি মাখাটি ॥

লেগে গেল দাঁত কপাটি ॥

১। হাতীর তলদিয়ে আসে যায়। হামবা দেখে ডরায় ॥ অর্থঃ
হামা দেখে ডরপায়। গজের উপর চড়ে যায়। ইতি বিপ্লবঃ ১২১

৩০৯০। হার এমন দিন কবে হবে মায়ের ছেলে হবে
মালা করে ঢাল ভিজিয়ে পাথো বসে থাবে ॥

৩০৯১। হার কি মজা স্বপ্নের বাড়ী।
তিন দিন বৈ ঝাঁটার বাড়ী।

৩০৯২। তারার চেয়ে গোল ভাল।

৩০৯৩। হাল ভাগ্য নাই ॥

গো ভাগ্য আছে।

৩০৯৪ ॥ হাল মেরে মেদনী সার ॥

৩০৯৫। হাল আর পানী পায় না।

৩০৯৬। হালুয়া ভাল চষে কৃষাণ বুনে ধান।

আগে থায় চোর চোটে ল পিছে থায় কৃষাণ।

৩০৯৭। হানে বয় না তেড়ে গুতায়।

৩০৯৮। হাসতে হাসতে কপাল ব্যথা।

৩০৯৯। হাসতে হাসতে গুয়া থাইলাম।

তাই কি আমি নাগ হৈলাম।

৩১০০। হাসতে হাসতে দাঁত বেকুলো।

৩১০১। হাসিয়ে নলিতে বলে।

এই মেঘে ভাসাবে ভলে ॥

৩১০২। হিঁচু জানে কি কুকড়ায় মূল।

৩১০৩। হিঁচু হারামী করা।

৩১০৪। হিঁচুর নারায়ণ। আর

মুচলমানের তোবা।

৩১০৫। হিত করিলেই বিপরীত।

অথবা হিত করতে বিপরীত হৈল।

কিম্বা হিতে বিপরীত ॥

৩১০৬। হিন্দু কিতাব জেনে।

চাষ করে না গোণের বৃদ্ধো!

৩৪০৭। হিসাব কিতাব যব।

সমঝায়েগা তব ॥

৩৪০৮। হিসাব নিকাশ যখন

গাড় ফাটেবে ওখন।

৩৪০৯। হিসাবের কড়ি, বা লেখার কড়ি কি বায়ে থায়।

৩৪১০। হুজুরে বাঙ্গলা, আবহ ক্মতে চান।

৩৪১১। হেদি কয়ে পদীকে বুঝালো।

টেকি দিয়ে কাণ বিদ্বালো।

৩৪১২। হেড়ে কোণে মেঘ লেগেছে গরু গেল উড়ে ১

নীন মুগুর কেড়ে লব গাই দুইবা কি মে।

৩৪১৩। হেঁপো বাগনী গুঁপো পোদ।

৩৪১৪। হেগো রোগী মুখে টনকো বা চোঁপায় দড়।

৩৪১৫। হেঙ্গল নাক্রানে তুলসীর বন।

ঠাং তুলে মুত্তেই মন।

৩৪১৬। হেথা হৈতে ছুড়লেম খাল।

খাল গে-এ বলাদ খাল।

৩৪১৭। হেগে যায় ভাল নিয়ে।

বিদাত! যায় তুল নিয়ে।

৩৪১৮। হেসে হেসে কথা কয়।

এ মিন্সে বুঝি পেয়াদা নয়।

৩৪১৯। হেসে সুখি বসে পাটে।

চাষার গরু বিকোয় হাটে। ৩

১। হেড়ে কোণে মেঘ কবুচে, ঝাপে উড়ে মহিষ। উক্তিভিগ ২ঃ ৪

২। কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত পঃরন খা. হ (বা. বঙ্গবাগলা) হঃ

৩। হেসে সুখি বসে পাটে, অর্থাৎ উদয় হইয়াছে সুখের

অপ্রকাশিত হয়।

- ৩৪২০। কণমণি সুখং ।
 ৩৪২১। কণেক খায়, পলেক গায় ।
 ৩৪২২। কণেক খেলে পলেক গায় ।
 পণেক খেলে চৌপর দিন গায় ।
 ৩৪২৩। ক্ষীর বরাবর ভ্রষ্টা নারী ।
 পীর বরাবর নেড়ে ।
 স্বপ্ন ক্ষুর এড়ে ।
 আর বাড়িয় কাছে গেড়ে ।
 এদের যে বিশ্বাস করে ।
 সে এক ভেড়ের ভেড়ে ।
 ৩৪২৪। ক্ষুদ গুড়া যেনা বাছে ।
 তার ভাত সর্বত্র আছে ।
 ৩৪২৫। ক্ষমার অঙ্গে কি করে ব্যঞ্জন ।
 ৩৪২৬। ক্ষেতে নাই দেখে ধান ।
 উড়ে যায় চাষার প্রাণ ।
 ৩৪২৭। ক্ষেতের কোণ। বাগিজের ঘন ।
 অথবা লক্ষার বাগিজো, ক্ষেতের কোণে ।
 ৩৪২৮। ক্ষেতে ক্ষেতে ধান্য । পথে পথে নবান্ন ।
 ৩৪২৯। ক্ষেপ হারালাম । জনম হারাবনা ।

ইতি প্রবাদ মালা



